



# প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 13<sup>th</sup> Year, 46 Issue • 17 February, 2022, Thursday • ৪ ফাল্গুন, ১৪২৮, বৃহস্পতিবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

## বেসরকারি খিদমদে রয়েছে উর্দিপরা সরকারি কর্মচারী



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি। নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন (এনজিও)র অনুষ্ঠানে সরকারি কর্মচারীদের দিয়ে খিদমদ খাটানো হল বেসরকারি লোকদের। দফতরিক দস্তুরে তা করা হল। শাসক দলের রাজ্য সহসভাপতির জন্য মঞ্চে উর্দিপরা সরকারি কর্মচারী ট্রে হাতে ব্যাজ নিয়ে এসেছেন, অন্য কেউ তা পরিবে

দিয়েছেন, এমন অনৈতিক দৃশ্য তৈরি হয়েছে ফায়ার সার্ভিসের সদর দফতরে। উর্দিপরা আপৎকালীন কর্মীদের এই অপমান, অবমাননা করিয়েছেন সেই দফতরেরই ডিরেক্টর। এই ডিরেক্টরই সপ্তাহখানেক আগে বলেছেন, সরকারি ব্যবস্থাই অবিশ্বাস দিয়ে তৈরি। কর্মীদের ‘টার্মিনেশন’, ‘ডিসমিস’ করে দেবেন বলে ছিলেন। সরকারি কর্মীরা অন্যান্য

আপায়ন, ব্যবস্থাপনা করছেন এনজিও’র অনুষ্ঠানের জন্য, যেখানে দফতরের মন্ত্রী নিজেও ছিলেন। সরকারি অর্থে সরকারি দফতরের কর্মসূচিতে রাজনৈতিক সংস্থার নাম দিয়ে সেই সভায় মঞ্চ আলোকিত করলেন দফতরের মন্ত্রী। মন্ত্রী রামপ্রসাদ পালের একটি রাষ্ট্রবাদী সংগঠনের ব্যানার লাগিয়ে দমকল দফতরে রক্তদান শিবির করা হলো। শুধু তাই নয়, ওই মঞ্চে

হাজির করা হল সংস্থার কর্মকর্তা থেকে শুরু করে বিজেপির উচ্চ পদাধিকারীকেও। এমনভাবে সরকারি দফতর আর দল বা দলের অনুমোদিত কোনও সংস্থাকে একাকার করে দেওয়ার ঘটনা বুঝি এই আমলেই সম্ভব। আর রামপ্রসাদ পাল’র মতো মন্ত্রীর আছেন বলেই সম্ভবত এইগুলি সম্ভব হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ফায়ার অ্যান্ড ইমারজেন্সি ● এরপর দুইয়ের পাতায়

## চার্জ গঠনেই খুনে দোষী সাব্যস্ত আসামি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি আমবাসা, ১৬ ফেব্রুয়ারি। চার্জ গঠনের দিনেই অভিযুক্ত দোষী সাব্যস্ত হলেন। গুনারি আর দরকারই পড়েনি। ১০ ফেব্রুয়ারি চার্জ গঠনের দিনেই খুনের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন অভিযুক্ত, পাঁচদিন পর সাজা ঘোষণা হয়েছে। ধলাই জেলার অতিরিক্ত দায়রা বিচারক অশুমান চৌধুরীরা আদালতে এই নেনজির ঘটনা নিয়েছেন। ধলাই জেলার মনুঘাটের করমছড়া এলাকার জ্যোতিষ দেবনাথ (৫০) তার ছোটভাই-র দ্বী শিউলি দেবনাথ (২৫)-কে কুপিয়ে খুন করেছেন বলে অভিযোগ ছিল। তাদের বাড়ি প্রফুল্ল দেব পাড়ায়। ২০২১ সালের ৯ মে সকালে জ্যোতিষের ছোট ভাই প্রাণজিৎ দেবনাথ মনুঘাট বাজারে সবজির ● এরপর দুইয়ের পাতায়

## বিপদকালে সংস্কারপন্থীদের ডাক পড়লো সদর দফতরে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি। দল বাঁচাতে এবার যেন ভাজা কুলারও প্রয়োজন পড়লো। সরকারে আসার পর থেকে বিজেপি শাসনের এই চার বছরে যারা বারে বারে কথা বলতে চেয়েও সুযোগ পাননি, দলের তৎকাল নেতাদের কল্যাণে তারা প্রায় ব্রাতা হয়ে পড়েছিলেন। যে কারণে এই নেতারা চলছিলেন তাদের মতো করেই। প্রকাশ্যে যাদেরকে সংস্কারপন্থী নেতা বলে অভিহিত করা হয়েছে দল এদিন এদেরকে অচ্ছত মনে করলেও সুদীপ রায় বর্মণের দল ছাড়াই এই এদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে শুরু করলো দল। যার জেরে চার বছর অপাক্ষেপ থাকার পর ভোটের বছরে এই সংস্কারপন্থী নেতাদের নিয়ে টানা প্রায় চার ঘণ্টা

বৈঠক করলেন দলের রাজ্য সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা ও দমকল মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল। বুধবার বিকালে কৃষ্ণনগরের বিজেপি সদর দফতরে রণজয় দেব, মানিক দাস, তাপস ভট্টাচার্য, সুজিত বানার্জি, স্বপন অধিকারী সহ আরও বেশ কয়েকজন এই বৈঠকে হাজির ছিলেন। উল্লেখযোগ্যভাবেই বৈঠকে ছিলেন মন্ত্রীর সংস্কারপন্থী নেতা বর্তমানের মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল’ও। অনেকেরই বক্তব্য, রামপ্রসাদবাবুর ব্যবস্থাপনাতেই এদিনকার বৈঠক হয়েছে। উল্লেখ্য, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর দলের পুরোনো দিনের নেতা হওয়া সত্ত্বেও রামপ্রসাদ পাল কোনও গুরুত্বই পাননি। মূলত সে কারণেই সুদীপ বর্মণদের সঙ্গে জোট বেধে রামপ্রসাদবাবু দিল্লি অভিযান

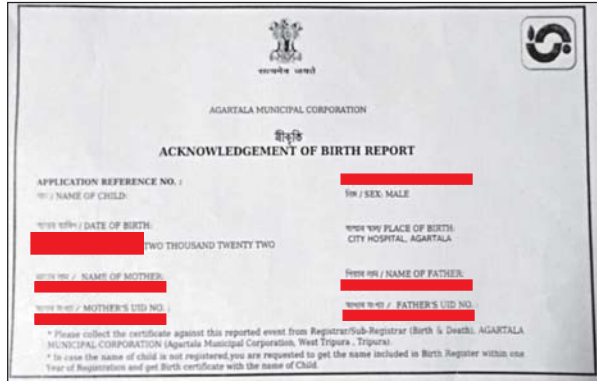
করেছেন বেশ কয়েকবার। রাজ্য নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা জানিয়ে দেখা করেছেন সর্বভারতীয় নেতৃত্বের সঙ্গেও। এর পরই সংস্কারপন্থীদের ঘর ভেঙে দিতে রামপ্রসাদবাবু এবং সুশাস্ত চৌধুরীকে মন্ত্রিসভায় নেয় দল। স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল হয়ে যায় সংস্কারপন্থী শিবির। যে কারণে সুদীপ বর্মণ এবং আশিস কুমার সাহা’দের দল ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন পথই খোলা ছিল না। সুদীপবাবুর দল ছাড়ার একদিন আগেও তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন সংস্কারপন্থী এই বিদ্রোহী নেতারা। কিন্তু সুদীপবাবুদের দল ছাড়ার কারণ হিসেবে বর্তমান নেতৃত্বকে ● এরপর দুইয়ের পাতায়

## নার্সিং হোম কেলেঙ্কারিতে পুর নিগম

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর, পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয় এবং আগরতলা পুর নিগম কর্তৃক এই তিনটি সরকারি প্রতিষ্ঠান মিলে সাম্প্রতিককালের অন্যতম একটি স্বাস্থ্য পরিষেবা বিষয়ক ঘটনায় নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছে। বিশেষ কোনও দুর্ভিত্তিকি নিয়েই হয়তো এমনটা হয়ে চলেছে। কেলেঙ্কারি এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, বিনা লাইসেন্সে শহরের অ্যাডভাইজার চৌমুহনিত্ত ‘সিটি নার্সিং হোম’ কর্তৃপক্ষ শিশু জন্মানোর পর আগরতলা পুর নিগম থেকে

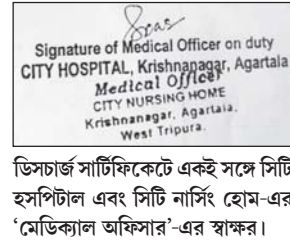
‘একনলেজম্যাট অফ বার্থ রিপোর্ট’ বের করে নিচ্ছে। শুধু তাই নয়, সেসব নথি বের করা হচ্ছে ‘সিটি হাসপিটাল’ নাম দিয়ে। ওই নার্সিং

হোমে যতসব রোগীরা যাচ্ছেন, প্রত্যেকের ডিসচার্জ সার্টিফিকেট, সিটি হাসপিটাল এবং সিটি নার্সিং হোম বলে দুটো সিল মারা হচ্ছে।

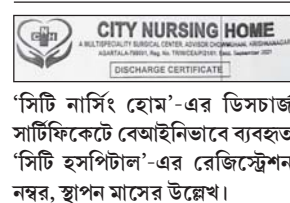


আগরতলা পুর নিগম থেকে ইস্যু করা জন্মের সার্টিফিকেটে লাইসেন্সবিহীন ‘সিটি হাসপিটাল’-এর নাম ঘিরে জন্মনমে বিশ্ময়।

কিন্তু সেই করছেন একজন ডাক্তার! এখানেই শেষ নয়, গত সেপ্টেম্বর মাসে পাওয়া একটি প্রবেশনাল এবং রাজ্য শাসক দলের প্রধান কার্যালয়ের ঢিল ছোঁড়া দুরূহে এই ঘটনাগুলো কিভাবে ঘটছে? নার্সিং হোমটির এহেন কেলেঙ্কারি আরেকটু বিস্তারিত দেখা যাক—



ডিসচার্জ সার্টিফিকেটে একই সঙ্গে সিটি হাসপিটাল এবং সিটি নার্সিং হোম-এর ‘মেডিক্যাল অফিসার’-এর স্বাক্ষর।



‘সিটি নার্সিং হোম’-এর ডিসচার্জ সার্টিফিকেটে বেকাইনিভাবে ব্যবহৃত ‘সিটি হাসপিটাল’-এর রেজিস্ট্রেশন নম্বর, স্থাপন মাসের উল্লেখ।

## এবার তেলের দায়িত্বেও

# সিষ্টার

## 57 Years of Experience

## সুন্ধ সোশ্যাল অডিট, ফাঁদে আটকে বরাদ্দ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। কেন্দ্রীয় থামোময়ন মন্ত্রকের নির্দেশকে উল্লেখ্যন করায় ত্রিপুরার সোশ্যাল অডিট ইউনিটে আগামী পাঁচ বছরের জন্য অর্থ বরাদ্দ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এমন আশঙ্কাই করছেন সংশ্লিষ্টরা। কারণ, সিএজি’র সোশ্যাল অডিট সম্পর্কিত বার্ষিক রিপোর্টের উপরই পঞ্চদশ অর্থ কমিশন আগামী পাঁচ বছরের জন্য সোশ্যাল অডিটের অর্থ বরাদ্দ করবে। কিন্তু সোশ্যাল অডিট ও সিএজি যৌথভাবে প্রতি মাসে একবার করে রিভিউ মিটিং করার কথা থাকলেও গত ১১ মাসে একটি রিভিউ মিটিংও হয়নি। অর্থাৎ সোশ্যাল অডিট সম্পর্কে সিএজি সম্পূর্ণ অন্ধকারে রয়েছে। ১১ মাসে ১১টি বৈঠকের জায়গায় একটি বৈঠকও অনুষ্ঠিত না হওয়ায় এবং সিএজি প্ররোপ্তি অন্ধকারে থাকায় পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের অর্থ বরাদ্দ সংক্রান্ত সুপারিশে স্বাভাবিকভাবেই সোশ্যাল অডিট তাদের মন্তব্য প্রদান থেকে বিরত থাকবে। আর এতে করে আগামী পাঁচ বছরের জন্য রাজ্য সোশ্যাল অডিটে অর্থ বরাদ্দ বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব যদি তার প্রভাব খাটিয়ে অর্থ বরাদ্দ করতে পারেন সেটা ভিন্ন বিষয়, তবে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বিষয়টি যে আটকে গিয়েছে তা প্রায় পরিষ্কার। অর্থ বছর শেষ হওয়ার আর মাত্র একমাস বাকি। কিন্তু সোশ্যাল অডিটে এখনও পর্যন্ত কোনও রিভিউ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়নি। আগামী মাসেও এমন কোনও বৈঠক হবে বলে এখনও পর্যন্ত ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। জানা গেছে, রিভিউ মিটিং না করার পেছনে মূল কারণই হলো সংগঠিত আর্থিক অনিয়ম এবং দুর্নীতি থেকে দেওয়া। রিভিউ মিটিং হলেও আর্থিক দুর্নীতি এবং অনিয়ম নিয়ে কথা উঠবে এবং সিএজি সোশ্যাল অডিট ইউনিটকে চেপে ধরবে। সেই ভয়েই রিভিউ মিটিং এড়িয়ে যাচ্ছে সোশ্যাল অডিট, এমনটা জানাচ্ছেন দফতরের আধিকারিকরাই। জানা গেছে, সোশ্যাল অডিট ইউনিট অধিকর্তা সুনীল দেববর্মা ইচ্ছাকৃতভাবেই এই রিভিউ মিটিং এড়িয়ে যাচ্ছেন। এক্ষেত্রে অবশ্য তিনি বগলদাবা করে রেখেছেন অসমুদ্রীয় দায়িত্ব।

## অবেশেষে ত্রিপুরার ওমিক্রন শনাক্ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। চলতি কোভিড এখন শেষের দিকে, শেষ পর্যন্ত ত্রিপুরা স্বাস্থ্য দফতর জানাতে পেরেছে ডিসেম্বরের শেষ থেকে জানুয়ারি মাসে এই রাজ্যে ওমিক্রন আক্রান্ত কোভিড রোগী ছিলেন। কোভিড বাড় শুরু হয়েছে দুই বছর পেরিয়ে গেছে, রাজ্যে এখনও জিনোম সিকোয়েন্স করার মত ব্যবস্থা নেই। রাজ্যের বাইরের ল্যাবরেটরিই ভরসা। জানুয়ারি মাসে দুই দফায় মোট ২৩১ নমুনা পাঠানো হয়েছিল। “ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত যে সমস্ত নমুনা ছিল, তাতে ছয় জন ওমিক্রন আক্রান্ত হয়েছিলেন বলে দেখা গেছে। মোট ৬৯ নমুনা থেকে ছয়টি ওমিক্রন। দ্বিতীয় দফায় জানুয়ারি’র মাঝামাঝি থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ের ১৬২ নমুনা পাঠানো হয়েছিল, তাতে ১২০ জন ওমিক্রন আক্রান্ত ছিলেন বলে জানা গেছে।” বলেছেন চিফ সার্ভিলেন্স অফিসার দীপ দেববর্মণ। “এখন বেঝা যাচ্ছে, সারা দেশের সাথে আমাদের রাজ্যেও ওমিক্রনই ● এরপর দুইয়ের পাতায়

## মুম্বাইয়ের রাস্তা রাজ্যে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। বিরানমুম্বাই মিউনিসিপাল কর্পোরেশন(বিএমসি)-র রাস্তা তৈরির পদ্ধতি ত্রিপুরায় আসতে পারে। একটি ওয়েবিনিয়ারে রাজ্যের প্রতিনিধিরা এই ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছেন। রাজ্যের রাস্তা খানা-খন্দে ভরে গেছে। কন্সট্রাকশন এলাকার রাস্তারও ছাল-বাকল উঠে গেছে অনেক জায়গায়। এখন প্রধানমন্ত্রী থামিণ সড়ক যোজনা’র (পিএমজিএসওয়াই) রাস্তা বিএমসি’র আল্টা বিন হোয়াইট টপিং (ইউটিডব্লিউ) পদ্ধতি আদালন করতে আগ্রহী বলে খবর। নাশনাল বর্ডাল ডেভেলপমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার এজেন্সি (এনআরআইডিএ) একটি ওয়েবিনিয়ারের আয়োজন করেছিল। বিএমসি’র ইঞ্জিনিয়ার বিশাল থোমবারে ২০১০ সালে আইআইটিতে গবেষণা করে ইউটিডব্লিউ আবিষ্কার করেন, তাতেই তিনি পিএইচডি করেছেন। ● এরপর দুইয়ের পাতায়

## ডিস্কো কিং বাপি চিরঘুমে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মুম্বাই, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। প্রাণোচ্ছল জীবনের সেলিশেশন কতটা রঙিন হতে পারে, তার বাঁধাড়া উদাহরণের নাম ‘বাপি লাহিড়ী’। গলায় একাধিক সোনার হার। চোখে রঙিন চশমা। এই সিগনেচার টিউনকে স্মৃতির পাতায় ডুবিয়ে, চিরতরে চোখ বুজলেন সঙ্গীতের জনপ্রিয় সাধক বাপি লাহিড়ী। ১৯৭৫ সালে ‘জয়মি’ সিনেমার জন্য গান রচনা করেছিলেন তিনি। গানের রেকর্ডিং-এর সময় তাঁর মা তাঁকে একটি সোনার হার দিয়েছিলেন। লাকটে লেখা ছিল, ভগবানের নাম। সেই শুরু। এই সোনার হারকেই তিনি তাঁর লাকি চার্ম বলে মানতেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে অন্য বহু বিশিষ্ট জন এদিন ডিস্কো কিং-এর প্রাণে শোক জ্ঞাপন করেছেন। ৬৯ বয়সে, কয়েকদিন ধরেই অসুস্থ থাকা এই সুরকার মুম্বাইয়ের এক হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মুম্বাইয়ের

ক্রিকেটার হাসপাতালের ডিরেক্টর ডা. দীপক নমবোশী জানিয়েছেন, বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন প্রবীণ সঙ্গীত পরিচালক। একাধিক শারীরিক সমস্যা ভুগছিলেন তিনি। ভর্তি হতে হয়েছিল ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে। সেখান থেকে সোমবার ছেড়ে দেওয়া হয় তাঁকে। কিন্তু মঙ্গলবার থেকে ফের তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে



থাকে। এরপরই তাঁকে ক্রিকেটার হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। জানা গেছে, সেখানেই মধ্যরাতে প্রাণ গটে প্রবীণ শিল্পীর। অবস্টাকটিভ

## যুব মোর্চার নেতা সিপিআই(এম)-এ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। শুধু বিধায়কদের নয়, যৌর কেটে যাচ্ছে কর্মীদেরও। কমলপুরে বিজেপি যুব মোর্চা নেতা গৌতম মালাকারের নেতৃত্বে সাতজন বিজেপি ছেড়ে সিপিআই(এম)-এ যোগ দিয়েছেন। তাদেরকে পাতাবাহারের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানানো হয়েছে। ভোট এগিয়ে আসছে, বিধায়করা বিজেপি ছেড়েছেন। আরও ছাড়বেন বলে শোনা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে সাধারণ কর্মীরাও যে সময় থাকতে যার যার পথ খুঁজে নিচ্ছেন, কমলপুরের গৌতম মালাকারদের সিপিআই(এম)-এ যোগদান তা-ই ইঙ্গিত করছে। বিজেপি ক্ষমতা থেকে সরে গেলে বাইক বাহিনী’র সৈনিকরা সমস্যায় পড়বেন বলে কথা বহু আগেই শুরু হয়েছে। কমলপুরে গত বছর সিপিআই(এম)’র এক প্রবীণ নেতাকে রাস্তায় ফেলে লাঠিপেটা করা হয়েছে। সেই ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হলেও ● এরপর দুইয়ের পাতায়

## সরকারি মদতে নোটারি অ্যাডভোকেটের দুর্নীতি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। চিকিৎসা ক্ষেত্রে ছাত্র ভর্তি নিয়ে আবারও দুর্নীতির অভিযোগ উঠলো মেডিক্যাল এডুকেশন অধিকরণের কর্মীদের বিরুদ্ধে। নোটারি আইনজীবীরা বুধবার এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন। তারা আগরতলায় মেডিক্যাল এডুকেশন কার্যালয়ে বিক্ষোভ দেখিয়ে এসেছেন। অভিযোগ, মেডিক্যাল এডুকেশন অফিস থেকে সব ছাত্রছাত্রীকে নোটারি করতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বয়ের কাছে। ৫০০ টাকার নোটারি করতে প্রতি ছাত্র থেকে ১৯০০ টাকা করে নিচ্ছেন এই নোটারি অ্যাডভোকেট। অন্ততপক্ষে ২৪০জন ছাত্রছাত্রী এবছর



মেডিকালের কোর্সে ভর্তি হচ্ছে। তাদের সবাইকেই বস্ত্র জমা দিতে বলা হয়েছে। এই বস্ত্র নোটারি অ্যাডভোকেট থেকেই করতে হবে। এই জন্য মেডিক্যাল এডুকেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা নাকি সব ছাত্রছাত্রীকে রজতের কাছে পাঠিয়ে দেয়। ৫০০ টাকার নোটারির জন্য ছাত্রছাত্রীদের জমা করতে হচ্ছে ১৯০০ টাকা। এইজন্য ছাত্রছাত্রীদের থেকে বাড়তি কামাই বয়ের ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা। তার নাম না করেই বুধবার মেডিক্যাল এডুকেশনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়ে এসেছেন নোটারি ● এরপর দুইয়ের পাতায়



## সোজা সাপ্টা বাম-রাম

রাজনীতিতে সব কিছুই সম্ভব। অর্থাৎ রাজনীতিতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। যদি এরাভো ভোট রাজনীতিতে কংগ্রেস এবং ত্রিপ্রা মথা-র জেট হয় তাহলে কি আড়ালে বামেদের হাত ধরবে বিজেপি? যদিও জাতীয় রাজনীতিতে বিজেপি-র সাথে বামেদের কোন আঁতাত বা সমঝোতার প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু আঞ্চলিক বা রাজ্যকেন্দ্রীক ইস্যুতে বাম ও বিজেপি-র মধ্যে আড়ালে জোট হতেই পারে। সুতরাং কংগ্রেস এবং মথা-র মধ্যে যদি কোন সমঝোতা হয় তাহলে রাজনৈতিকভাবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বামেরা এরাভো আড়ালে বিজেপি-র পাশে দাঁড়াতেই পারে। পুর ভোটের আগে হঠাৎ তৃণমূল উঠে এলেও এখন তৃণমূল চাপা পড়ে যাচ্ছে। তৃণমূলকে নিয়ে বিজেপি-র কোন লাভ হবে না। কংগ্রেস যত শক্তিশালী হবে বা কংগ্রেস-মথা যদি জোট হয় তাহলে বাম এবং রামের বিপদ বাড়বেই। এক্ষেত্রে কি বাম-রাম কাছাকাছি আসতে পারে? রাজনৈতিক মহলের দাবি, অসম্ভব কিছু নেই। সুদীপ-রা কংগ্রেসে ফিরে যাওয়ার পর বামেরা যেন হঠাৎ গুরুত্ব পাচ্ছে। বামেদের অনেক পার্টি অফিস খুলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। বাম নেতারা রাস্তায় নামছেন। শাসক দল বনাম বামেদের অপ্রাসঙ্গিক বাক্যযুদ্ধও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই সমস্ত বাক্যযুদ্ধ নাকি আসলে জনগণকে মজা দেওয়া। কেননা বাম যা বলছে রাম তার জবাব দিচ্ছে। আবার রামের জবাব দিচ্ছে বাম। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, এই সমস্ত ইস্যু মানুষের কোন কাজে আসবে না। আমজনতার মনে হচ্ছে, এখন বাম-রাম একে-অপরকে কাছে টানার জন্য অনেক অভিনয়, অনেক নাটক করবে। তবে মানুষ এগুলি বিশ্বাস না করলেই যে মহাসমস্যা।

## স্বাস্থ্য দফতরে নিয়মিতকরণ

●**আটের পাতার পর** - দফতরের কাজ জবাবে ভেসে যায় জিডিও পদে দৈনিক মঞ্জুরিতে এক দশকের বেশি সময় ধরে নিযুক্তদের নিয়মিতকরণের আর্জি। উচ্চ আদালতে রিট মামলার শুনানিতে নিয়মিতকরণেও সমকাজে সমবেতনের যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয় আবেদনকারীদের তরফ থেকে। দৃ-তরফে শুন্মানির পর প্রদত্ত রায়ে বিচারপতি স্পষ্ট পর্বেক্ষণ দিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিপরীতে অর্থ দফতরের নিয়মিতকরণ কেন অবস্থাতেই বিবেচনাযোগ্য নয় বলা হয়। উচ্চ আদালত রায়ে বলাছেন অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ বিবেচনা করে দেখা সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব। দৈনিক মঞ্জুরির ভিত্তিতে জিডিও পদে কর্মরতদের সমকাজে সমবেতনের ভিত্তিতে জিডিও পদের বেতনক্রমের সর্বনিম্ন স্তরে মঞ্জুর দেওয়ার সুস্পষ্ট আশ্রয় দিয়েছেন উচ্চ আদালত। প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি করে আবেদনকারীদের নিয়মিতকরণ নিয়ে বিবেচনাপ্রস্তুত সিদ্ধান্ত নেবার জন্য উচ্চ আদালত নির্দেশ দিয়েছে। আগামী তিন মাসের মধ্যে উচ্চ আদালতের রায়ে কার্যকরী করার সময়সীমা বৈধে দেওয়া হয়েছে। এই রায়ের ফলে জিডিও পদে নিযুক্তদের মঞ্জুরি প্রায় তিনগুণ বাড়বে বলে স্বাস্থ্য দফতর সুত্রের হিসাব। আবেদনকারীদের হয়ে দুটো রিট মামলা নাড়েছেন বরিশত আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মান, আইনজীবী সমরজিৎ ভট্টাচার্য, আইনজীবী কৌশিক নাথ, আরোহিতা দেববর্মী। উচ্চ আদালতের রায়ের ফলে নিয়মিতকরণ প্রকল্প বাতিলের সরকারি সিদ্ধান্ত বরাদ্দ প্রকটিহের মুখে পড়লো। অনিয়মিত কর্মচারীরা বার্ষিকশক বা অধিক সময় ধরে কর্মরত তাদের নিয়মিতকরণ বিবেচনাযোগ্য নয় মন্তব্য করা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের স্পষ্ট উল্খনন বলে উচ্চ আদালতের পর্বেক্ষণে নিয়মিতকরণ বর্ষিহতদের জন্য আশার আলো বলে অভিহিত করেছেন তথ্যাজিহ্নাঙ্কহ।

## অ-ফুটবল রোমাঞ্চের পরাজয় গাঁথা

●**সাতের পাতার পর** এগিয়ে যায় এগিয়ে চল সংঘ। রেফারি বিশ্বজিৎ দাস-র দুর্বল পরিচালনা আগাগোড়াই ম্যাচকে আশঙ্কার মধ্যে রেখেছিল। ৬৫ মিনিটে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়ে দেখা দিলো ম্যাচ। এগিয়ে চল সংঘের পরিবর্ত ফুটবলার জাগেতারা ডার্নি বিপজ্জনকভাবে পড়ে রামকৃষ্ণ স্লাবের বিকাশ ত্রিপুরা করে। এরপর রামকৃষ্ণ স্লাবের কুমার শতনাম ঘোষ এগিয়ে আসে। এরপরই জাগেতিয়া লাথি মারে বিকাশ-কে। রেডে দেখনি শতনামও? নিমিষের মধ্যেই দুই দলের ফুটবলারা কুফু, ক্যারারটেতে জড়িয়ে পড়ে। যে যেভাবে পারছে পর-পরকে লাথি, চড়, ঘুসি মেরেছে। শুধু তাই নয়, এক ফুটবলার অন্য এক ফুটবলারের বুকে কামড়ও বসিয়ে দিয়েছে। ঘৃসিতে এক ফুটবলারের দাঁত পড়ে গিয়েছে। দুই দলের রিজার্ভ বৈশেষ ফুটবলার, ম্যানেজারও এতে জড়িয়ে পড়ে সক্রিয়ভাবে। নিজেদের মধ্যে মারামারির পাশাপাশি চার রেফারিকেও বিভিন্নভাবে হেনস্তা করলো দুই দলের ফুটবলারা। যদিও প্রকৃত কারণটা কারোর জন্য নেই। কার্ড দেখানোর ব্যাপারে রেফারি বিশ্বজিৎ দাস এতটু গুরুত্মিন করেছিলেন। বলা যায়, এই ঘটনাটিই ম্যাচকে আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠে। প্রাথমিক হাতাহাতির পর সঙ্গে সঙ্গেই যদি লাল কার্ড বের করতো রেফারি তবে বিয়াট। এতদুর গল্পতো না। এমনটাই অভিযোগ মাঠে উপস্থিত দর্শকদের। রামকৃষ্ণ স্লাবের প্রশ্রয় ম্যানেজার রতন বেব রেফারি বিশ্বজিৎ দাস-র উপর চড়াও হন। তাকে লাল কার্ড দেখিয়ে গ্যালারিতে বসার আদেশ দেয় বিশ্বজিৎ। ওদিকে মাঠের বাইরে থেকে রামকৃষ্ণ স্লাবের কর্মকর্তারা বলতে থাকে, ম্যানেজার যাতে রিজার্ভ বেঞ্চেই বসে থাকে। এরপর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলো। দুই দলের ফুটবলারাই মাঠে নিজেদের সীমাতে দাঁড়িয়ে থাকলে। রেফারিও যথারীতি প্রস্তুত। কিন্তু ম্যাচ আর হাননি। ফিফা-র গডউলনই অনুমায়ী লাল কার্ড দেখে কোন ফুটবলার, কোচ বা ম্যানেজারকে গ্যালারিতে বসতে হবে। মাঠে থাকা চলবে না। কিন্তু রামকৃষ্ণ স্লাবের ম্যানেজার মাঠেই বসেছিলেন। রেফারিদের বক্তব্য, এই অবস্থায় ম্যাচ পরিচালনা করা অসম্ভব। দ্বিতীয়ারের ৪৫ মিনিট শেষ হওয়ার পর রেফারিরা মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে আসে। এবার আরও এক দফা বিতর্ক। এগিয়ে চল সংঘের কোচ সুজিত হালদার রেফারিকে চ্যালেঞ্জ করেন, কেন ম্যাচ শেষের বীশি বাজানো হলো না? এরপর চিচাটারির প্রথা মেনে রেফারিদের মার পাওয়ার পালা। রামকৃষ্ণ স্লাবের সমর্থকরা গোটাের সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে পড়ে। তখন রামকৃষ্ণ-র এক কর্মকর্তা অমিত দত্তে নিজে রেফারিদের নিরাপত্ত দিয়ে মাঠ থেকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। তবে তার সেই চেষ্টায় কাজ হলো না। রেফারিদেরে কপালে ছিল মার হজম করা। সেটাই হলো। রামকৃষ্ণ স্লাবের সমর্থকরা এলোপাথারি ফিফা-ঘুসি মেরে গেলো রেফারিদের। মার খাওয়ার পর এক রেফারি স্পষ্ট বলে দিলেন, এই দ্বন্দ্বের তো বটেই ভবিষ্যৎ-এও আর রেফারিং করাবে কি না তা নিয়ে ভাবতে হবে। শুক্টা করছেলি এগিয়ে চল সংঘ। শেষ করলো রামকৃষ্ণ স্লব। এককথায় রক্তা রক্তা ফুটবলে যেক্টু গরিমা অবশিষ্ট ছিল তা ধূলিসাৎ হয়ে গেলো এদিন। যুগ যুগ ধরে ফুটবল রোমাঞ্চের অজহ জয়গাথা রচিত হয়েছে। আর এদিন উমাকান্ত মাঠে রচিত হলো অ-ফুটবল রোমাঞ্ছের নগ্ন রূপ।

### বাড়ি লুণ্ঠানি ফাউট

●**আটের পাতার পর** - এনেছিলেন। শিক্ষিকা বাড়িতে আসার পরই ঘটনাটি জানাজান হয়। দিন্দাপুরে চুরির ঘটনার খবর পেয়ে বিলেনিয়া থানার পুলিশ তাদের বাড়িছুটে আসে। পুলিশ আসার পরই পর্বর্বেক্ষণ করে অভিযোগ নিয়ে যেখান থেকে ফিরে যায়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ঘটনার সাথে জড়িত কাউকেই গ্রেফতার করা যায়নি। বিলেনিয়া শহরের উপকন্ঠে অবশেষে চোরেরে দল লুণ্ঠিপা চালানো তা আশোই নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বড়সড় প্রশ্চছই একে দিয়েছে। নাগরিকরা চাইছেন এ ধরনের ঘটনার সাথে যারা যুক্ত তাদের অবিলম্বে গ্রেফতার করা হোক। তবে পুলিশ কঠো সঙ্কম হবে এ নিয়েও জনমনে সশয় আছে।

### উত্তেজনা

●**আটের পাতার পর** - অবৈধ দলদলের জন্য প্রায়ই যানচট্ট সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই যানচট্ট দুর করতে নেই আইনি পদ্ধতাবলীরে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। এদিন সন্ধ্যায় অটো চালকদের সরানোর পর বাইশের ব্যারিকেড তৈরি করে দেওয়া হয়। কুলডেজার দিয়ে রাস্তার এক পাশও কটা হয়। এমনভাবেই কটা হয় যে অটো নিয়ে কেউপ্রশ্নে করতে পারবেন না। কিন্তু এদিন উচ্ছেদ অভিযানের মাঝে কিছু অটো চালকদেরে আক্রমণেরমুখে পড়েন একচিহ্ন সাংবানিক। তাকে শারীরিকভাবে হেনস্তা করা হয়। এই ঘটনার ক্ষুব্ধহয়েপড়েন সাংবানিকমহলও। অভিযুক্তদেরবিরুদ্ধেবাস্তব নেওয়ারও দাবি উঠেছে। অভিযুক্ত চাল চালকদেরে হোয়া ক্যামেরায় বন্দি হয়েছে।

### টেকনিক

●**সাতের পাতার পর** গেছে। রামকৃষ্ণ স্লাবের এক ফুটবলার ধরাজ তামাং-কেবুকে কামড়ে দিয়েছে এগিয়ে চল সংঘের এক ফুটবলার। আবার এগিয়ে চল সংঘের এক ফুটবলারকেও কামড় খেতে হয়েছে।সহজেই বলা যায়, এবার উমাকান্ত মাঠেও এই কামড়ের প্রশঙ্গী দেখা যাবে।

### খুনে দোষী স্যাব্যস্ত আসামি

●**প্রথম পাতার পর** দোকান করতে চলে যান, তার স্ত্রী শিউলি গুরু চড়াতে মাছলি ছড়ার পাড়ে যান। দশটা নাগাদ জ্যোতিষ দা নিয়ে অতর্কিত হামলা চালান। ঘটনাস্থলেই মারা যান শিউলি দেবনাথ। মনুভূট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করে এবং প্রাথমিক প্রমাণের ভিত্তিতে গ্রেফতার করে জ্যোতিষকে। প্রাণজিৎ খুনের অভিযোগ এনে থানায় মামলা দায়ের করেন। মনুভূট থানায় মামলার নম্বর ১৮/২০২১। মামলার তদন্তকারী অফিসার সার-ইনস্পেক্টর জোনালানা হালাম তদন্তে নেমে জানতে পারেন, পৈতৃক সম্পত্তিনিয়ে জ্যোতিষের সাথে তার ভাইদের দীর্ঘ দিনের বিবাদ। সেই জেরেই খুন। তিনি তদন্ত করে মোট ২৭ জনকে সাক্ষী করে ভারতীয় দর্ভবিধির ৩০২ নং ধারায় জ্যোতিষের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট জমা করেন ৩১ জুলাই ২০২১ ই়ে তারিখে। গত ১০ ফেব্রুয়ারি ধলাই জেলা অতিরিক্ত দায়রা আদালতে চার্জ গঠন হয়। আদালতের সামনে নিজের অপরূহ স্বীকার করে নেন অনভিযুক্ত জ্যোতিষ দেবনাথ। তারপর আর শুনানির প্রয়োজন পড়েনি। বিচারক অণ্ডনাম চৌধুরী সেদিনইে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি সাজা নিয়ে শুনানির পর যাবজীবন কারাবাসের আদেশ দেন আদালমকে। মামলাটিতেক নিয়ে আদালত চত্বরে আইনজীবীদের কৌতূহলের শেষ নেই। প্রত্যেক আইনজীবীই নিজের মতো করে এর আইনি ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। বাদী পক্ষে মামলাটি পরিতালনা করছেন আইনজীবী ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী, এবং বিবাদী পক্ষে ছিলেন আইনজীবী শান্তনু ঘোষ।

### কারাগারে সরকারি কর্মচারী

●**আটের পাতার পর** - অভিভূতেরে সঙ্গে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন তিনি। পদেপদী সময়ে তাদের সামাজিক বিয়ে দেওয়া হয়।বিয়ের কিছুদিন পরইরূপনের উপর অত্যাচার শুরু হয়। অভিভিৎ নিজে সরকারি কর্মচারী।এরপরও স্ত্রীকে বাড়ি থেকে টাকা আনতে চাপ দিতে থাকে।গতবছর ১৪ অক্টোবর রূপনাকে বিবাহান করতে বাধ্য করা হয়। তাকে প্রায় তিন ঘণ্টা দেরি করে জিবিপি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানেই মারা যান এই গৃহবধূ। এই ঘটনা ঘিরে এয়ারপোর্ট থানায় একটি মামলা নীলভূক্ত করা হয়। পুলিশ তদন্ত করে জানতে পারে পেশে চাপেই আত্মহত্যা করেছেন রূপন। তাদের পর পুলিশ গ্রেফতার করে অভিভিৎকে। বুধবার অভিভিৎকে পশ্চিম জেলার সিজএম আদালতে হাজির করেন এনসিদি-র এসডিপিও পারমিতা পাণ্ডে। আদালত এই ঘটনায়

অভিভিৎকে দুদিনের পুলিশ রিমাণ্ডে পাঠিয়েছে। এই ঘটনায় মামলা করা হয়েছে অভিভ বিশ্বাস, কিরণ বিশ্বাস এবং টিংকু বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। তাদের সবার বাড়িই গান্ধীগ্রামের এমসি টিলায়।

### চিরঘুমে

●**প্রথম পাতার পর** গিয়েছে। তথাকথিত ধর্মঘৃণ শেষ হয়ে গিয়েছে। ঠিক সেই সময়ই একবারেভিন্ন আদালজে রুপোলি পর্দায় জাদু বিলোলেন এক বঙ্গসন্তান। তিনি মিঠুন চক্রবর্তী। আর তাঁর কণ্ঠে গেয়ে উঠালেন আরেক বঙ্গতনয়। বাণি লাহিড়ী। ‘আই আন্য ডিস্কো ডলার’ হোক কিংবা ‘হিাদা আ রাহা হায়’- ‘ডিস্কো ডলার’ তৈরি করে দিল এক নয়া যুগ। সমসাময় তকে অনেক সময় ‘অপসংস্কৃতি’ বলে নাক সিঁকালেনও তরুণ প্রজন্ম সেই গানেই খুঁজে পেল নিজের বুকের ভিতরে বহীতে থাকা সমকালেরে হৃদস্পন্দন।

### রহস্য মৃত্যু

●**আটের পাতার পর** - পরবর্তী সময় কদমতলা থানার পুলিশও সেখানে ছুটে আসে। নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কদমতলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। এদিন তার মৃতদেহ কদমতলা হাসপাতালে রাখা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, নাবালিকার মৃত্যুর ঘটনাটি আত্মহত্যা নাকি অন্য কিছু? পুলিশ যদি সঠিকভাবে তদন্ত করে তাহলে অবশিৎ কর্ত্তা বেরিয়ে আসবে। যদি নাবালিকা আত্মহত্যা করে থাকে তাহলে এর পেছনেও কোন কর্ত্তা থাকবে। তাই সবাই পুলিশের কাছে দাবি জানিয়েছেন ঘটনার স্ঠু তদন্ত করা হোক।

### স্ত্রীকে হত্যা

●**আটেরপাতারপর** - তারউপরআঙুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অগ্নিপঙ্খ অবস্থায় প্রথমে কালপূর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেওয়া হয়। সেখান থেকেপাঠানো হয় কুলাই হাসপাতালে। কুলাই থেকে জিবিপি হাসপাতালে আনার পর বুধবার ভোর পাঁচটা নাগাদ মারা যান তিনি। পরিবারের লোকজন এটা হত্যা বলেই দাবি করেছেন। ঘটনায় স্ঠু তদন্তেরও দাবি তুলেছেন।

### বিজেপি নেতা

●**আটেরপাতারপর** - তারপ্রাণরক্ষ করা যায়নি। জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসার পর তাকেমৃতবলে ঘোষণা করা হয়।বিজেপি নেতার মৃত্যুতে এলাকার শোকের আবহ বিরাজ করে।দুর্ঘটনারখবরপেয়েঅনেকেই নিজহৃদেরে বাহিত্তে ছুটে আসেন। তার পরিবারের লোকজনও থানার পর খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসে। উল্খন্য, মন্দলবার রাতেই কুমারভাট্ট আরও এক মর্মসঙ্ক্রিয়না দুর্ঘটনায় কৃষি দফতরের এক কর্মচারীর মৃত্যু হয়েছিল। গত ২৪ ঘটায় কুমারভাট্ট মহকুমায় যান দুর্ঘটনায় পর পর দুইজনের মৃত্যু হয়।

### ধাক্কায় মৃত্যু

●**আটের পাতার পর** - বিলেনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসে। বুধবার সকালে ময়নাতদন্তের পর ভারত ত্রিপুরার মৃতদেহ তার পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় অবশ্যভবিষ্যৎ নিয়ে রামকৃষ্ণ স্লাবের কুমার শতনাম ঘোষ এগিয়ে আসে। এরপরই জাগেতিয়া লাথি মারে বিকাশ-কে। রেডে দেখনি শতনামও? নিমিষের মধ্যেই দুই দলের ফুটবলারা কুফু, ক্যারারটেতে জড়িয়ে পড়ে। যে যেভাবে পারছে পর-পরকে লাথি, চড়, ঘুসি মেরেছে। শুধু তাই নয়, এক ফুটবলার অন্য এক ফুটবলারের বুকে কামড়ও বসিয়ে দিয়েছে। ঘৃসিতে এক ফুটবলারের দাঁত পড়ে গিয়েছে। দুই দলের রিজার্ভ বৈশেষ ফুটবলার, ম্যানেজারও এতে জড়িয়ে পড়ে সক্রিয়ভাবে। নিজেদের মধ্যে মারামারির পাশাপাশি চার রেফারিকেও বিভিন্নভাবে হেনস্তা করলো দুই দলের ফুটবলারা। যদিও প্রকৃত কারণটা কারোর জন্য নেই। কার্ড দেখানোর ব্যাপারে রেফারি বিশ্বজিৎ দাস এতটু গুরুত্মিন করেছিলেন। বলা যায়, এই ঘটনাটিই ম্যাচকে আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠে। প্রাথমিক হাতাহাতির পর সঙ্গে সঙ্গেই যদি লাল কার্ড বের করতো রেফারি তবে বিয়াট। এতদুর গল্পতো না। এমনটাই অভিযোগ মাঠে উপস্থিত দর্শকদের। রামকৃষ্ণ স্লাবের প্রশ্রয় ম্যানেজার রতন বেব রেফারি বিশ্বজিৎ দাস-র উপর চড়াও হন। তাকে লাল কার্ড দেখিয়ে গ্যালারিতে বসার আদেশ দেয় বিশ্বজিৎ। ওদিকে মাঠের বাইরে থেকে রামকৃষ্ণ স্লাবের কর্মকর্তারা বলতে থাকে, ম্যানেজার যাতে রিজার্ভ বেঞ্চেই বসে থাকে। এরপর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলো। দুই দলের ফুটবলারাই মাঠে নিজেদের সীমাতে দাঁড়িয়ে থাকলে। রেফারিও যথারীতি প্রস্তুত। কিন্তু ম্যাচ আর হাননি। ফিফা-র গডউলনই অনুমায়ী লাল কার্ড দেখে কোন ফুটবলার, কোচ বা ম্যানেজারকে গ্যালারিতে বসতে হবে। মাঠে থাকা চলবে না। কিন্তু রামকৃষ্ণ স্লাবের ম্যানেজার মাঠেই বসেছিলেন। রেফারিদের বক্তব্য, এই অবস্থায় ম্যাচ পরিচালনা করা অসম্ভব। দ্বিতীয়ারের ৪৫ মিনিট শেষ হওয়ার পর রেফারিরা মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে আসে। এবার আরও এক দফা বিতর্ক। এগিয়ে চল সংঘের কোচ সুজিত হালদার রেফারিকে চ্যালেঞ্জ করেন, কেন ম্যাচ শেষের বীশি বাজানো হলো না? এরপর চিচাটারির প্রথা মেনে রেফারিদের মার পাওয়ার পালা। রামকৃষ্ণ স্লাবের সমর্থকরা গোটাের সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে পড়ে। তখন রামকৃষ্ণ-র এক কর্মকর্তা অমিত দত্তে নিজে রেফারিদের নিরাপত্ত দিয়ে মাঠ থেকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। তবে তার সেই চেষ্টায় কাজ হলো না। রেফারিদেরে কপালে ছিল মার হজম করা। সেটাই হলো। রামকৃষ্ণ স্লাবের সমর্থকরা এলোপাথারি ফিফা-ঘুসি মেরে গেলো রেফারিদের। মার খাওয়ার পর এক রেফারি স্পষ্ট বলে দিলেন, এই দ্বন্দ্বের তো বটেই ভবিষ্যৎ-এও আর রেফারিং করাবে কি না তা নিয়ে ভাবতে হবে। শুক্টা করছেলি এগিয়ে চল সংঘ। শেষ করলো রামকৃষ্ণ স্লব। এককথায় রক্তা রক্তা ফুটবলে যেক্টু গরিমা অবশিষ্ট ছিল তা ধূলিসাৎ হয়ে গেলো এদিন। যুগ যুগ ধরে ফুটবল রোমাঞ্চের অজহ জয়গাথা রচিত হয়েছে। আর এদিন উমাকান্ত মাঠে রচিত হলো অ-ফুটবল রোমাঞ্ছের নগ্ন রূপ।

### আটকে বরাদ্দ

●**প্রথম পাতার পর** দফতরের নির্দেশে মোতাবেক যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ডিসেঞ্জ কাউন্সিলে সোশ্যাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে সেইসব গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ডিসেঞ্জ কাউন্সিল সোশ্যাল অডিটের গতি প্রকৃতি, কোয়ালিটিপদক্ষেপ আরেবলগারের সক্রোত্ত বিবরণে মাসে একটি করে রিডিউ মিটিং হওয়ার কথা। গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের আয়োজক সচিবালয়ে ১০ নং ধারার ১ এবং ১১ উপধারায় তা স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। যেখানে সে সোশ্যাল অডিটেরে গুণগতমান পর্যালোচনা করে জট বিবৃতি চিহ্নিত করা হয়। শুধু তাই নয়, প্রতি বছর একেকটি গ্রাম পঞ্চায়েত কিংবা ডিসেঞ্জ কাউন্সিলে তদুইবার করে সোশ্যাল অডিট করানোর কথা রয়েছে। কিন্তু কার গোয়ালে কে খোঁচা দেয়? সোশ্যাল অডিট ইউনিটের অধিকর্তা সুনীল বেববর্মী এইসবের ধারে-কাছেও না গিয়ে তিনি পুরোপুরি রিভিউমিটিংই বন্ধ করে দিয়েছেন। দরকার নেই রিট্রাটিউ খুঁজে বের করার। দরকার নেই কেলেঙ্কারির হদিশ পাওয়ার। দরকার নেই সিএজিওকে ডেকে আনার এবং রিডিউ মিটিং করার। যা চলছে এবং যেমনভাবে চলছে সেভাবেই চলুক। কখনও যদি ঝড় আসে তাহলে তা সামালানোর দায়িত্ব উপমুখামুখী যীঘু দেববর্মার। কারণ, তার নির্দেশেই সুনীল বেববর্মী এবদ করে চলেছেন। মূলত সে কারণেই অবসরপ্রাপ্ত টিসিএস অধিকারিক তথা সোশ্যাল অডিটের অধিকর্তা সুনীল বেববর্মী নির্ভর। কেলেঙ্কারির দায়ে তার দেশের আটকানোর আশঙ্কাও তিনি করেন না। কর্ত্তা মথার উপরে যীঘু দেববর্মী রয়েছে। তিনিইই সব মামলা নেননি। কিন্তু সিএজির সুপারিশ না থাকলে তারা বছরের জন্য সোশ্যাল অডিটের বরাদ্দ আটকে গেলে যীঘুবাবু কি করবেন সেই বিষয়টি অবশ্য সুনীলবাবুর ভাবনার বাইরে।

### সিপিআই(এম)-এ

●**প্রথম পাতার পর** পুলিশ এখন পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। সারা রাজোই বিরোধী নেতা-কর্মীরা আক্রান্ত হলে পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয় না। পত্রিকা অফিস আক্রমণেও পুলিশ কার্যকর কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। অনাদিকি সিপিআই(এম) জোয়র কদমে বন্ধ করে দেওয়া পার্টি অফিসগুলি খুলতে শুরু করেছে, আবার তাদের পার্টি অফিসে আঙুন লাগানোও থামে নেই। তবে বিধানসভা ভোটের এখনও এক বছর বাকি, কিন্তু শাসক জোট ছেড়ে বিদায়করা চলাচ্ছেন, এমনটা আগে কখনও ত্রিপুরায় হয়নি।

#### বাপ্পি লাহিড়ী?

●**ছয়ের পাতার পর** সিগনেচার করে ডুলেটেলোর বাপ্পি লাহিড়ী? এর উত্তরে পেতে আমাদের পছিন্বে যেতে হবে তাঁর কেরিয়াবেরে একেবারে গোড়ার দিকে। ১৯৭৫ সালে মুক্তি পেয়েছিল ‘জখমি’।

## ডাক পড়লো সদর দফতরে

●**প্রথম পাতার পর** কাঠগাড়ায় তুললেও সুদীপবাবুরা রাজনীতিগতভাবে বিজেপিকে পরাস্ত করতে পারবেন না বলেই সামাজিক মাধ্যমে মন্তব্য করেছেন। সংস্কারপন্থী নেতারা কংগ্রেসে যোগ না দিলেও তারা যে আগামীদিনে দলের জন্য কটা ছেয়ে উঠতে পারেন এই কথা বর্তমান নেতৃত্বকেও বুঝিয়েছেন। একসময় সেই শিবিরে থাকা বর্তমানের মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল। সে কারণেই এতদিন যাদেরকে ভাঙ কুলা বলে মনে করেছিলো দল, যাড়ের কাছে গরম নিশ্বাস টের পেয়ে এবার তাদেরকে ডেকে প্রায় চার ঘণ্টা বৈঠক করলেন দলের সভাপতি। এত দীর্ঘ সময়িক আলোচনা হলো কি এমন কথা ছিলো যে চার ঘণ্টা ধরে বহিতে হলো। বৈঠক থেকে বেরিয়ে সংস্কারপন্থী কোনও নেতাই এ ব্যাপারে মুখ খুলেননি। শুধু বলেছেন, সাংগঠনিক বিষয়ে তারা আলোচনা করেছেন। তবে বিশ্বস্ত সুত্রের খবর, সংস্কারপন্থী নেতারা এদিন দলের সভাপতিকে জানিয়েছেন দল ইচ্ছা করলেই সুদীপবাবুদেরকে দলে রেখে দিতে পারতো ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়ে। এতে দলের সামনে কোনও বিপদ আর থাকতো না। সংস্কারপন্থী নেতারা মনে করেন, দল ইচ্ছাকৃতভাবেই চেয়েছিলো সুদীপবাবুরা দল ছেড়ে চলে যান। কিন্তু এতে লাভের চাইতে ক্ষতিই বেশি হয়ে গেলো। নিশ্চিতভাবেই সুদীপবাবুরা বিজেপির ভোট ব্যাঞ্ছ থাবা বসানো। যে ভোট ব্যাঞ্ছ আসলে বম বিরোধী ব্লোটসি ভোট যা কোনও কাঙ্েই বিজেপির ছিলো না, সুদীপবাবুদের ভোট কাটাকাটরি ফলে বিজেপির বিপদ বেড়ে বামেদের সুযোগ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রক্ট। কারণ, বিজেপি নেতৃত্ব মানুক আর না মানুক, গোটা রাজোই যে সুদীপবাবুদের প্রভাব রয়েছে এই কথা এদিন সংস্কারপন্থী নেতারা দলীয় সভাপতির কাছে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে যা হওয়ায় হলে গেছে, এখনও দলে যারা আছেন তাদেরকে উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে দলের ভেবে দেখার জন্যও সংস্কারপন্থী নেতারা পরামর্শ দিয়েছেন। যতদুর জানা গেছে, শ্রমই সংস্কারপন্থী নেতাদের কয়েকজনকে বিভিন্ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান পদে পুনর্বাসন দেওয়া হতে পারে।

## নোটারি অ্যাডভোকেটের দুর্নীতি

●**প্রথম পাতার পর** অ্যাডভোকেটেরা। তাদের বক্তব্য, চিকিৎসা ক্ষেত্রে বন্ধ করতে পারেন সব নোটারি অ্যাডভোকেটেরাই। প্রত্যেক নোটারি অ্যাডভোকেটের লাইসেন্সের একই মূল্য। কোনও কোনও আইনজীবীকে কেন্দ্র থেকে সরাসরি নোটারির লাইসেন্স দেওয়া হয়। আবার রাজ্যের আইন দফতর থেকেও লাইসেন্স দেওয়া হয়। অঞ্চ মেডিক্যাল এডুকেশনের কর্মীরা বুঝিয়ে দিচ্ছেন কেন্দ্র থেকে লাইসেন্সপ্রাপ্ত জনৈক নোটারি অ্যাডভোকেটের কাছ থেকেই বন্ধ করে আনতে হবে। যে কারণে অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীরা বাধ্য হয়েই তাদের বন্ধ করতে ছুটে যেতে হয় বরোর কাছে। বার-এর দ্বিতীয় তালার বসে বসবাবু প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর বন্ধ করিয়ে দিচ্ছেন। এজন্য ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে বাড়তি টাকাও গুনে নিচ্ছেন। গত বছরও একই ধরনের কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু এবছর এই কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন নোটারির অ্যাডভোকেটেরা। বুধবার অল ত্রিপুরা নোটারি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে অসীম বন্দোপাধ্যায়, রাজীব গোস্বামী, পার্থ সাহা, দুলাল দেব, সুজিত তারন'রা মিলে মেডিক্যাল এডুকেশনের সুপারের কাছে ডেপুটেশন দিতে যান। অসীমবাবু জানান, চিকিৎসা ক্ষেত্রে ভর্তির জন্য যে বন্ধ করতে হয় এটি করতে ২০০ টাকার স্ট্যাম্প, ২০০ টাকার রন্ড-সহ বারের সিল প্রয়োজন। সব মিলিয়ে ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা লাগবে। অঞ্চ ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ইচ্ছেমতো টাকা নেওয়া হচ্ছে। এটা আইনবিরুদ্ধ। নোটারি করতে গেলে কত টাকা রাখা যাবে তা সংসদে ঠিক করা হয়। গোটা দেশেই একই রেট-চা। কিন্তু এখানে আগরতলায় বন্ধেই ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অনেক বেশি টাকা নেওয়া হচ্ছে। এসব বিষয়ে মুখ খুলেছেন অসীমবাবুরা। তারা অভিযুক্ত নোটারির নাম না নিলেও বুঝিয়ে দিয়েছে বারের দ্বিতীয় তালায় বসে কি ধরনের দুর্নীতি হচ্ছে। প্রসঙ্গত, গত বরর আখাউড়া রোডে বসাবাবু বাড়িতেই নোটারির সিলমোহর নিয়ে মেডিক্যালের ভর্তি হতে যাওয়া ছাত্রছাত্রীরা লাইন ধরেছিলেন। তখন সিলমোহরের জন্য ১২০০ টাকা করে দিতে হচ্ছিল তাদের। আর নোটারি করতে খরচ করা হয়েছে ১৯০০ টাকা। এই ঘটনায় প্রতিবাদে মুখবর হয়েছেন নোটারি অ্যাডভোকেটেরা। অন্যদিকে, নোটারি অ্যাডভোকেটদের দাবি মানাতে নারাজ রাজ্যের মেডিক্যাল এডুকেশন অধিকরণের সুপার। তিনি পরিদ্বার জানিয়ে দেন, বন্ধ কার থেকে করবেন তারা এনিম্বে কোনও ছাত্রছাত্রী বা অভিভাবকদের কিছু বলেন না। এটা যে যার মর্জি মতো করে আনেন। এমনকী অফিসের কোনও লোক এই কাণ্ডে জড়িত তাও স্বীকার করতে চাননি মেডিক্যাল শিক্ষা অধিকরণের সুপার। প্রসঙ্গত, ডাক্তারি পড়তে গেলে ছাত্রছাত্রীদের নোটারি হাফসলিমা করে অস্ততপক্ষে ৫ বরর ত্রিপুরা সরকারের অধীনে চাকরি করবেন বলে বন্ধ চল দিতে হয়। ৫ বছর চাকরি না করলে জরিমানা দিতে হয়। এই বন্ধ করতে রাজ্যের চিকিৎসা বিজ্ঞানে পড়তে যাওয়া ছাত্রছাত্রীদের প্রচুর টাকা খরচ করতে হচ্ছে।

## উর্দিপরা সরকারি কর্মচারী

●**প্রথম পাতার পর** সার্ভিস দফতরের মন্ত্রী হয়েছেন রামপ্রসাদ পাল। তার দফতরের একটি রক্তদান শিবির করার আয়োজনকে মন্ত্রী যেভাবে বেসরকারি সংস্থা কর্মসূচি বানিয়ে দিলেন তা নিয়ে সাধারণ্যে হাস্যহাসি শুরু হয়েছে। দফতরের সার্ভিসের বলা হয়েছে দফতরের রক্তদান শিবির'র আয়োজন সহযোগিতায় ছিল বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ। এই বিচার শব্দটি আইন আদালত কিংবা থাপ পঞ্চায়েতের নয়। বিচার মঞ্চ মানে ভাবনা। যেহেতু রাষ্ট্রবাপী ভাবনায় এই সংগঠনের জন্য তাই আখা হিদি আখা থালো এই ক্ষেত্রেও আশংক্য হয়েছে। সার্ভিসের মেগা রক্তদান শিবিরের সহযোগিতায় কেন এইরকম একটি বেসরকারি সংস্থাকে নেওয়া হবে তা ব্যাখ্যা নেই। তবে বিকাশ দুইটা থেকে চারটা এই সময়ে রক্তদানের জন্য ইচ্ছক কর্মীদের খুব থেকে ছাড় দিতে বলা হয়েছে। যথারীতি তার বক্ত দিতে বসে। এছাড়া সার্ভিসের কর্মী। তাদের বাইরে কোনও কেছা সেবী বা অন্য সংগঠনে সংস্থার কোনও সদস্য রক্ত দিতে আসেনি। যদিও রক্তদান কর্মসূচির জন্য যে মঞ্চ গড়া হয়েছে তার সবটাই বিচার মঞ্চের নামে। বিশাল ব্যানারে সংস্থার নাম। ফায়ার ব্রড ইয়ারজেন্সি দফতরের নাম এবং কোনায়া যেভাবে লেখা হয়েছে তা মঞ্চের অভ্যাপ্তর্যে নেমে না যাওয়ার আগে অবধি চোখে পড়ে না। প্রশ্ন আসে, সরকারি অন্তর্ভানকে এভাবে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রক্সাণ্য কেন বেসরকারি করা হল? মন্ত্রীর পাশে মঞ্চে এই ধরনের রাজনৈতিক পাদবিচারী, যারা প্রশাসনের সঙ্গে কোনওভাবেই যুক্ত নয় তারা কিভাবে হাজির থাকছেন? সর্বেপরি একটি সরকারি দফতরের অন্তর্ভানকে এইভাবে বেসরকারি সংস্থার বলে চালিয়ে দেওয়া একটি রাজ্যের, একটি স্বচ্ছ প্রশাসনের জন্য কতটা স্বাস্থ্যকর এই নিয়েও চলছে ফিসফাস গুঞ্জন। সরকারের নানা স্তরেই এনিজিও –রাজ জর্কিয়ে বসেছে বলে শোনা যাচ্ছে, এখন প্রকাশ্যেই দেখা গেল সরকার থেকেও এনিজিও গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি সার্ভিসে কর্মীদের সংগঠন করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে এই যুক্তিতে যে ইউনিফর্ম সার্ভিসে সংগঠন থাকা ঠিক নয়, তার প্রভাব ভাল নয়। অঞ্চ এনিজিওর বা একটি সংগঠনের এই দফতরেরে তহতর দুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। কর্মীদের সংগঠন করার অধিকারহীন দফতরে বেসরকারি সংগঠনের জন্য সরকারি কর্মচারীরা ফহিফর্মশা খাটছেন। ফায়ার সার্ভিসের সবর দফতরে ৬৬ ডিসেম্বর রক্তদান'র আয়োজন করেছিল ‘বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ’। তার জন্য ডিরেক্টর এ কে ভট্টাচার্য রাজ্যের সব ফায়ার স্টেশন'র অফিসার-ইন-চার্জদের সেই অনুষ্ঠানে দুই থেকে চারজন পাঠাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। নির্দেশ অনুমায়ী ধরলেন, কাঞ্চপূরই হোক বা সাক্রম, সব ফায়ার স্টেশন থেকেই লোক পাঠানোর কথা। বাক্তে ‘অনুরোধ’ লেখা হলেও, সেটি সরকারি ‘মেমোরেন্ডাম’। যেহেতু বাক্ত অনুরোধ, যারা ভান জায়াগা থেকে এসেছেন তাদের টাভেলিং জালালজা বা থাকা পাওয়ার টিক্স পাবেন না, আবার তারা আর্মেসে কার্যত বাধ্য কারণ সেটি ডিরেক্টর'র ‘মেমোরেন্ডাম’। সেদিন সরকারি প্রটোকলের মতই রাজা বিজেপি নেতা রাজীব ভট্টাচার্য অন্যান্য বেসরকারি লোকদের পাশে মঞ্চে সরকারি লোকও দফতরের মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল'র সামনে সরকারি কর্মচারীদের কাননা পেয়েছেন। রাজীব এই এনিজিও'র গোড়াপুঙ্ককারী একজন। সরকারি কর্মচারীদের দিয়ে এমন করানোই যায় না। যে এনিজিও'র জন্য মানুষেরে টক্সায় বেতন পাওয়া উর্দিপরা লোকদেরে খিদম খাটানো হল, সেই বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ বহলমে সরকারি কর্মচারীদের জন্য বিজেপি'র সংগঠন। পুরভাটেরে নির্বাহীনে বিজেপির পথসজা থেকে মাইকে প্রচার করা হয়েছে বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ'র উদ্যোগে মুখ্যমন্ত্রী সরকারি কর্মচারীদের সাথে নজরুল কাক্ষক্ষেই মিটিং করেব। এদিকে সংগঠন তুলে নেওয়া, আর আনিজিওর সাক্ষ দলেরে খাড়া সংস্থা দুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ দিয়ে সরকারি দফতরগুলির কাছে সরাসরি নাক লাগাচ্ছে অর্নিবাচিত বিজেপি নেতারা। কর্মচারীদের শাসন না থাকছে। ইউনিফর্মড সার্ভিসে এরকম চলছেই, গোমতী জেলায় এস পি দুর্গাপূজার চাঁদ দিতে সবাইকে সরকারি নির্দেশ দিয়েছিলেন।

## নার্সিং হোম কেলেঙ্কারিতে পুর নিগম

●**প্রথম পাতার পর** প্রবিশনাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানের নাম? সিটি হাসপাতাল। রেজিস্ট্রেশন নম্বর ছিল, TR/W/CEA/P/21/01। এই বেসরকারি নার্সিং হোমটির চার মালিক ম



# হকারের পাশে সুবল, হুঙ্কার ছুঁড়ে শহরে প্রতিবাদের মিছিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। ৫৮টি রকের পর যেন শহরকেদ্রিক তৃণমূল নতুন করে বার্তা দিলো রাজা রাজনীতিতে। হকারদের সমস্যা এবং সমসাময়িক পরিস্থিতি নিয়ে সুরব হলেন সুবল ভৌমিক। তৃণমূলের উদ্যোগে শহরে হকার এবং ছোট ছোট দোকানিদের উচ্ছেদ করার প্রতিবাদেই এদিন মিছিল সংগঠিত হয়েছে। সুবল ভৌমিক জানিয়েছেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন আগরতলা পুর নিগম উচ্ছেদ অভিযান নামে গরিব মানুষদের পেটে লাথি দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, এই সময়ে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা তাদের সামগ্রী নিয়ে বসে থাকার পর সেখানে অভিযান সংগঠিত করছে। এ নিয়ে ক্ষোভ ব্যক্ত করে সুবল ভৌমিক বলেছেন, একটা বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা চলছে। অমানবিক আচরণ সাধারণ মানুষের নাতিশ্রাস উঠেছে। স্মার্টসিটির নামে মানুষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর কোপ বমাচ্ছে বিজেপি। বিজেপি পরিচালিত আগরতলা পুর নিগম এবং সরকার যা করছে তাতে সাধারণ মানুষ আজ সংকটের মুখোমুখি। সুবল ভৌমিক দাবি করেন, গরিব খেটেখাওয়া মেহনতী মানুষ আজ এক হয়েছে। এদিনের আগরতলার মিছিল নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি দাবি করেন, বাঁশ ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ, ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের বিক্ষুব্ধ ব্যবস্থা না করে উচ্ছেদ, অসংগঠিত শ্রমিকদের উপর অত্যাচার ইত্যাদির ফল ভোগ করবে বিজেপি। বনমালীপুরস্থিত



কালিয়ার থেকে সুবল ভৌমিকের নেতৃত্বাধীন এদিনের কর্মসূচি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে রাজনৈতিক বার্তাও দিয়েছে। সুবল ভৌমিক এবং বাপ্টু চক্রবর্তীর মতো প্রধান নেতারা বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিলেন যেখানে বেশ কিছু সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী এবং স্থানীয়রা উপস্থিত ছিলেন। ত্রিপুরা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যের কনভেনর সুবল ভৌমিক আরও বলেছেন, ত্রিপুরার বিজেপি সরকার ছোট চা স্টল, হকার এবং দিন-মজুরিতে চলা শ্রমিকদের কথা ভাবে না। বিজেপি-নেতৃত্বাধীন রাজা সরকারের প্রচেষ্টা হলো ছোট ছোট ব্যবসা ধ্বংস করা, দরিদ্র হকারদের হয়রানি করা এবং তাদের জীবিকা কেড়ে নেওয়া। এদিন সুবল ভৌমিক রাজ্যের ক্ষয়িষ্ণু অর্থনীতির দিকেও ইঙ্গিত করেছেন যা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের নেতৃত্বে আরও বিধ্বস্ত হয়েছে যিনি সম্প্রতি

আগরতলাকে পরবর্তী সিদ্ধাপুরে পরিণত করার দীর্ঘ দাবি করেছিলেন। তবে, রাজা সরকার বুঝতে পারছে না যে তারা সাধারণ মানুষের জীবনকে ধ্বংস করে স্মার্ট সিটি তৈরি করতে পারবেন। সুবল ভৌমিক আরো বলেছেন, বিজেপি সরকার রাজ্যের দরিদ্রদের কষ্ট লাঘব করতে বিশ্বাস করেন। তারা অর্থনৈতিকভাবে প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলিকে খাদ্য ও কর্মসংস্থান দিচ্ছে না। আমরা আগরতলা পুরনিগমের উচ্ছেদ অভিযানের সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করি এবং হকারদের পুনর্বাসনের দাবি জানিয়েছেন সুবল ভৌমিক। শুধু হকার ও বিক্রেতারাই নয়, এমনকি অটো চালকরাও এই বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের অত্যাচারে ভুগছেন। বুধবার, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার আগরতলার বটতলা এলাকায় অটো স্ট্যান্ডটি জোর করে খালি

করে নাগেরজালায় যাওয়ার চেষ্টা করার পরে একটি বিশাল প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হন। দীপক মজুমদারকে অটো চালকরা ঘেরাও করেছিল যারা ঘটনাস্থল থেকে সরে যেতে অস্বীকার করেছিল কারণ এটি তাদের জীবিকাকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করবে, ইতিমধ্যে একাধিকবার সিএনজি মূল্য বৃদ্ধির কারণে আরও খরাপ হয়েছে পরিস্থিতি। এই দাবি করে সুবল ভৌমিক বলেন, শহরকে স্মার্টসিটি করার নামে এভাবেই গরিবদের পেটে লাথি দিচ্ছে বিজেপি পরিচালিত পুর নিগম। কার্ঘ্যত শহরের মানুষের আবেগকে কাজে লাগিয়ে এবার রাজনৈতিক ময়দানে অন্য বার্তা দিলেন সুবল ভৌমিক। এদিন তৃণমূলের কর্মসূচি ঘিরে শহর দেখলো অনারকম ছবি। সুবল ভৌমিকের দাবি, কাজ নেই উক্টো মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে সরকার।

## বারের নির্বাচনে বাম-কং জোট?

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। দ্বিমুখী লড়াইয়ের পথে এগিয়ে যাচ্ছে ত্রিপুরা বারের নির্বাচন। বিজেপি আইনজীবী সেলকে পরাজিত করতে বিরোধী শিবির এক জোট হতে চলছে বলে আদালত চব্বরে গুঞ্জন রটেছে। বারের নির্বাচন ঘিরে এবছর শাসকদলের সমর্থক ১০ আইনজীবী ভোট পিছিয়ে দিতে আবেদন

গুঞ্জন রটে গেছে। আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা বারের ভোট। এই নির্বাচন ঘিরে আদালত চব্বরে এখন সম্পাদক কৌশিক ইন্দু এদিন অভিযোগ উঠেছে। ইতিমধ্যেই মনোনয়ন তুলেছেন বিজেপি লিগ্যাল সেলের আইনজীবীরা। তারা সভাপতি, সম্পাদক-সহ ১৫টি পদের জন্যই মনোনয়ন তুলেছে। একই সঙ্গে বামপন্থী আইনজীবীরাও

থাকবে। এরপরই প্রতিদ্বন্দ্বিতার চিত্রটি পরিষ্কার হয়ে যাবে। বর্তমান ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কৌশিক ইন্দু এদিন বলেছেন, পুরাতন কমিটি কাজ করেছে। করোনার সময়েও আইনজীবীদের পাশে ছিল। আইনজীবীরা সবাই বুদ্ধিজীবী। তারা কাজের নিরিখেই ভোট দেবেন। অন্যদিকে, বিজেপি লিগ্যাল সেলের পক্ষ কথা বলেছেন আইনজীবী বিদ্যুৎ সুব্রধা। তিনি বলেছেন, আমরা জিতবে বলে আশাবাদী। আগের কমিটি আইনজীবীদের দুহ বানিয়ে দিয়েছে। দুহ বলে আইনজীবীদের অসম্মান করা হয়েছে। এর জবাব মিলবে ভোটের মধ্যেই। আমরা ১৫টি পদের জন্যই লড়াই করবো। এদিকে ভোটের আগেই সম্পাদক এবং সভাপতির পদ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে।



করেছিল। কিন্তু এই দাবি মানা হয়নি বলে জানা গেছে। ইতিমধ্যে ভোট গ্রহণের প্রস্তুতি চূড়ান্তভাবেই শুরু হয়ে গেছে। বুধবার পর্যন্ত ১৫টি পদের জন্য ৩৪জন আইনজীবী মনোনয়ন জমা করেছেন। প্রাথমিকভাবে কংগ্রেস লিগ্যাল সেল, বামপন্থী আইনজীবীরা এবং বিজেপি লিগ্যাল সেল আলাদাভাবে ভোট লড়াই করার ইঙ্গিত দিয়েও বাস্তবে বিরোধী পক্ষ এক্যবদ্ধ হতে চলছে বলে

সবগুলি পদের জন্য মনোনয়ন তুলেছে। কয়েকটি পদের জন্য কংগ্রেস লিগ্যাল সেল এদিন মনোনয়ন তুলেছেন। মনোনয়ন তোলার শেষ দিন বৃহস্পতিবার। এদিন গেলে বোঝা যাবে মোট কতজন আইনজীবী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইছেন। তবে মনোনয়নগুলি পরীক্ষা হবে ১৯ ফেব্রুয়ারি। পরীক্ষার পর মনোনয়ন বাতিল অথবা তুলে নেওয়ার সুযোগ

অনেকেই মনে করছেন কংগ্রেস এবং বাম জোট এই নির্বাচনে একাদ্বন্দ্ব লড়াই করবে। গত বছরের মতোই সভাপতি ও সম্পাদক পদে হিসেব কষে এগিয়ে যাবে এই জোট। গতবারের ভোটকক্ষে লিগ্যাল সেল থেকে মৃণাল কাশি বিশ্বাসকে সভাপতির পদ দেওয়া হয়েছিল। সম্পাদক পদে দেওয়া হয় বামপন্থী প্যানেল থেকে। এই বছরও একই পরিকল্পনা নিয়েছে বলে জানা গেছে।

## টাকার অভাবে চিকিৎসা বন্ধ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গভাছড়া, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। হাট ব্রক হয়ে বিনা চিকিৎসায় বাড়িতে পড়ে আছে ১৭ মাসের শিশু। ঘটনা গভাছড়া সরমা ডিলোজের চমকিমশোর পাড়ায়। হরেকৃষ্ণ চৌধুরীর একমাত্র পুত্র কৃষাণ চৌধুরী (১৭ মাস) গত চার মাস ধরে শ্বাসকষ্টে ভুগছে। শিশুর বাবা প্রথমে ছেলেকে গভাছড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। পরবর্তী সময় আগরতলা বেসরকারি হাসপাতাল নিয়ে যান। কর্তব্যরত চিকিৎসকরা শিশুটিকে সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানান, শিশুটির হার্ট ব্রক আছে। বিশাল অর্ধের প্রয়োজন অপারেশনের জন্য। চিকিৎসকের কথা শুনে পরিবারের লোকজন কামায় বেড়ে পড়েন। শিশুর বাবা গভাছড়া মহকুমা হাসপাতালে ডিআরভিল্লিও হিসাবে কর্মরত। এই সামান্য টাকা দিয়ে ছেলের অপারেশন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। বাড়িতে হরেকৃষ্ণ চৌধুরীর বাবাও শয্যাশায়ী। তার পক্ষে অসম্ভব দুই জনের চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা। তাই ফুটপেট শিশুটি বাড়িতে বিনা চিকিৎসায় কাটারছে। শিশুর চিকিৎসার জন্য হয়ে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেও কোন প্রতিকার হচ্ছে না। ওই অসহায় পরিবারের পাশে এসে দাঁড়াতে দেখা যায়নি কোন সরকারি কিংবা বেসরকারি সংস্থাও। তার পরিবারের সদস্যরা সরকারের কাছে মানবিক আবেদন জানান সরকার যেন ওই শিশুর পাশে এসে দাড়িয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এখন দেখার সরকার ওই অবুঝ শিশুর প্রতি সদয় হয় কিনা।



সমকাজে সমবেতনের দাবিতে উপমুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন প্রদান করলো মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠনের নেতারা। ছবি নিজস্ব

### মুখ্যমন্ত্রীর শোক

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। ভারতীয় সঙ্গীত জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বাণি লাহিড়ির প্রয়াণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গভীর শোক জ্ঞাপন করেছেন। শোকবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “ভারতীয় সঙ্গীত জগতের অন্যতম দিকপাল বাণি লাহিড়ি ছিলেন খ্যাতনামা সঙ্গীত শিল্পী ও সুরকার। দীর্ঘ সময় তিনি বহু হিন্দি ও বাংলা ছবিতে নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী ও সুরকার হিসাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। তাঁর নিজস্ব সুর সৃষ্টি ভারতীয় সিনেমা জগৎকে অনমাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। প্রয়াত শিল্পী বাণি লাহিড়ি চিরকাল ‘বেঁচে থাকবেন তাঁর অমর সৃষ্টির মধ্যেই।’ প্রয়াত শিল্পী বাণি লাহিড়ির শোকাত পরিজনদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রী গভীর সমবেদনা ও বিদেহি আত্মার চিরশান্তি কামনা করেছেন।

### শেষ হোক করোনা বিধি-নিষেধ, চিঠি

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। টানা প্রায় তিন সপ্তাহ দেশে করোনা সংক্রমণের হার নিম্নমুখী। কমছে সংক্রমণের হারও। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার গুলি বিমানবন্দর থেকে শুরু করে নিজেদের সীমানা এলাকায় যে অতিরিক্ত বিধি-নিষেধ জারি করেছিল, সেটা শেষ করার সময় এসেছে। বুধবার সব রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি লিখে এমনটাই জানাল কেন্দ্র সরকার। কেন্দ্রের তরফে রাজ্যের মুখ্যসচিবদের বলা হল, করোনা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এই অতিরিক্ত বিধি-নিষেধ তুলে দেওয়া হোক। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের বক্তব্য, গত ২১ জানুয়ারি থেকেই দেশজুড়ে নিম্নমুখী হতে শুরু করেছে করোনার গ্রাফ। একটা সময় যে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা তিন লক্ষের উপরে উঠে গিয়েছিল, গত সপ্তাহে সেটা গড়ে ৫০ হাজারে নেমে এসেছে।

# সুশান্তের গড়ে ভিড়লো বামপন্থীরা, উচ্ছ্বাস দলে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিআই(এম) দলের ঘরে ভাঙন শুরু হয়ে যায়। রাজই এখন দেখা যাচ্ছে সিপিআই(এম) দল ছেড়ে শ্যেয়ে কর্মী—সমর্থক থেকে শুরু করে নেতারা বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন। আর তাতে এই বিধানসভা কেন্দ্রে বিরোধী দলগুলোর সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়ছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক কুশীলবরা। স্থানীয় নেতৃত্বদের সাথে শলা-পরামর্শ অনুযায়ী বাছাই করে স্বচ্ছ ইমজের কর্মীদের দলে নেওয়া হচ্ছে। দলত্যাগীদের দাবি, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে সিপিআই(এম) দলের সক্রিয় কর্মী হিসেবে কাজ করলেও যোগ্য সম্মান পাননি। এজন্যই বিজেপিতে

হচ্ছে। ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিআই(এম) দলের ঘরে ভাঙন শুরু হয়ে যায়। রাজই এখন দেখা যাচ্ছে সিপিআই(এম) দল ছেড়ে শ্যেয়ে কর্মী—সমর্থক থেকে শুরু করে নেতারা বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন। আর তাতে এই বিধানসভা কেন্দ্রে বিরোধী দলগুলোর সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়ছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক কুশীলবরা। স্থানীয় নেতৃত্বদের সাথে শলা-পরামর্শ অনুযায়ী বাছাই করে স্বচ্ছ ইমজের কর্মীদের দলে নেওয়া হচ্ছে। দলত্যাগীদের দাবি, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে সিপিআই(এম) দলের সক্রিয় কর্মী হিসেবে কাজ করলেও যোগ্য সম্মান পাননি। এজন্যই বিজেপিতে

চৌধুরীর হাতকে শক্তিশালী করতে তারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছেন। তাদের বক্তব্য, বর্তমান বিধায়ক দল-মত নির্বিশেষে এলাকার মানুষের উন্নয়ন করে চলেছেন। মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের গ্রাম-গঞ্জের সকল মানুষ বর্তমান সরকারের উন্নয়নের সুফল পাচ্ছেন। তাই বর্তমান সরকারের উন্নয়নের কর্মসূত্রে शामिल হতেই তাঁরা সিপিআই(এম) ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছেন। এদিন দলত্যাগীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে তাদের দলে স্বাগত জানিয়ে বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী বলেন, মানুষ বুঝতে পারছে যে সিপিআই(এম) ও কংগ্রেসের মিতালী বা পরিযায়ী পাখী তৃণমূল



দলবদলও করা হল, শিক্ষাও দেওয়া হল নিজের বিরোধীদের। গত চার বছরে রাজ্য সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন সাধারণ মানুষের উন্নয়নে কি কি কাজ করেছে তা তুলে ধরতে নিজের বিধানসভা কেন্দ্র মজলিশপুরে কর্মী সুশান্ত চৌধুরী নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন। সেই কর্মসূচিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে নেতা—কর্মীরা তাঁর নেতৃত্ব ও কাজকর্মের প্রতি আস্থা জানিয়ে যোগদান করে চলেছেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না বলে মনে করা

যোগ দিয়েছেন। দলত্যাগীদের অভিযোগ, বিগত সরকারের আমলে সিপিআই (এম) দলের নেতারা ব্যাপকভাবে স্বজনপোষণ ও দুর্নীতি করতেন। কোনো রকম উন্নয়নমূলক কাজ হতো না গোটা এলাকায়। দুর্নীতি এবং গুন্ডারাজ চলতো মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রে। মজলিশপুর কেন্দ্রের বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরীর অনুপ্রেরণায় তাঁরা রাজ্যের উন্নয়নযন্ত্রে शामिल হতে চান। মজলিশপুরের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে, বিধায়ক সুশান্ত

কংগ্রেস মানুষের সমস্যা মেটাতে পারবে না। তাই মানুষ বিজেপি দলের প্রতিই আস্থা রাখছেন। সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছেন ‘সবকা সাথ সবকা বিকাশ’ তত্ত্বের মাধ্যমে বর্তমানে রাজ্যের মানুষের সমস্যা দূর করতে পারবে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার। আজকের এই যোগদান সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি দলের সদর গ্রামীণ জেলার সভাপতি অসিত রায়, মজলিশপুর মন্ডলের সভাপতি গৌরাদ ভৌমিক।

## এসডিপিও-ওসির প্রথম সাফল্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। বিশালগড়ে দুর্জনই নতুন দায়িত্ব পেয়েছেন কিছুদিন আগে। বুধবার রাতেই নেশা বিরোধী অভিযানে প্রথম সাফল্য আসে এসডিপিও রাহুল দাস ও ওসি হিমাদ্রী সরকারের। তবে এদিন রাতে বিশালগড় এসডিএম অফিস এলাকায় যে গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ লক্ষাধিক টাকার গাঁজা সহ এক কারবারিকে ফেফতার করেছ, শুক্রের খবর কয়েকমাস যাবৎ সেই গাড়িতে করে সোনামুড়া মহকুমা থেকে নেশা সামগ্রী নিয়ে কয়েকটি থানা পেরিয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে চলে যায়। জানা গেছে, সেই খবর অনান্য থানায় থাকলেও আটক করা হয়নি। তাই নেশা কারবারিরা তাদের সুযোগ মতই এতদিন নেশা সামগ্রী পাচার করে গিয়েছিল। আর নেশামুক্ত ত্রিপুরা গাড়ার কাণ্ডারিরাই তাদেরকে সাহায্য করেছে বলে অভিযোগ। কিন্তু বুধবার রাতে বিশালগড়ে প্রণজিৎ নামের ওই যুবকের সুইকট গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ প্রচুর পরিমাণে গাঁজা উদ্ধার করে। জানা গেছে, এই গাঁজা আগরতলার বাইপাস সড়কের দিকে

যাওয়ার কথা ছিল। এদিন বিশালগড় পুলিশের কাছে খবর আসে সোনামুড়া মহকুমার কমলনগর এলাকা থেকে গাঁজা বোঝাই করে টিআর ০১ বিএফ ০৪৪০ নম্বরের গাড়িটি আগরতলার দিকে যাবে বিশালগড় হয়ে। সেই খবর পেয়ে বিশালগড়ের এসডিপিও রাহুল দাস ও থানার ওসি হিমাদ্রী সরকারের নেতৃত্বে বিভিন্ন জায়গায় সাদা পোশাকে পুলিশ উৎপাতে বসে। বিশালগড় এসডিএম অফিস

এলাকায় আসতেই গাড়িটিকে আটক করা হয়। প্রথম অবস্থায় সেই গাড়িটি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও দুই পোশে যানজট লেগে থাকায় গাড়িটি থামে পারেনি। পরে পুলিশ গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে গাঁজা উদ্ধার করে। তারপর চালক প্রণজিৎ দাস সহ গাড়িটিকে নিয়ে আসা হয় বিশালগড় থানায়। বৃহস্পতিবার পুলিশ রিম্যান্ডের আবেদন জানিয়ে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানা গেছে।



# গেস্ট হাউসে দুর্নীতি : কেয়ার টেকার বহাল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলমানদের উন্নয়নের নামে চরম অনিয়ম জাঁকিয়ে বসেছে রাজ্য ওয়াকফ বোর্ড। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি অনিয়ম চলছে ওয়াকফ বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন গেস্ট হাউসে। দ্বিতীয়ত ওয়াকফ জমি বেদখল নিয়ে। বাম আমল থেকেই এই অনিয়ম চলছে। কিন্তু কোন মনো তদন্ত নেই। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ আগরতলা অফিস লেনের আবুল কালাম আজাদ গেস্ট হাউসে। রাজ্যের সংখ্যালঘু মুসলিমদের জন্য এই গেস্ট হাউস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, রাজধানীতে কোন প্রয়োজনে এলে মুসলমানদের থাকা খাওয়ার সমস্যা রয়েছে। এক্ষেত্রে আবুল কালাম আজাদ গেস্ট হাউস মুসলমানদের জন্য নিরাপদ। কিন্তু এই নিরাপদ

আবাসকে কেন্দ্র করে চলছে লাখ লাখ টাকার আর্থিক অনিয়ম। বাম আমলে এই দুর্নীতি মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। দুলাল দাস যখন সংখ্যালঘু দফতরের অধিকর্তা ছিলেন, তখন আবুল কালাম আজাদ গেস্ট হাউসের দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত শুরু করেন। কিন্তু তদন্ত শুরু করার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই দুলাল দাসকে অন্যত্র বদলি করা হয়। যাতে অনিয়মের তথ্য প্রকাশ্যে না আসে। আগরতলা অফিস লেনের আবুল কালাম আজাদ গেস্ট হাউসের কেয়ার টেকার বা ম্যানেজার গিয়াসউদ্দিন শা। আগরতলা নোয়াখিয়াড় লাড্ডু চৌমুহনিত পৈতৃক বাড়ি। কটর সিপিএম সমর্থক পরিবার হিসাবে পরিচিত। গিয়াসউদ্দিন শা যেদিন চাকরিতে যোগদান করেছে সে দিন থেকে আজ পর্যন্ত আবুল কালাম আজাদ গেস্ট হাউসেই কর্মরত রয়েছে। অবসরে যাওয়ার আর মাত্র চার বছর সময়ও নেই। চাকরি

জীবনের শুরু এবং শেষ এক অফিস লেনের আবুল কালাম আজাদ গেস্ট হাউসেই। এক্ষেত্রে বাম-ডান কোন ফারাক নেই। বাম আমলেও গিয়াসউদ্দিন শা যেভাবে ছিল, আজ রাম আমলেও বহাল তবিয়াতেই একই জায়গায় কর্মরত রয়েছে। কোন পরিবর্তন নেই। চাকরি জীবনের শুরু থেকে একই স্থানে থাকার ফলে আবুল কালাম আজাদ গেস্ট হাউসে গিয়াসউদ্দিন মৌরসীপাটী পাকাপোক্ত করে নিয়েছে। কোন বাদলি নেই। ফলে বাঁকাপথে কামাই অব্যাহত রয়েছে। যতটুকু খবর পাওয়া গেছে রাজ্য ওয়াকফ বোর্ড সূত্রে তাতে জানা যায়, প্রতিদিনই গেস্ট হাউসে রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমা থেকে সংখ্যালঘু সমাজের মানুষ ভীড় করে। কিন্তু সে অনুপাতে আর্থিক আয় নিয়ে ওয়াকফ বোর্ডের মধ্যেই গুঞ্জন চলছিল এবং এখনো চলছে। অভিযোগ রয়েছে বিভিন্ন অসামাজিক কাজও চলে গেস্ট

হাউসে। তার বিনিময়ে মোটা অংকের অর্থ রাজ্যের হয়। যদিও এই অর্থ ওয়াকফ বোর্ডের তহবিলে জমা হয় কিনা তদন্ত সাপেক্ষ। আর এই অনিয়ম নিয়ে যার বিরুদ্ধে

অভিযোগ তিনি গেস্ট হাউসের কেয়ার টেকার গিয়াসউদ্দিন শা। দুলাল দাস রাজ্য সংখ্যালঘু দফতরের অধিকর্তা থাকা কালে আবুল কালাম আজাদ গেস্ট

প্রেস বিজ্ঞপ্তি  
স্বাস্থ্য সচেতনতার লক্ষ্যে ডিভাইন টাচ মেডি ক্লিনিকের এক অন্যতম বিশেষ প্রকল্প - “স্বাস্থ্য মিত্র”  
রাজ্যের অন্যতম চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান তথা আগরতলা কর্ণেল চৌমুহনিত “ডিভাইন টাচ মেডি ক্লিনিক”-এর উদ্যোগে আগরতলা শহরের মিউনিসিপালিটি ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি এলাকার জন্য স্বাস্থ্য সচেতনতা ও রোগ প্রতিরোধমূলক পরিষেবা দিতে “স্বাস্থ্য মিত্র” নামক একটি প্রকল্প শুরু করা হয়েছে। আমরা জানি যে রোগ নিরাময় থেকে রোগ প্রতিরোধ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, নিয়মিত কিছু রুটিন স্বাস্থ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমাদের বড় ধরনের স্বাস্থ্যহানি ও বিভিন্ন রোগ থেকে সুরক্ষিত রাখতে পারে। কিন্তু, ব্যস্ততার জীবনে প্রত্যেক মাসে নিয়মিত রুটিন স্বাস্থ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলি করা সম্ভব হয়ে উঠে না, যা যা মানব দেহে বড় ধরনের স্বাস্থ্য-ঝুঁকি ডেকে আনে। তাই- এই প্রকল্পের অধীনে প্রতি মাসে একবার করে ডিভাইন টাচ মেডি ক্লিনিক-এর প্রশিক্ষিত রেজিস্টার্ড টেকনিক্যাল টিম - এনোলালমেন্ট করানো ব্যক্তিরা পরিবারে বাড়িতে গিয়ে প্রয়োজনীয় কিছু রুটিন স্বাস্থ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলি করবেন, যা যা মানব দেহের রোগ প্রতিরোধে যথেষ্ট সহায়ক হবে, পাশাপাশি চিকিৎসা খাতে খরচে বিশেষ সমস্রোণেরও সুযোগ হবে। এছাড়াও বহিরাঙ্গের যেকোন ধরনের চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাবে এই প্রকল্পের আওতায়। উক্ত বিশেষ প্রকল্পের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে ও এনোলালমেন্ট করতে ডিভাইন টাচ মেডি ক্লিনিক-এ অথবা এলাকার নিম্নলিখ ডিভাইন টাচ স্বাস্থ্য মিত্র টিম-এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে। এই “স্বাস্থ্য মিত্র”- প্রকল্প আগরতলার মানুষের রোগ প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে বলে মনে করছেন ডিভাইন টাচ মেডি ক্লিনিক-এর কর্তৃপক্ষ।

হাউসের আর্থিক অনিয়ম নিয়ে তদন্ত শুরু করে। তার জন্য একজন আধিকারিককে দায়িত্ব দেওয়া হয়। অভিযোগ, আবুল কালাম আজাদ গেস্ট হাউসের কেয়ার টেকার গিয়াসউদ্দিন শা তদন্তকারী অফিসারকে সহযোগিতা করেননি। উক্তা বিষয়টি তখন কার সময়ের সংখ্যালঘু দফতরের মন্ত্রী সহিদ চৌধুরীর কাছে (নেদা) আসে। একমাত্র দিন ধরেই অভিযোগ ছিল গিয়াসউদ্দিন শা-র চাকরি নিশ্চিত করেন তখনকার সময়ের মন্ত্রী সহিদ চৌধুরী। আর এই সহিদ চৌধুরীর সাথেই ছিল গিয়াসউদ্দিন শা -র গোপন সম্পর্ক। এমনও জানা গেছে, সহিদ চৌধুরীর মন্ত্রিত্ব চলে যাওয়ার পর সিপিএম পাটী দুয়ের কথা সমাজের কোন লোকই সহিদ চৌধুরীর সাথে দেখা করতে চাইতনা। একমাত্র গিয়াসউদ্দিন শা প্রায় প্রতি সপ্তাহেই এক-দুই দিন সহিদ চৌধুরীর খবর নিয়ে যেতেন। তখনো প্রশ্ন উঠেছিল কি স্বার্থে?

অভিযোগ উঠেছিল, মন্ত্রী সহিদ চৌধুরীর নির্দেশেই দুলাল দাসকে সংখ্যালঘু দফতরের অধিকর্তা পদ থেকে বদলি করা হয়। পাছে দীর্ঘ বছরের আর্থিক অনিয়ম প্রকাশ্যে এসে যায়। একটা সময় এমনও অভিযোগ উঠেছিল, আগরতলার যৌন কর্মীরা খন্দের নিয়ে আসতো আবুল কালাম আজাদ গেস্ট হাউসে। তার জন্য বড় অংকের অর্থ খন্টা হিসাবে পাওয়া যেত। তার বিরুদ্ধে তদন্ত হলোনা আজও। বামফ্রন্ট ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরও গিয়াসউদ্দিন আছে বহাল তবিয়াতে। অথচ রাজ্যের সংখ্যালঘু দফতরের মন্ত্রী বিষয়টি সম্পর্কে অবগত আছেন। অবগত আছেন ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান নিজেও। শোনা যায় বর্তমান ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান গিয়াসউদ্দিন শা কে সতর্কও করেছেন। কিন্তু অজ্ঞাত কোন কারণে বদলি করার সাহস পাননি। যার ফলে বর্তমান রাজ্য ওয়াকফ

বোর্ডের চেয়ারম্যানের ভূমিকা নিয়েও গুঞ্জন চলছে। তবে কি তিনিও? এখণের প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। একই প্রশ্ন রাজ্যের সংখ্যা লঘু দফতরের মন্ত্রীর বিরুদ্ধেও উঠতে শুরু করেছে। উল্লেখ্য, রাজ্য ওয়াকফ বোর্ড কিংবা সংখ্যা লঘু দফতরের একটি গেস্ট হাউস রয়েছে কৈলাশপুরে। সেখানে পরিচালনার অভাবে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মানুষ বর্ধিত হচ্ছে। সবচেয়ে বড় খবর হলো, আবুল কালাম আজাদ গেস্ট হাউসের কেয়ার টেকার গিয়াসউদ্দিন শা নন্দননগর মসজিদপাড়ায় প্রাসাদোপম বাড়ি নির্মাণ করেছে। যেখানে তার এখন পারিবারিক ঠিকানা। একজন গেস্ট হাউসের কেয়ার টেকারের এখণের প্রাসাদোপম বাড়ি কিভাবে হতে পারে তা নিয়ে তদন্ত হলে বড় ধরনের আর্থিক কেলেঙ্কারির পর্দা ফাঁস হবে। (চলবে)।



### লোকনাথ

### আশ্রমে বিধায়ক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। কল্যাণপুরে বাবা লোকনাথ আশ্রম পরিদর্শনে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী।এদিন মাধী পূর্ণিমা উপলক্ষে বিশেষ পূজার আয়োজন করা হয়। কল্যাণপুর নতুন মোটরস্ট্যান্ডের পাশে খোয়াই-তেলিয়ামুড়া সড়ক লাগোয়া মন্দিরটি অবস্থিত। এদিন কল্যাণপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে ভক্তরা মন্দিরে আসেন। বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরীও মন্দিরে এসে পূজা দেন। পাশাপাশি তিনি আশ্রম ঘুরে দেখেন। তার সাথে ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানসহ সাধারণ, প্রধান গণসংস্কারের প্রমুখ। বিধায়ক জানান, মন্দিরের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে বিধায়ক উজ্জান তহবিল থেকে সাহায্য করবেন। পাশ্া বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রেও সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

### উড়ালপুলে বাস, উদাসীন ট্রাফিক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। ট্রাফিক পুলিশের উদাসীনতায় উড়ালপুল দিয়ে চলছে বড় বাস। উড়ালপুলের দুই পাশে ট্রাফিক পুলিশ এসব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন। বুধবার এই ঘটনা নজরে আসে অনেকেইই। সাংবাদিকদের ক্যামেরায়ও উড়ালপুলের উপর দিয়ে বাস চলার দৃশ্য ধরা পড়ে। উড়ালপুল চালু হলেও এর উপর দিয়ে বড় গাড়ি চলাচলে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। বাস বা লরি জাতীয় বড় গাড়ি উড়ালপুলের উপর দিয়ে না চলতে নির্দেশিকা রয়েছে। কিন্তু বুধবার বড় একটি বাসকে উড়ালপুলের উপর দিয়ে যেতে দেখেছেন স্থানীয়রা। সাংবাদিকদের বিষয়টি নজরে আসতেই তারা কর্তব্যরত এক ট্রাফিক পুলিশ কর্মীকে জিজ্ঞাসা করতে যান।



ট্রাফিক পুলিশ কর্মীর বক্তব্য, উড়ালপুলের উপর দিয়ে বাস বা লরি জাতীয় বড় গাড়ি উঠা যায় না। কিন্তু এদিন বাস বেআইনিভাবে উঠেছে। অথচ নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেন ট্রাফিক পুলিশ কর্মী। অভিযুক্ত বাসটিও আটক করতে যাননি তিনি। এই ঘটনা

ঘিরে ট্রাফিক পুলিশের কর্তব্য পালনে অনীহা থাকারও অভিযোগ উঠেছে। উড়ালপুলের দু’পাশে ট্রাফিক পুলিশ কর্মীদের দায়িত্ব ছেড়ে আশ পাশের দোকানগুলিতে আসার জমাতে দেখা যায়। এই সময়েই বড় গাড়ি চলে যায় বলে অভিযোগ।

## সোনিয়ার বার্তা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি।।প্রাক্তন মন্ত্রী বিপ্লব মিয়ার মাতৃবিয়োগের খবরে ব্যথিত কংগ্রেস সুপ্রিমো সোনিয়া গান্ধি। দলের সর্বভারতীয় সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি বিপ্লব মিয়ার উদ্দেশে শোকবার্তায় শোকাহত পরিবার পরিজনদের সমবেদনা জানিয়েছেন। প্রয়াতের বিদেহি আত্মার সদগতি কামনা করেছেন সোনিয়া গান্ধি। একই সাথে আসাম প্রশঙ্গে কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন কুমার বোরা তার শোকবার্তায় প্রয়াতর বিদেহি আত্মার সদগতি কামনা করে শোকসহ পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

### ধর্ষণের শিকার ৩ সন্তানের জননী

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৬ ফেব্রুয়ারি।।** আবারও এক মহিলার উপর পাশবিক অত্যাচার চালানোর অভিযোগে থানায় মামলা দায়ের হয়েছে। ধর্মনগর মহিলা থানার পুলিশ সেই মামলার অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। জানা গেছে, তিন সন্তানের জননী সন্ধ্যায় চাল আনতে বাড়ির পাশের দোকানে যাচ্ছিলেন। তখই রাস্তায় তাকে আটকায় অভিযুক্ত বিনয় শন্দকর। মহিলাকে জোরপূর্বক জঙ্গলে টেনে-হিঁকড়ে নিয়ে যায় অভিযুক্ত। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি সেই ঘটনা। জঙ্গলে মহিলার উপর পাশবিক অত্যাচার চালানো হয় বলে অভিযোগ। বিনয় শন্দকরের বাড়ি ধর্মনগর থানাবীন্ধ্যী গ্রামে। এদিকে ঘটনার পর নির্যাতিতা মহিলা ধর্মনগর মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তার অভিযোগ মূল্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ এবং ৩৪১ ধারায় মামলা দায়ের হয়। যার নম্বর ৭/২২। পুলিশ মামলা হাতে নিয়ে বিনয় শন্দকরকে আটক করে নিয়ে আসে।বৃহস্পতিবার তাকে জেলা ও দায়রা আদালতে পেশ করা হবে বলে খবর। এই ধরনের ঘটনা জ্ঞানাজানি হতেই বিজ্ঞে মহল থেকে সমালোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি দাবি উঠেছে অভিযুক্তের কঠোর শাস্তি।

### নৃশংস খুনে রিমান্ডে দুই মামা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। উত্তর মামনগরে যুবকের নৃশংস হতায় ধৃত দুই মামাকে তিনদিনের রিমান্ডে পাঠালো আদালত। অভিযুক্ত সুধাংশু মিত্র এবং অমিত ঝিরকে বুধবার পশ্চিম জেলায় সিজএম আদালতে হাজির করা হয়। তদন্তকারী অফিসার ওণাযদুর রহমান ৬ দিনের রিমান্ড চেয়ে প্রাথমিক মতো দুইকে বারোটি জমা করেছে। তিনি পাঁচটি বিষয়ে প্রশ্ন করতে রিমান্ড চেয়েছেন। খুনের মূল উদ্দেশ্য ছাড়াও নিহত এবং অভিযুক্তের মামে আবারও কাকে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে টাকা লেনদেনের বিষয়টিও জানতে চেয়েছেন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ মনে করছে দীপক দাসকে আগেই হত্যা করা হয়। তার গোপান্দ ছাড়াও ব্রেড দিয়ে কাটা হয় হাত-পা এবং পেটও। পরবর্তী সময়ে প্রমাণ লোপাটের জন্য দেহটি খুলিয়ে রাখা হয়। পুলিশ আরও জানতে পেরেছে, দুই মাস আগেই দীপক জিবি এলাকায় আলাপা ভাড়া থাকতেন। পরবর্তী সময়ে আবারও মামার সঙ্গে দোগাঙ্গী এলাকায় থাকতে যান। জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে খুন হতে পারে বলে ফরোয়ার্ডিং রিপোর্টে জানিয়েছে পুলিশ। এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দীপকের সঙ্গে এক মহিলার অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে বলেও পুলিশ মনে করছে। দুই দিক থেকেই পুলিশের তদন্ত চলছে।

## প্রয়াত দুই শিল্পীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি



দুই নক্ষত্র সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও বাপি লাহিড়ীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। শ্রদ্ধার্থ্য অর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার, যুবনেতা মধুসূদন দত্ত, ছাত্রনেতা সুকান্ত মজুমদার-সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্ব, কর্মী ও সমর্থকরা। শ্রদ্ধার্থ্য

অর্পণ শেষে আলোচনা রাখতে গিয়ে প্রাক্তন পুরপতি দীপঙ্কর সেন বলেন, সংগীত জগতের দু’জন নক্ষত্রকে হারিয়ে আমরা শোকাহত। তিনি বলেন, এ দু’জন সংগীতশিল্পী আমাদের দেশকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরেছেন। এটা অভাবনীয়। তাদের প্রয়াণে গভীরভাবে শোক প্রকাশ করেছেন উপস্থিত নেতৃত্ব।

## বন্ধদ্বার খুলছে সিপিএম

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি।।** রাজনৈতিক মহলে চর্চা— সুদীপ রায় বর্শণদের কংগ্রেসে যোগদানের পরই নতুন করে শক্তি পাচ্ছে সিপিএম। বিভিন্ন জায়গায় বন্ধ থাকা পাটি অফিসগুলো খুলতে শুরু করেছে দলের তথাকথিত বিশ্লবীরা। অভিযোগ, ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর এই সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি পাটি অফিস বন্ধ করে দিয়েছে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তরা। পাটি অফিসগুলোতে অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর, লুটপাট এসব ঘটনা অহরহ ঘটেছে। সিপিএমের অভিযোগ, শাসকদলের দুর্বৃত্তরাই এসব কাজে জড়িত ছিল। গত কয়েকদিন ধরে সিপিএম বেশ কয়েকটি পাটি অফিস খুলেছে। উদয়পুর, ডুর্কলি, প্রতাপগড়, আড়ালিয়া সহ বিভিন্ন জায়গায় সিপিএম সাতসকালেই পাটি অফিস খুলে ইনকিলাব স্লোগান দিয়েছে। বুধবার দীর্ঘদিন পর প্রতাপগড় বিধানসভার অন্তর্গত অঞ্চল অফিস খুলতে সক্ষম হলো বিশ্লবী দলের কর্মকর্তারা। দাবি করা হয়েছে, এখন থেকে নিয়মিত এই পাটি অফিসগুলো থেকে কর্মকাণ্ড চলতে থাকবে। শুধু তাই নয়, আরও দাবি করা হয়েছে, প্রতিদিন ধারাবাহিক কর্মসূচি চলবে। এসব পাটি অফিস থেকে। প্রসঙ্গত, সিপিএম ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন কর্মসূচি সংগঠিত করছে। একদিকে বাজেট ইস্যু,

অন্যদিকে বর্তমান চলমান রাজনৈতিক ইস্যুগুলোকে ভিত্তি করেই ময়দানে যেন রসদ খুঁজে পেয়েছে বামেরা। আগরতলা ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে সিপিএম নতুনভাবে শক্তি অর্জন করেছে বলে অনেকেই বার্তা হিসেবে বিষয়গুলো পৌঁছে দিয়েছে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছে, বিজেপি বিরোধী ভোট সিপিএম, তৃণমূল কিংবা কংগ্রেসের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেলে কার্যত তাদের জন্য ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচন অনুকূল হবে। প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরকে কার্যত বহুখণ্ডে ভাগ করে দিয়ে এই সময়ের মধ্যে ধারাবাহিক বিজেপি বিরোধী দলগুলোর কর্মসূচি করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে বলে গুঞ্জন। আবার কারোর কারোর দাবি, কংগ্রেস সূদীপ রায়ের পেয়ে উজ্জীবিত। এক্ষেত্রে সিপিএমকে আরও একটু এগিয়ে দিয়ে বিজেপি বিরোধী ভোট টানার রাস্তা করে দেওয়া হচ্ছে। তবে সবই পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল।

## গ্রেফতার

## গাঁজা মাফিয়া

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, জিরানিয়া, ১৬ ফেব্রুয়ারি।।** লক্ষাধিক টাকার গাঁজা-সহ এক যুবককে গ্রেফতার করলে পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম শচিন্দ্র দেববর্মা। তার বাড়ি জিরানিয়া থানার মানিকোং এলাকায়। বুধবার জিরানিয়ার এসডিপিও’র নেতৃত্বে এই অভিযান হয়। গাঁজা কারবারি শচীন্দ্রের বাড়িতে তল্লাশি করে পুলিশ পেয়ে যায় ১১৭ কিলো গাঁজা। তাকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ ঘরের খবর, শচিন্দ্র বর্মানি ধরেই নেশার ব্যবসায় জড়িত। তাকে গ্রেফতার করতে পুলিশের চেষ্টা চলছিল। এদিন হাতেনাতে তাকে ধরে ফেলে পুলিশ। শচীন্দ্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে পুলিশ গাঁজা কারবারির আরও বহু নাম পেয়ে যাবে বলে মনে করছে পুলিশই।

### নতুন আক্রান্ত ১০

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি।।** করোনা আক্রান্তের গ্রাফ নিচের দিকেই। বুধবার নতুন করে ১০জন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন। সক্রমগণের হার ৩৫ শতাংশ। স্বাস্থ্য দফতরের হিসেবে বুধবার ২৪ ঘন্টার ২ হাজার ৮৪০ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছিল। এদিকে রাজ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা করোনা আক্রান্তের সংখ্যা নেমে দাঁড়িয়েছে ১৪৭ জনে। সুস্থতার হার বেড়ে দাঁড়ালে ৯৮.৯৪ শতাংশ। এদিকে দেশে ২৪ ঘন্টার ৩০ হাজার ৬১৪জন নতুন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন। এই সময়ে মারা গেছেন ৫১৫জন পজিটিভ রোগী।

# মহানাম যজ্ঞানুষ্ঠান শুরু ১৮ই

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ ফেব্রুয়ারি।।** বিরাটমাগঞ্জ মধ্যবাজার কালীমন্দির প্রাঙ্গণে গোঁরাঙ্গ মহাপ্রভুর ৬১তম মহানাম যজ্ঞানুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৮৮ জনকে নিয়ে গঠিত হয়

কমিটি। কমিটির সভাপতি এবং সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে সুভাষদত্তএবংশ্যাম মানিক দেবনাথ। আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি ভাগবৎ পাঠের মধ্য দিয়ে শুরু হবে মহানাম যজ্ঞানুষ্ঠান। তিনদিনব্যাপী চলবে ভাগবৎ পাঠ।এরপর হবে লীলা

কীর্তন। ২৭ ফেব্রুয়ারি ভোরে নগর কীর্তনের মধ্য দিয়ে উৎসবের সমাপ্তি ঘটবে। ২৭ ফেব্রুয়ারি দুপুর ২টা থেকে ৫ পর্যন্ত মহাপ্রসাদ বিলি করা হবে। সব অংশের মানুষকে উৎসবে শামিল হওয়ার আহ্বান রেখেছে আয়োজক কমিটি।



শ্রম দফতরে ইন্টাকের তরফে ডেপুটেশন। অফিস লেন থেকে বুধবারের তোলা নিজস্ব চিত্র।

ক্রমিক সংখ্যা — ৪৩৮												
সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X ৩ ব্লকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে।												
সংখ্যা ৪৩৭ এর উত্তর												
6	4	৪	9	2	5	7	3	1				
3	1	5	৪	4	7	6	9	2				
2	7	9	1	6	3	৪	5	4				
9	2	1	7	5	6	4	৪	3				
5	৪	4	3	1	9	2	6	7				
7	3	6	2	৪	4	5	1	9				
4	9	2	6	3	৪	1	5	7				
1	6	7	5	9	2	3	4	৪				
৪	5	3	4	7	1	9	2	6				



**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি।।** রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে সাত্রমে স্বদলীয়দের হাতে মার খাওয়া অভিজিৎ কোণ্ড রাজ্যের অন্যতম ছাত্র সংগঠন এবিভিপি’র মুখে কোনও জবাব নেই। বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের এবিভিপি সম্পাদক প্রীতম পালকে ওই ঘটনায় সংগঠনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি কাঁতত কোনও জবাবই দিতে পারেননি। অথচ একই ছাত্র সংগঠন সুচর তামিলনাড়ুতে ধর্মান্তকরণের চাপে আত্মঘাতী ছাত্রীর বিচারে এই রাজ্যে ক্রমাগত আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। বুধবার এই ইস্যুতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কণ্ঠটকের এম

লাবণ্য আত্মহত্যার ঘটনায় সন্তু তদন্ত ও দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে আবার আওয়াজ তুলেছে রাজ্য এবিভিপি। একইভাবে গত কিছুদিন আগে রাজ্যের সাত্রমে প্রকাশ্য রাজপথে এবিভিপি’র সদস্য বলে দাবিদার অভিজিৎ দেব আক্রান্তের ঘটনায় সংগঠন এদিন কোনও জবাব দিতে পারেনি। সাধারণ সম্পাদক প্রীতম পালকে এই বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে প্রশ্ন করা হয় যে, অভিজিৎ দেব আক্রান্তের ঘটনায় সংগঠনের ভূমিকা কি? কিন্তু তার কোনও সুনির্দিষ্ট জবাব দিতে পারলেন না রাজ্যের শাসকদের অনুগামী ছাত্র সংগঠন এবিভিপি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে রীতিমতো প্রীতম পালকে এদিন

তোতলাতে দেখা গেছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তিনি যে বিষয়টা বলতে চাইছেন তা হলো ঘটনাটি আইনের বিচারাধীন। তাই ছাত্র সংগঠন এতে বিশেষ নজর দিতে রাজী নন। রাজ্য সম্পাদক এদিন জানান, সাত্রম মধুসূদন দত্ত স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ে যে রক্তদান শিবির নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধে সেই বিষয়ে সংগঠনের কাছে কোনও তথ্য ছিল না। তাই রক্তদান শিবির ভেঙে যাওয়া নিয়ে কোনও মন্তব্যই করতে রাজী নন সম্পাদক। পরবর্তী সময় অভিজিৎ দেব আক্রান্তের ঘটনায় সম্পাদকের বক্তব্য, বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষ। আদৌ এই ঘটনা হামলা না পাল্টা

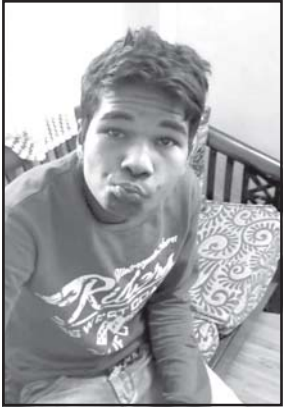
# মজুরি বৃদ্ধি চাইল ইন্টাক

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি।।** আইএনটিউসি প্রশংে সভাপতি বিপ্লব কুমার রায়ের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ৯ দফা দাবিকে সামনে রেখে শ্রম কমিশনারের উদ্দেশে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে— কৃষি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৭০০ টাকা করা, মোটর শ্রমিক-চা শ্রমিক সহ সর্বস্তরের শ্রমিকদের সরকারি সাহায্যে বাধ্যতামূলক ইস্যুরোধ করা, রাজ্য সরকারের শ্রম দফতর কর্তৃক নিয়মানুসারে দুই বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়া মেয়াদ উত্তীর্ণ বোর্ড কমিটিগুলো বাতিল করা, ইন্টাক সংগঠন সহ সহহারে প্রতিনিধি নিয়ে বোর্ড ও কমিটি গঠন করা, শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, রেগায় দলবাজি বন্ধ, চা শ্রমিকদের বিপিএল কাড় সহ পানীয় জল, কুটিরা জোতির সুব্যবস্থা করা, মোটর শ্রমিকদের অটো গাড়ির পারমিট দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং টিআইডিসি থেকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে দলবাজি বন্ধ করা, শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টা কাজ এবং অতিরিক্ত সময়ের জন্য ওভারটাইম প্রথা চালু করা ইত্যাদি। এসব দাবির প্রেক্ষিতে বিপ্লব কুমার রায় বলেন, এখন ট্রেড ইউনিয়নের উপর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ চলছে। তিনি আরও বলেন, উদারীকরণ, বিলম্বীকরণ, মুক্ত বাজার অর্থনীতি সর্বোপরি করোনাকালীন পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বিপন্ন শ্রমজীবী অংশের মানুষ। কাজ হারিয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। একদিকে করোনার আতঙ্ক, অন্যদিকে ক্ষুধার জ্বালায় শ্রমজীবী অংশের মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের ভূমিকা নৈতিবাক্য বললেন বিপ্লব রায়। ত্রিপুরায় সরকারি ব্যবস্থাপনায় কোনও কলকারখানা নেই, একটি মাত্র জুটমিল, তাও পরিচালনগত জটির ফলে সেটিও ধুকছে। বিপন্ন শ্রমিক কর্মচারীরা, বিভিন্ন অধিবেশিত সংস্থাগুলো মুত্য়া পথথায়ী। কর্মচারীদের নেই কোনও পেনশন, ভাতা হিসেবে যাও দেওয়া হয়, তাও বর্তমান বাজার মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য নয়। বিদ্যুৎ মাশুল থেকে শুরু করে সব বিষয়গুলোই তুলে ধরেছেন তিনি। সামগ্রিকভাবে ত্রিপুরা শ্রমিক কর্মচারীদের আর্থ সামাজিক বঞ্চনার অবসানে আইএনটিইউসি যে দাবি উত্থাপন করেছে সেগুলো পূরণের দাবি রাখা হয়। বিপ্লব কুমার রায় আশাবাদী, সংশ্লিষ্ট ফতর এবং সরকার এই বিষয়গুলো নিয়ে আন্তরিক হবে। সব মিলিয়ে বলা যায়, এক নতুন ভাবনায় আইএনটিইউসি তাদের কর্মোদ্যোগ শুরু করলো।

# বহিরা্জ্যের নেশামুক্তি কেন্দ্র

# থেকে নিখোঁজ রাজ্যের যুবক

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি।।** বহিরা্জ্যের নেশামুক্তি কেন্দ্র থেকে রহস্যজনকভাবে উদ্ধার রাজ্যের এক যুবক। দু’মাস ধরে নিখোঁজ থাকলেও কোনও রকমের সাহায্য না পেয়ে হতশ্র হয়ে পড়েছেন নিখোঁজ যুবকের মা-বাবা। তার নাম কিষান দাস (১৮)। বাড়ি শহরতলির পূর্ব চাঁনমারি এলাকায়। কিষান নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছিল। প্রত্যেকদিনই নেশার কেঁটা খেয়ে বাড়িতে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করতো। শেষ পর্যন্ত তাকে শিলচরের একটি নেশামুক্তি কেন্দ্রে ভর্তি করান তার মা-বাবা। দুই মাস আগে খবর পান নেশামুক্তি কেন্দ্র থেকে নিখোঁজ হয়ে গেছে কিষান। নেশামুক্তি এলাকার এক মহিলাই নিয়ে তাদের কিছু করার নেই। এদিকে



নিখোঁজ যুবকের বাবার দাবি, তার ছেলেকে হয়তো-বা কোথাও বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে অন্তত কাজও হয়ে থাকতে পারে। শিলচরে নেশামুক্তি কেন্দ্রে চাঁনমারি এলাকার এক মহিলাই নিয়ে গিয়েছিলেন। এখন ওই মহিলাও

ছেলেকে খুঁজে বার করতে দায়িত্ব নেন না। নেশামুক্তি কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের দাবি কিষান পালিয়ে গেছে। তারা শিলচরের থানায়ও গিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ থেকে সাহায্য না পেয়ে শেষ পর্যন্ত রাজ্যে ফিরে প্রশাসনের সাহায্য চাইছেন। বুধবার সাংবাদিকদের সামনেও নেশামুক্তি কেন্দ্র থেকে নিখোঁজ কিষানের উদ্ধারের সাহায্য চাইলেন তার মা-বাবা। প্রসঙ্গত, নেশায় আসক্ত হয়ে এই ধরনের কেন্দ্রে ভর্তি হওয়ার সংখ্যা বাড়ছে। রাজ্যেও নেশামুক্তি কেন্দ্রগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠে। ত্রিপুরা থেকে অনেকেই শিলচরের নেশামুক্তি কেন্দ্রে ভর্তি হন। কিন্তু এখন ওই নেশামুক্তি কেন্দ্র থেকে রাজ্যের এই যুবক রহজাজনকভাবে নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।



# হিন্দুদেরও হিজাব বাধ্যতামূলক বাংলাদেশের মেডিক্যাল কলেজে

মাছুম বিল্লাহ, ঢাকা, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। কর্ণটিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাব নিষিদ্ধেও ঘটনা নিয়ে বিশ্বভূড়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার মধ্যে বাংলাদেশের একটি মেডিক্যাল কলেজে ঘটনা সামনে এসেছে। যেখানে হিন্দু মেয়েদেরও বাধ্যতামূলক হিজাব পড়তে হয়। পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত লাগোয়া যশোরে আ-মুসলিম স্কিনা মেডিক্যাল কলেজে অ-মুসলিম শিক্ষার্থীদেরকেও বাধ্যতামূলক হিজাব পরতে হয়। ড্রেস কোড হিসেবে হিজাবকে বেছে নেওয়ায় সব ধর্মের শিক্ষার্থীরা তা পরতে বাধ্য হচ্ছেন। **ভর্তির সময়েই হিজাব পরার বিষয়ে লিখিত ‘সম্মতি’ নেয় কলেজ কর্তৃপক্ষ।** তবে কর্তৃপক্ষ একে হিজাব না বলে প্রতিষ্ঠানের ‘ড্রেস কোড’ হিসাবে দেখাচ্ছে। এই কলেজের হিন্দু ধর্মাবলম্বী এক শিক্ষার্থী জানান, তাদেরও হিজাব পরেই ক্যাম্পাসে যেতে হয়। কারণ আমাদের ভর্তির সময় স্বাক্ষর করে নেওয়া হয়েছিল যেন ড্রেস কোড মেনে চলি। এজন্য চাইলেও আমাদের প্রতিবাদ করার সুযোগ নেই। মেডিক্যাল কলেজ



কর্তৃপক্ষ বলছে, এটি তাদের প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত। সবাই এটি মেনে নিয়েই সেখানে পড়াশোনা করছে। তবে এমন সিদ্ধান্ত কোনো প্রতিষ্ঠান নিতে পারবে না বলে বাংলাদেশের উচ্চ আদালতের নির্দেশনা রয়েছে। ২০১০ সালের ৪ অক্টোবর হাইকোর্ট এক রায়ে বলেছে, বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে কোনো ব্যক্তিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্মীয় পোশাক পরতে বাধ্য করা যাবে না। তবে উচ্চ

আদালতের এই রায়ের পরের বছর যাত্রা শুরু করা যশোরের আদ-দ্বীন স্কিনা মেডিক্যাল কলেজ আদালতের আদেশ মানছেন। সেখানে মুসলিম মেয়েদের পাশাপাশি অ-মুসলিম শিক্ষার্থীদেরও হিজাব পরতে বাধ্য করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানের একাধিক শিক্ষার্থী। আরেক হিন্দু শিক্ষার্থী জানান, ২০২০ সালে তাদের এক সহপাঠীর একটি আপত্তিকর ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে

ছড়িয়ে দেওয়া হয়। পরে মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ সেই ছাত্রীর পাশে না দাঁড়িয়ে তার বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেয়। এক বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয় তাকে। **হিন্দু শিক্ষার্থীটি বলেন, ‘আসলে আমাদের কিছু বলার সুযোগ নেই। ভগ্নের মধ্যে থাকতে হয়। তাই আমরা কোনো ধরনের প্রতিবাদ করি না।** বাবা-মা টাকা খরচ করে এখানে ভর্তি করে। ফলে অনেক কিছুই মেনে নিতে হয় আমাদের।’ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির

## আহত যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। কল্যাণপুরে যান দুর্ঘটনায় আহত হলেন ২৭ বছরের প্রসেনজিৎ দাস। আহত যুবককে প্রথমে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে তাকে রেফার করা হয় খোয়াই জেলা হাসপাতালে। কল্যাণপুর থানাধীন ঘিলাতলি এলাকায় দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এতে প্রসেনজিৎ দাস আহত হন। তার বাড়ি ঘিলাতলি মণিপুরী বসতিতে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। তারা আহত যুবককে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে আসেন। কল্যাণপুরে প্রতিনিয়ত এই ধরনের ঘটনা লেগেই আছে। তাই সাধারণ নাগরিকরা খুইই উদ্বিগ্ন।

## রেলস্টেশন পরিদর্শনে ডিআরএম

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। বুধবার ধর্মনগর রেলস্টেশন পরিদর্শন করেন উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের ডিআরএম জে কে লাখরা। আগরতলা থেকে শিলচরগামী ট্রেন পানিসাগর অথবা পৌঁচারথলে দাঁড়ায না। তাই সেখানকার যাত্রীদের সেই ট্রেন ধরতে ধর্মনগর আসতে হয়। পানিসাগর কিংবা পৌঁচারথলে ট্রেন থামার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা এই প্রশ্নের জবাবে জে কে লাখরা জানান, দফতর তা খতিয়ে দেখবে। ওভারব্রিজ নির্মাণ নিয়েও তিনি বলেন, অর্ধেক টাকা রাজা সরকার বহন করবে বাকি টাকা দেবে রেল দফতর। ধর্মনগর থেকে শিলচর যাত্রীবাহী ট্রেন চালু হবে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, যেহেতু ধর্মনগরে যাত্রীর সংখ্যা বেশি থাকে তা চালু করা যেতে পারে। এদিন ধর্মনগর স্টেশনে এসে তিনি বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখেছেন। কথা বলেছেন রেল দফতরের আধিকারিকদের সাথে। কিভাবে যাত্রী পরিষেবা আরও উন্নত করা যায় সেই বিষয়গুলিতে তারা গুরুত্ব দিচ্ছেন বলে আধিকারিক জানান।

## চোলাই মদের ঠেক গুঁড়িয়ে দিল পুলিশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। ইদানীংকালে উত্তর জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন নেশা সামগ্রী-সহ পাচারকারী ও গবাদি পশু ধরপাকড়



করতে সক্ষম হয়েছে রাজা পুলিশ ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা। মূলত উত্তর জেলাকে করিডোর করে বিভিন্ন নেশা সামগ্রী বহিরাঁজা থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রবেশ

করছে ও বেরিয়ে যাচ্ছে বলে বারংবার অভিযোগ উঠছে। উত্তর জেলার কিছু মাদক কারবারি নেশা সামগ্রী রাজ্যে আদান-প্রদানের ফ্লাইং ব্যবসা করছে বলেও সূত্রের খবর।

ঠেক ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয় ধর্মনগর থানার পুলিশ। সাথে ধর্মনগর থানার সাব ইনসপেকটর অর্পণ সাহার নেতৃত্বে ৩০ হাজার টাকার চোলাই মদও উদ্ধার করা হয়। আটক করা হয় রাকেশ নাথ নামে এক চোলাই মদ ব্যবসায়ীকে। বুধবার সকালে সকল আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ধর্মনগর জেলা আদালতে তোলা হয় মাদক ব্যবসায়ী রাকেশকে। ধর্মনগর থানার পুলিশ জানিয়েছে, ভবিষ্যতেও এ ধরণের নেশা বিরোধী অভিযান জারি থাকবে। তবে এদিনের চোলাই মদ বিরোধী অভিযানে ধর্মনগর থানার পুলিশের সাথে গোয়েন্দা পুলিশ কর্মীরাও সঙ্গ দিয়েছিলেন বলেও প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে।

কর্তৃপক্ষ বলছে, এটি তাদের প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত। সবাই এটি মেনে নিয়েই সেখানে পড়াশোনা করছে। তবে এমন সিদ্ধান্ত কোনো প্রতিষ্ঠান নিতে পারবে না বলে বাংলাদেশের উচ্চ আদালতের নির্দেশনা রয়েছে। ২০১০ সালের ৪ অক্টোবর হাইকোর্ট এক রায়ে বলেছে, বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে কোনো ব্যক্তিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্মীয় পোশাক পরতে বাধ্য করা যাবে না। তবে উচ্চ

প্রশাসনিক কর্মকর্তা সুরত বসাকও এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘২০১১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই নিয়ম চালু রয়েছে। প্রতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্তের কারণে।’ হাইকোর্টের রায়ের পরও এ ধরনের আদেশ কীভাবে জারি করা হয়- জানতে চাইলে তিনি কোনো জবাব না দিয়ে কলেজ অধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেন। কলেজের চিকিৎসক সালাহউদ্দিন খান বলেন, ‘এটা কলেজের ড্রেস কোড। এটাকে হিজাব বলা ঠিক হবে না। অন্য ধর্মের সবাই এই ড্রেস কোড মেনেই ক্লাস করছে। কেউ আপত্তি করেনি।’ আদ-দ্বীন স্কিনা মেডিক্যাল কলেজে হিজাব বাধ্যতামূলক করার বিষয়টি জানানো বাংলাদেশের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. এ কে এম আহসান হাবীব বলেন, সংবাদমাধ্যমের দ্বারা আমরা এমনটা জানতে পেরেছি। আমরা বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখব এবং এ ধরনের অভিযোগ পেলে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

## গন্ডাছড়া বাজারে

## দ্বিতল মার্কেট

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। গন্ডাছড়া বাজারে দ্বিতল বিশিষ্ট মার্কেট স্টল নির্মাণের জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। বুধবার প্রস্তাবিত জায়গা মাপজোক করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন গন্ডাছড়া মার্কেট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রমেন্দ্র রায়, সভাপতি সীতানাথ সাহা, সমাজসেবী গোপাল সরকার প্রমুখ। বাজার কমিটির সভাপতি জানান, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে দ্বিতল বিশিষ্ট মার্কেট নির্মাণের কাজ শুরু হবে। বিল্ডিং-এর উপরতলায় থাকবে ১৬’০১ স্টল। আর নিচের তলায় থাকবে মাছ ও মাংসের বাজার। প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে মার্কেটটি নির্মাণ করা হবে। উল্লেখ্য, গন্ডাছড়া মহকুমা হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর থেকে ব্যবসায়ীরা দ্বিতল বিশিষ্ট আধুনিকমানের মার্কেট নির্মাণের জন্য দাবি জানিয়ে আসছিলেন। কিন্তু বাম জমানায় তাদের দাবি পূরণ হয়নি। এখন মার্কেট নির্মাণের প্রস্তুতি শুরু হওয়ায় ব্যবসায়ীরা খুশি।

CORRIGENDUM	
Last Date and Time of dropping of tender for PNIT No. EE-IED/AMB/34/2021-22, date: 28/01/2022 circulated vide Memo No. F.16(6)/EE-IED/AMB/2021-22/4811-50, date: 28/01/2022 is postponed on 18/02/2022 at 12.00 Hrs. The date and time of opening of the same PNIT is re-scheduled on 18/02/2022 at 12.30 Hrs.	
Other terms and condition of the PNIT will remain unchanged.	
Sd/- Illegible Executive Engineer (E) I.E. Division, PWD (B) Ambassa, Dhalai, Tripura	
ICA/C-3755-22	

Notice Inviting Tender	
Notice Inviting Tender in plain paper is hereby invited for "RATE FOR HIRING OF SWARM MAZDA 32-SEATER BUS (DIESEL) / (CNG) VEHICLE INCLUDING DRIVER, FUEL, LUBRICANT AND RELATED EXPENDITURE FOR THE DEPARTMENT OF COMMUNITY MEDICINE, AGARTALA GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE & G.B.P. HOSPITAL, AGARTALA." subject to certain terms & conditions vide file No.F.2(19)-AGMC/S & P/2019-2020(IV).	
Last date of submission of offer to the Principal, Agartala Government Medical College & G.B.P. Hospital, Agartala on or before 4:00 pm of 06/03/2022 by Speed post/courier/ registered post only.	
The Terms & conditions for the same may be collected free of cost from <a href="http://www.agmc.nic.in">www.agmc.nic.in</a> . A.G.M.C. Agartala. prior to the last date of submission of the NIT.	
Sd/- Illegible Medical Superintendent & Head of Department A.G.M.C. & G.B.P. Hospital, Agartala.	
ICA-C-3736-22	

NOTICE	
Time period for application from all in-Service eligible Medical Officers those who have completed their MC/NMC recognized post Graduate Course (MD/MS/DNB) COURSE FROM ANY MC/NMC recognized Institutions & now working under Health & Family welfare Department, Government of Tripura along with relevant Documents/Certificates, experience & Service Certificate if any through proper channel to the Directorate of Medical Education, Government of Tripura for absorption from a Tripura Health Service to Tripura Medical Education (Administration & Faculty) service conditions (2 <sup>nd</sup> Amendment) Rules 2021 to the Post of Basic Teachers (SR/ Registrar/Tutor) at AGMC is extended up to 5 p.m. 28 <sup>th</sup> February 2022. This is issued in continuation with earlier notification No F.13 (6)-DME/Absorption of Basic Teacher/2022/870 Dated 11 <sup>th</sup> February 2022.	
Sd/- Illegible (Prof.Chinnmoy Biswas) Director of Medical Education Government of Tripura	
ICA/D-1806-22	

## রাবার চুরির অভিযোগে আটক যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। রাতের আঁধারে উত্তর জেলার রাজনগর আনন্দবাজার রাবার প্রডিউসার্স সোসাইটির গোদামের গ্রীল ভেঙে পাঁচ লক্ষাধিক টাকার রাবার শিট চুরির ঘটনায় আটক এক কুখ্যাত চোর। ধৃতের নাম রাজিবুল আলম। উদ্ধার চুরি যাওয়া ৩০ কেজি রাবার শিট। ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল ১৮ জানুয়ারি। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত ১৮ জানুয়ারি গভীর রাতে ধর্মনগর থানাধীন যুবরাজনগর বিধানসভার রাজনগর আনন্দবাজার রাবার প্রডিউসার্স সোসাইটির গোদামে চোরের দল হানা দেয়। সোসাইটির গোদামের গ্রীল কেটে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ টাকার রাবার শিট নিয়ে যায় চোরের দল। ঘটনার খবর পেয়ে ধর্মনগর থানার পুলিশ অকুস্থলে পৌঁছে একটি চুরির মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে। প্রাথমিক তদন্তেই পুলিশের হাতে লেগে যায় সিনি ক্যামেরার ফুটেজ। যার সূত্র ধরে ধর্মনগর থানার এস আই দয়াল চাকমার নেতৃত্বে মঙ্গলবার মারগাতে কুর্তি-কমতলা এলাকা থেকে উক্ত চুরি কাণ্ডে জড়িত এক কুখ্যাত চোরকে জালে তুলতে সক্ষম হয়। ধৃতের নাম রাজিবুল আলম বলে জানিয়েছে পুলিশ। বাড়ি চুরাইবাড়ি থানাধীন শিমুলটিলা এলাকায়। সাথে উদ্ধার করা হয় ৩০ কেজি রাবার শিট। পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত রাজিবুল অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য পুলিশকে জানিয়েছে। ইতিমধ্যেই পুলিশ এই রাবার চুরি কাণ্ডে জড়িত আরও কয়েকজনকে জালে তুলতে পারে বলেও জানা গেছে। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা বাকি রাবার শিটগুলি অসমে মজুত রয়েছে। বুধবার পুলিশ রিমান্ড চেয়ে ধৃতকে জেলা আদালতে সোপর্ন করেছে ধর্মনগর থানার পুলিশ। পুলিশ এই ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর সাংবাদিকদের জানিয়েছিল, রাবার চুরি কাণ্ডের তদন্ত চলছে। কিছুদিনের মধ্যেই চুরি কাণ্ডে জড়িতদের গ্রেফতার করা হবে। কথা অনুযায়ী পুলিশ এই চোর চক্রের মূল পাশ্চাকে ১ মাসের মধ্যেই গ্রেফতার করে সাফল্য অর্জন করলে।

## শিক্ষক স্বল্পতায় ব্যাহত পঠনপাঠন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের স্কুলগুলি একাধিক সমস্যায় জর্জরিত। বিশেষ করে শিক্ষক স্বল্পতা চরম আকার ধারণ করেছে। যার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের পঠনপাঠন প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটছে। দীর্ঘদিন ধরে ইংরেজি শিক্ষকের সংকটে ভুগছে কুমারিয়া কুচা দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়টি। দীর্ঘ প্রায় তিন বছর ধরে স্কুলটিতে ইংরেজি শিক্ষকের সংকট রয়েছে। একজন টেট শিক্ষক ছিলেন যিনি স্কুলটিতে নবম এবং দশম শ্রেণির ইংরেজি পড়াতেন। দীর্ঘ প্রায় এক মাস ধরে সেই শিক্ষককেও ডেপুটেশনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সিপাহিজলা জেলাশাসক অফিসে। করোনো সংক্রান্ত বিষয়ে ডেপুটেশনে নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। যার ফলে সমস্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে স্কুলটিতে। ইংরেজি পঠনপাঠন হচ্ছে না একমাস ধরে এমনটাই অভিযোগ নবম এবং দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক-অভিভাবিকাদের। ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরেজি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যদিও এখন করোনার প্রকোপ কমেছে। এরপরেও শুণ্ড শুণ্ড জেলাশাসক অফিসে ডেপুটেশন রেখে কি লাভ শিক্ষকদের এমনটাই প্রশ্ন অভিভাবকদের। স্কুলটিতে মর্নিং এবং নুন শিফট মিলিয়ে ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে ২৯৪ জন। ইংরেজি শিক্ষকের সংকট দীর্ঘদিন ধরেই। এছাড়াও বিষয় শিক্ষক এবং গ্রাজুয়েট শিক্ষকের সংকট রয়েছে বলে স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা জানিয়েছেন। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষিকা জুলি দেববর্মী স্বীকার করেছেন স্কুলে ইংরেজি শিক্ষকের সংকটের কথা। যিনি ইংরেজি পড়াতেন উনাকেও ডেপুটেশনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যার ফলে ইংরেজি শিক্ষক সংকটে নাজেহাল ছাত্র-ছাত্রীরা। এখন দেখার বিষয়, খবর প্রকাশিত হওয়ার পর ইংরেজি শিক্ষক-সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণে শিক্ষা দফতর কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

## পাচারকালে আটক সিলিভার বোঝাই গাড়ি



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। বাকপথে গ্যাসের সিলিভার পাচারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালে মহকুমাজুড়ে। একাংশে মাফিয়া চক্রের সক্রিয়তার দরুণ এ ধরনের ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানাধীন মহারানিপুর সংলগ্ন একটি পরিভ্রাজ্জ ইটভাটা এলাকায় একটি ছয় চাকার লরি থেকে মঙ্গলবার রাতের অন্ধকারে গ্যাস সিলিভার পাচার করার খবর আসে তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ অধিকারিকের নিকট। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক-সহ তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী। পুলিশ শিকারের উপস্থিতি টের পেয়ে ঘটনাস্থলে লরি ও গ্যাস সিলিভারগুলি ফেলে পালিয়ে যাত্রা লরি চালক। পরবর্তীতে পুলিশ সিলিভার বোঝাই গাড়িটিকে থানায় নিয়ে আসে। বুধবার সকাল নাগাদ খবর দেওয়া হয় গাড়ির মালিক-সহ গ্যাস এজেন্সি কর্তৃপক্ষকে। খবর পেয়ে ছুটে আসে লরির মালিক পক্ষ। পুলিশের সঙ্গে কথাবার্তা বলে গাড়িটিকে নিয়ে যায়। জানা যায়, গাড়িটি আগরতলা থেকে কোন এক গ্যাস এজেন্সির গ্যাস সিলিভার বোঝাই করে খোয়াইয়ের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া ছিল। অন্যদিকে এ খবর চাউর হতেই জনমনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।

## পানিসাগরে কৃষক সভার ডেপুটেশন



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, পানিসাগর, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের টালমটাল রাজনৈতিক আবহে প্রধান বিরোধী দল সিপিআইএম এবং তার বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন সমূহ তাদের তৎপরতা জোরদার করেছে। সাত্রম থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিন বিভিন্ন ইস্যুতে বামেদের ময়দান কাপাতে দেখা যায়। পানিসাগর মহকুমাও ব্যতিক্রম নয়। বুধবার দুপুর সাড়ে ১২ টায় সারা ভারত কৃষক সভার পানিসাগর মহকুমা কমিটির পাঁচ সদস্যক প্রতিনিধি দল ১০ দফা দাবি পূরণের নিমিত্তে পানিসাগরস্থিত কৃষি সুপার বরাবর এক ডেপুটেশন প্রদান করেন। দাবিগুলি হচ্ছে— সাম্প্রতিককালের অকাল বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক পরিবারগুলিকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে

হবে, কৃষি সেক্টর অফিসের নতুন বিল্ডিং ঘরের উদ্‌বোধন করে অতিসত্ত্বর অফিসের কাজ চালু করতে হবে, যে সমস্ত এলাকায় এগ্রি-স্টোর অফিস নেই সেই সমস্ত এলাকায় এগ্রি-স্টোর অফিস চালু করতে হবে, সরকারিভাবে সার ও কীটনাশকের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে হবে, এসআরআই পদ্ধতিতে ধান চাষ পুনরায় চালু করতে হবে এবং পুরোনো ভর্তুকি চালু করতে হবে, জলসেচের সমস্ত আধারগুলিকে সচল ও চালু করতে হবে, ধান রোপণ, ধান ক্ষেত বাছাই ও ধান কাটা-সহ কৃষি জাতীয় কাজের জন্য রোগা প্রকল্প চালু করতে হবে, ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের ১২৫তম সংশোধনী বিলটি অবিলম্বে সংসদে পাশ করতে হবে, ককবরক ভাষাকে সংবিধানের ৮ম

তপশিলে যুক্ত করতে হবে, কৃষি দফতরের উদ্যান বিভাগে প্রয়োজনীয় আধিকারিক ও কর্মী নিয়োগ করতে হবে, বন্য পশুর উৎপাত থেকে জুমের ফসল রক্ষা করতে বন দফতরকে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে এবং সমস্ত জুমিরা কৃষককে এককালীন আর্থিক সহায়তা রাশি প্রদান করতে হবে। কৃষি সুপার দাবিগুলির গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা স্বীকার পূর্বক তিনি এজিয়ারভুক্ত দাবিসমূহ পূরণ এবং অপরাগর দাবিগুলি সংশ্লিষ্ট দফতরে পাঠিয়ে দেবেন বলে প্রতিনিধি দলকে আশ্বস্ত করেন। আজকের প্রতিনিধি ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কৃষক সভার পানিসাগর মহকুমা সম্পাদক শীতল দাস, সুভাষ চন্দ্র নাথ, সহদেব দাস, শংকর লাল দাস, ও চিন্ময় দেব প্রমুখ।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/62/2021-22 dated 15/02/2022				
The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala : West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking /enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class for internal electrification works registered with PWD Tripura/ TTAD/C/ MES/ CPWD/ Railway/ Other State PWD having valid electrical contractor license issued by Tripura Electrical Licensing Board up to 3.00 P.M. on 02/03/2022				
Sl. No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNleT No.EE-IED/AGT/137/2021-22	Rs. 1,909,360.00	Rs. 19,094.00	90 (ninety) days
Last date and time for document downloading and bidding is on 02/03/2022 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 02/03/2022, if possible. For more details kindly visit: <a href="https://tripuratenders.gov.in">https://tripuratenders.gov.in</a>				
Note: <b>"NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER"</b> For and on behalf of the Governor of Tripura  Sd/- Illegible (DHRUBAPA DEBNATH) Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD (Buildings), Agartala, West Tripura				
ICA/C-3749-22				



# হিজাবে পড়ুয়াদের প্রবেশ নিষেধ কর্ণাটকের বহু সরকারি কলেজে



কর্ণাটকের চিকমাগালুরে কলেজে হিজাব পড়ে প্রবেশ না দেওয়ায় বহু পড়ুয়া ফিরে যাচ্ছেন।

ব্যাঙ্গালুরু, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। হিজাব-বিতর্ক নিয়ে আদালতে চলেছে মামলা। আপাতত কর্ণাটকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাব-সহ ‘ধর্মীয়’ পোশাক পরে যাওয়া যাবে না বলে অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। বুধবার তার মধোই কর্ণাটকের আর এক সরকারি কলেজে গুরং হল ‘হিজাব আন্দোলন’। সকালে হিজাব ও বোরখা পরে উত্তর কর্ণাটকের বিজয়পুরার পিইউ কলেজে উপস্থিত হন কয়েক জন ছাত্রী। যদিও তাঁদের ক্লাস করতে দেওয়া হয়নি। এর পরেই শিক্ষক ও ছাত্রীদের মধ্যে

উত্তপ্ত বাদনুবাদের একাধিক ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে নেটমাধ্যমে। কলেজ কর্তৃপক্ষের যুক্তি, তাঁরা কেবল আদালতের অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ পালন করছেন। অন্য দিকে, ওই ছাত্রীদের দাবি, তাঁরা কী পোশাক পরবেন, সেটা তাঁদের ব্যক্তিগত পছন্দ ও অধিকারের বিষয়। তা ছাড়া তাঁরা আগেও হিজাব ও বোরখা পরেই ক্লাস করেছেন। এই পোশাক যে পরে আসা যাবে না, এ নিয়ে কলেজ কোনও নির্দেশিকা দেয়নি। এ নিয়েই কলেজের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের সঙ্গে বিতণ্ডায় জড়ান ছাত্রীরা। পরে

শ্রেণিকক্ষের পাশে একটি জায়গায় তাঁদের বোরখা ও হিজাব খুলে আসার জন্য বলা হয়। ছাত্রীরা তাতে রাজি হননি। তার আগে কলেজের প্রবেশপথেই হিজাব পরিত্যাগ ছাত্রীদের আটকান অধ্যক্ষ। তবে তাঁরা জোর করেই কলেজে ঢোকেন। ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয় তাঁদের। তার পরেই যোরালো হয় পরিস্থিতি। ছাত্রীরা স্লোগান তোলেন, ‘আমরা বিচার চাই’। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে এই প্রতিবাদ। প্রসঙ্গত, কর্ণাটকে হিজাব-বিতর্কের সূত্রপাত গত ডিসেম্বরে। উদুপি়র এক সরকারি

কলেজে হিজাব নিষিদ্ধের বিরুদ্ধে সরব হন ছয় ছাত্রী। ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ে এই আন্দোলন। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে, রাজ্যের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকার। এর পর হস্তক্ষেপ করে আদালত। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি কর্ণাটক হাইকোর্ট অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশে জানায়, আপাতত কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাব বা অন্য কোনও ধর্মীয় পোশাক পরে যাওয়া যাবে না। এ নিয়ে একগুচ্ছ মামলা চলছে আদালতে। তার মধ্যে ফের উত্তপ্ত কর্ণাটক।

## শোকের ছায়া বাংলাদেশে

মাছুম বিল্লাহ, ঢাকা, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। বাংলা আধুনিক গানের স্বর্ণযুগের শিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও প্রখ্যাত শিল্পী ও সুরকার বাপি লাহিড়ীর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে বাংলাদেশে ও। দুই বাঙালী সংগীত শিল্পীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গণভবন ভবন ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় প্রেস উইয়ের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার ও বুধবার পাঠানো শোকবার্তায় এ শোক প্রকাশ করা হয়। বার্তায় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী দুই শিল্পীর আত্মার শান্তি কামনা করেন। একই সঙ্গে তারা শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে মঙ্গলবার এক শোকবার্তায় শেখ হাসিনা বলেন, উপমহাদেশে গানের মুক্তা হুড়ানোর পাশাপাশি মহান মুক্তিযুদ্ধে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বাপি লাহিড়ীর মৃত্যুতে এক শোকবার্তায় শেখ হাসিনা প্রয়াত শিল্পীর আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

## এফআইআর দায়ের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার বিরুদ্ধে

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর উদ্দেশ্যে কুর্গচিকর মন্তব্যের অভিযোগে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হল। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৪ ও ৫০৫(২) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে। তেলঙ্গানা কংগ্রেসের দাবি, গ্রেফতার করা হোক হিমন্তকে। ঠিক কী বলেছিলেন হিমন্ত? পাকিস্তানের মাটিতে সত্যিই সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হয়েছিল কিনা তা জানতে চেয়েছিলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী। সেই প্রসঙ্গে হিমন্ত রাহুলকে কটাক্ষ করে এক জনসভায় প্রশ্ন করেছিলেন, “আমরা কি জানতে চেয়েছি রাজীব গান্ধী সত্যিই আপনার বাবা কিনা?” তাঁর এহেন মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই প্রবল ক্ষুব্ধ হয় কংগ্রেস। পোড়ানো হয় হিমন্ত’র কুশপুতুলও। এবার দায়ের হল এফআইআর। উত্তরাখণ্ডের এক জনসভায় অসমের মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, “আমাদের সেনা জওয়ানারা শত্রু অঞ্চলে কোনও অভিযানে যাওয়ার এক মাস আগে থেকে পরিকল্পনা করে ফেলে। এবং এই কৌশলী পদক্ষেপগুলির বিষয়ে পরে



সাংবাদিক বৈঠক করে জানানো হয়। আমরা সেই সময়ই এবিষয়ে জানতে পারি। এখন, কেউ যখন এসবের প্রমাণ চান বুঝতে পারি সেনা জওয়ানারা তাতে কতটা যত্নগা পেতে পারেন তা শুনে।” এখানেই শেষ নয়। পরের দিন আরেক জনসভায় ফের রাহুলকে আক্রমণ করেছিলেন হিমন্ত। সংসদে বিজেপিকে যেভাবে রাহুল আক্রমণ করে চলেছেন, সেবিষয়ে বলতে গিয়ে জিন্নার প্রসঙ্গ তোলেন বিজেপি নেতা। তাঁর কথায়, “জিন্নার ভূত গুঁর শরীরে ঢুকে

পড়েছে।” এই বিষয়ে খড়গহস্ত তেলেঙ্গানা কংগ্রেস। তাদের বক্তব্য, হিমন্ত’র ওই মন্তব্য গান্ধী পরিবার কিংবা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নয়, তা মাদৃত্বের প্রতি অপমান। এদিকে তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও আগেই দাবি তুলেছেন, রাহুল সম্পর্কে এই ধরনের কথা বলার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উচিত অসমের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৭৯ (দেপেরোয়া গাড়ি চালানো) ও ৩০৪এ (অবহেলার কারণে মৃত্যু) ধারায় মামলা রঞ্জু

# কেন স্বর্ণের হার পছন্দ করতেন বাপ্পি লাহিড়ী? শেখকৃত্য সন্ধ্যা’র

মুম্বাই, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। গলায় লম্বা সোনার হার। একথানা নয়, একাধিক। চোখে রঙিন চশমা। লম্বা চুল। মুখে হাসি। বাপি লাহিড়ী মানেই একেবারে ইউনিক স্টাইল। হিন্দি ছায়াছবির গানে যেমন নিজের ঘরানা তৈরি করেছিলেন, সুরের সেই সিগন্যারের মতো নিজের স্টাইলেও এনেছিলেন স্বাতন্ত্র্য। এলভিস প্রেসলি বললেই যেমন চোখের সামনে ভাসে সোনার ক্রস, কিংবা মাইকেল জ্যাকসন বলতেই ফুটে ওঠে বাহারি সানস্লাসের ছবি- তেমনই বাপি লাহিড়ী মানেই সোনার হারের বাহার। তাঁর এই সোনার হার পরা নিয়ে কম রসিকতা হয়নি। দিওয়ালির দিন শোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরে বেড়িয়েছে বাপি লাহিড়ীর ছবি। একবার তো অভিনেতা রাজকুমার মজা করে বলেছিলেন, বাপি লাহিড়ী এত এত গয়না পরেন, যে, খালি মঙ্গলপুর পরাইই যা বাকি! এইসব কথা তিনি যে জানতেন না, তা নয়! বিলকুল জানতেন। একবার বলেছিলেন একবার তে। অভিনেতা, এ নিয়ে যে অনেকেই মজা-ঠাট্টা করে সে জানতে আর তাঁর বাকি নেই। কিন্তু তা বলে এই সোনার চেন খুলে রাখতে তিনি রাজি নন। কেননা, এগুলোই তাঁর পরিচয়, ঠিক যেমন তাঁর সুরই তাঁর পরিচয়। কেন সোনার হারকেই নিজের

● এরপর দুইয়ের পাভায়



কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। গান স্যানুটে চিরবিদায় জানানো হল কিংবদন্তি সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে। চোখের জলে কিংবদন্তি সংগীতশিল্পীকে বিদায় জানানলেন অনুরাগীরা। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ৯০ বছরের কিংবদন্তি শিল্পীর প্রয়াণের খবর টুইট করে জানিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ শান্তনু সেন। বার্ষিকাজনিত অসুখে ভুগছিলেন প্রবীণ সংগীতশিল্পী। এর মধ্যেই পড়ে গিয়েছিলেন বাড়িতে। ফিমার বোন ভেঙে গিয়েছিল তাঁর। গত ২৭ জানুয়ারি নবতিপূর শিল্পীকে গ্রিন করিডর করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এসএসকেএম হাসপাতালে। সেখানে কোভিড রিপোর্ট পজিটিভ আসায় দ্রুত তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় অ্যাপোলো হাসপাতালে। মাঝে গীতশ্রীর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছিল। চিকিৎসায় সাড়াও দিচ্ছিলেন। সেই কারণেই তাঁর ফিমার বোনের অস্ত্রোপচার করেন চিকিৎসকরা। অস্ত্রোপচার সফলও হয়েছিল। কিন্তু মঙ্গলবার অ্যাপোলো হাসপাতালের তরফে মেডিক্যাল বুলেটিনে জানানো হয়, গীতশ্রীর শারীরিক পরিস্থিতি রীতিমতো উদ্বেগজনক। তাঁর রক্তচাপ কমে যায়। যে কারণে ভেনোপ্রেশার সাপোর্টে রাখা হয়েছিল কিংবদন্তি সংগীতশিল্পীকে। তবে শেষরক্ষা হয়নি। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে বাংলার স্বর্ণযুগের সংগীতের এক যুগের অবসান হল। মঙ্গলবার রাতে পিস ওয়ার্ল্ডে রাখা ছিল গীতশ্রীর দেহ। বুধবার বেলা ১২ টা থেকে ৫ টা পর্যন্ত শিল্পীর নশ্বর দেহ রবীন্দ্রসদনে রাখা ছিল। সেখানে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান অনুরাগীরা। কোচবিহার সফর থেকে ফিরে সোজা রবীন্দ্রসদনে যান মুখ্যমন্ত্রী। গীতশ্রীকে শ্রদ্ধা জানান। সেখানিছ থেকে গীতশ্রীর দেহ নিয়ে যাওয়া হয় কেওড়াতলা মহাশ্মশানে। সেখানেই শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। চোখের জলে কিংবদন্তিকে বিদায় জানান অনুরাগীরা।

## বৃহত্তম ব্যাঙ্ক জালিয়াতির পাণ্ডাদের ধরতে নোটিশ সিবিআই’র

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। দেশের ইতিহাসে বৃহত্তম ব্যাঙ্ক জালিয়াতি কাণ্ডে মুখ্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারি করল সিবিআই। জাহাজ নির্মাণ সংস্থা এবিজি শিপইন্ডাস্ট্রির কর্ণধার ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা দেশের কোনও বিমানবন্দর দিয়ে যাতে বিদেশে পালাতে না পারেন বা কোনওভাবে দেশের সীমান্ত অতিক্রম করতে না পারেন তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এবিজি-র বিরুদ্ধে প্রায় ২৩ হাজার কোটি টাকার ঋণখেলাপি মামলার তদন্ত করেছে সিবিআই। এই মামলায় মুখ্য অভিযুক্ত সংস্থার ডিরেক্টর ঋষি অথবাল, শাহনুম মুখুস্বামী এবং অশ্বিনী কুমার। স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (এসবিআই), আইসিআইসিআই-সহ অন্তত ২৮টি ব্যাঙ্কের মোট ২২ হাজার ৮৪২ কোটি টাকা ঋণখেলাপিতে অভিযুক্ত জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতি সংস্থা এবিজি শিপইন্ডাি। সূত্রের খবর, ঋণের টাকা অন্তত ৯৮টি সংস্থায় সুরিয়ে বিপুল আর্থিক তহরুপ করেছে সংস্থাটি। এই প্রেক্ষিতে এ বার সংস্থার ডিরেক্টর ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে জারি হয়েছে লুকআউট নোটিশ। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, ইতিমধ্যেই তাঁরা ভারত ছাড়েননি তো?

# দীপ সিধুর মৃত্যু ঘিরে বাড়ছে রহস্য

চণ্ডীগড়, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। পথ দুর্ঘটনায় মৃত লালকল্পা হিসা মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত দীপ সিধু। মঙ্গলবার হরিয়ানার সোনোপথে একটি পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় অভিনেতার। যে ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হয় দীপের, সেই ট্রাক চালকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, ৩৭ বছরের দীপ দিল্লি থেকে পাঞ্জাবের দিকে যাচ্ছিলেন। গাড়িতে তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী রিনা রাই। সেই সময়ই একটি ট্রাকের সঙ্গে তাঁদের গাড়ির ধাক্কা লাগে। দীপের ভাই সুজিত পুলিশে অভিযোগ দায়ের করলে ওই ট্রাক চালকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়। অভিযুক্তের বোনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৭৯ (দেপেরোয়া গাড়ি চালানো) ও ৩০৪এ (অবহেলার কারণে মৃত্যু) ধারায় মামলা রঞ্জু



হয়েছে। ঠিক কীভাবে ঘটল দুর্ঘটনা? সুজিত জানিয়েছেন, ট্রাক চালক আচমকায় ব্রেক কয়েন। আর তার ফলে দীপের গাড়িও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে ট্রাকটিকে। দীপের সহচাৰী রিনা কিন্তু দুর্ঘটনার কবল থেকে বেঁচে গিয়েছেন। তাঁর সেভাবে চোট লাগেনি। রিনাই তাঁকে ফোনে দুর্ঘটনার বিষয়ে জানান বলে জানিয়েছেন সুজিত। রিনা

জানিয়েছেন, ওই ট্রাকটি আচমকাই ব্রেক কয়েছিল। অথচ তার কোনও কারণ ছিল না। কেননা ট্রাকটির সামনে কোনও গাড়িই ছিল না। তাছাড়া যথেষ্ট আলোও ছিল সেখানে। ফলে দৃশ্যমানতার অভিযোগও খোপা টেকে না। এরপরেও কেন ট্রাকটি ব্রেক কবল, উঠছে প্রশ্ন। সুজিত জানিয়েছেন, “দুর্ঘটনাটি সম্পূর্ণ ওই ট্রাক চালকের

অবহেলার কারণেই হয়েছে।” উল্লেখ্য, পাঞ্জাবের গার্লক-অভিনেতা দীপ সিধুর বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলনকে ভুল পথে চালনা করার অভিযোগ ছিল। লুকআউট নোটিশ জারি হতেই বেপাও হয়ে গিয়েছিলেন সিধু। অজ্ঞাতবাসে থেকেই ফেসবুকে ভিডিও পোস্ট করেছিলেন তিনি। সেখানে নিজের বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন ওই অভিনেতা। সাধারণতন্ত্র দিবসে লালকল্পায় এ লক্ষ লোক ছিল। অথচ কাউকে না ধরে তাঁকেই কেন কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছে? সেই প্রশ্ন করেন সিধু। তবে শেষবিশেষ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যান সিধু। পাঞ্জাবের চলচ্চিত্র দুনিয়ায় দীপ যথেষ্ট পরিচিত নাম। ২০১৫ সালে তিনি রূপোলি পর্দায় অভিনেতা ঘটান ‘রামতা যোগী’র মধ্যে দিয়ে। এর পর বেশ কয়েকটি ছবিতে কাজ করেছিলেন তিনি।

## এই অসুখই প্রাণ নিল বাপ্পি লাহিড়ীর

বুধবার সকালে খবর এল প্রয়াত হয়েছেন বাপ্পি লাহিড়ী। এটাও জানা গেল মঙ্গলবার রাতে ‘অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া’ কেড়ে নিয়েছে তাঁর প্রাণ। তার পর থেকে অনেকেই জানতে চাইছেন, কী এই অসুখ। গত এক বছরের বেশি সময় ধরে এই অসুখটিতে ভুগছিলেন প্রখ্যাত সুরকার। সংবাদমাধ্যমকে তেমনই জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। শেষ পর্যন্ত সেটিই কেড়ে নিল তাঁর প্রাণ। সর্বলয়ের ক্ষেত্রে এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি না হলেও, এই অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ায় আক্রান্ত হতে পারেন যে কেউ। কোন কোন লক্ষণ দেখলে বুঝবেন অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া-র মতো সমস্যা হচ্ছে? জেনে নিন এই অসুখটি সম্পর্কে। এই অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া? এটি মূলত শ্বাসযন্ত্রের উপরিভাগের সমস্যা। ঘুমের মধ্যে



বারবার শ্বাসনালীর উপরের দিকে বাধা এলে তাকে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া বলা হয়। সাধারণত নাক, মুখ হয়ে গলা দিয়ে বায়ুর স্বাভাবিকভাবে চলাচল করার কথা। কিন্তু তাতে বাধা পড়লেই, সেই সমস্যাটিকে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া বলা হয়। কী কী কারণে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া হতে পারে? এর সবচেয়ে বড় কারণ হতে পারে মেদ। টনসিল বড় হয়ে গেলেও এটি হতে পারে। হাইপারটেনশন, পলিসিস্টিক ওভারির মতো সমস্যার কারণেও এই অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া হতে পারে। হাঁপানি-সহ ফুসফুসের অন্য সমস্যার কারণেও এটি হতে পারে। স্নায়ুর সমস্যার কারণেও এটি হতে পারে। তাতে বৃকের পেশির উপর মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ কমে যায়। হৃদযন্ত্র এবং কিডনির সমস্যাতেও এটি হয়। অস্তঃসত্ত্বা মহিলাদের ক্ষেত্রেও এটি দেখা যেতে পারে। ধূমপানের অভ্যাস থাকলেও এটি হতে পারে। কোন কোন লক্ষণ দেখে বুঝবেন অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া হয়ে থাকতে পারে? নাক ডাকা এর প্রধান লক্ষণ। ঘুমের মধ্যে শ্বাস আটকে যাওয়া, গলা শুকিয়ে যাওয়ার মতো সমস্যাও হতে পারে এতে। সকালে ঘুম থেকে ওটার পরে মাথাব্যথার সমস্যায় ভোগেন অনেকে। এটিও অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ার লক্ষণ। ক্লান্তিও হতে পারে এর ফলে। শিশুদের ক্ষেত্রে অবসাদ বাড়তে পারে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ার কারণে। অনেকে যৌনসম্পর্কের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন এই সমস্যায়।



# উমাকান্তে অ-ফুটবল রোমাঞ্ের পরাজয় গাঁথা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : ঘটনা-১ঃ ১৯৮৫ সালে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসের হেসেল স্টেডিয়ামে ইউরো কাপ ফুটবলের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল জুভেন্টাস এবং লিভারপুল। লিভারপুল-র সমর্থকদের উদ্মত্ত তাওবে শেষ পর্যন্ত ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়। তারের উগ্র আচরণের খেসারত দিতে হয়েছিল ৩৯ জন ফুটবলপ্রেমীকে। যদিও কয়েকদিন পর ওয়েফা ইংল্যান্ডের ক্লাবগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিল। কয়েক বছরের জন্য নির্বাসনে পাঠিয়েছিল ইংল্যান্ডের ক্লাবগুলিকে। ঘটনা-২ঃ ১৯৮০ সালের ১৬ আগস্ট। কলকাতায় তখনও গড়ে উঠেনি সন্টলেক স্টেডিয়াম। তাই মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের ডার্বি ম্যাচ অন্তিষ্ঠ হতো ইডেন গার্ডেনে। দুই দলের দুই ফুটবলার দিলীপ পালিত এবং বিশ্বেশ বসু মাঠের মধ্যে হাওয়াছিল। রিজার্ভ বেষ্টের ফুটবলাররা তা প্রত্যক্ষ করছে। অপেক্ষায় রয়েছে কখন তাদের যুদ্ধে ডাক দেওয়া হবে সেই জন্যই তারা মাঠের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। বৃধবার উমাকান্ত মাঠে এমনই অভিনব দৃশ্য চোখে পড়ে। এগিয়ে চল সংঘ বনাম রামকৃষ্ণ ক্লাবের ম্যাচ চলাকালীন দ্বিতীয়ার্ধের ঘটনা। একটি ফাউলকে কেন্দ্র করে দুই দলের ফুটবলাররা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। লাদাখ-র গালওয়ান সীমান্তে ভাঙত এবং চিনের সেনাবাহিনীর জওয়ানরা নিজেদের সীমানা রক্ষায় হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। দু'রের



খেলা দেখে রাতে বাড়ি ফেরার কথা ছিল তাদের। কিন্তু আর ফেরা হয়নি। ঘটনা-৩ ঃ ২০১৩ সালের ৩ অক্টোবর এই উমাকান্ত মাঠেই খেতাবি যুদ্ধ মুখোমুখি হয়েছিল লালবাহাদুর বনাম পুলিশ। ম্যাচ হেরে গিয়ে খেতাব হাতছাড়া করেছিল পুলিশ বাহিনী। বিষয়টা হজম করতে পারেনি তারা। মাচের তাদের যাবতীয় রাগের উন্মত্ত বহিঃপ্রকাশ দেখা দেয়। লাইনম্যান জয়ন্ত দে সহ অন্যদের রীতিমত রক্তাক্ত করে দেয় পুলিশের

ফুটবলাররা। যদিও তাদেরকে শাস্তিও পেতে হয়েছিল। বৃধবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে রামকৃষ্ণ ক্লাব বনাম এগিয়ে চল সংঘের ম্যাচও প্রায় এমন পর্যায়েও পৌঁছেছিল। প্রথম দুইটি ঘটনায় অজস্র মৃত্যু হয়। তৃতীয় ঘটনায় মৃত্যু না হলেও পরিস্থিতি কিন্তু খেপ্ত খারাপ ছিল। কারণ সেখানে রক্ষকই হয়ে উঠেছিল ভক্ষক। বৃধবারের উমাকান্ত মাঠ হেসেল এবং ইডেন গার্ডেনকেই ফের মনে করিয়ে দিলো। রেফারিদের মার খেতে

হলো। ফুটবলাররা মাঠে জড়িয়ে পড়লো হাতাহাতিতে। দুই দলের দর্শক এবং কর্মকর্তারা আরও উগ্র মেজাজে গোটা পরিবেশকে কলুবিভ করে তুললো। হেসেল বা ইডেন গার্ডেন হওয়ার হাত থেকে কোনক্রমে বেঁচে গেছে উমাকান্ত মাঠ। তবে পরিস্থিতি একটা সময় রীতিমত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। দুই দলের ফুটবলাররা যেমন দায়ী তেমনি রিজার্ভ বেঞ্চে বসে থাকা ফুটবলার, ম্যানেজার থেকে শুরু করে মাঠের বাইরে থাকা



কর্মকর্তারা প্রত্যেকেই এদিনের ঘটনার জন্য সমপরিমাণ দায়ী। ডন ব্র্যাডম্যানকে আটকানোর জন্য ইংল্যান্ডের ক্যাপ্টেন ডগলাস জার্ডিন বডিলাইন সিরিজ শুরু করেছিল। যা দেখে প্রবাদপ্রতিম ক্রিকেট সাংবাদিক নেভিল কার্ডাস বলেছিলেন, এটা মোটেই ক্রিকেট নয়। বৃধবারের উমাকান্ত মাঠের পরিস্থিতি দেখে এই কথাটা খুব সহজেই বলা যায়, এটা মোটেই ফুটবল নয়। একটা অ-ফুটবল রোমাঞ্ের পরাজয় যাঁরা যেন রচিত

হলো উমাকান্ত মাঠে। একটি ছোট্ট চামড়ার গোলককে কেন্দ্র করে বিশ্ব জুড়ে উত্তেজনা, রোমাঞ্চ।৯০ মিনিট মাঠে ২২ জন ফুটবলার নিজেদের নিংড়ে দেয়। তাদের ফুটবল শৈলী দূরদূরান্তের দর্শকদের সমস্ত কাজ ফেলে মাঠে আসার ব্যাপারে বাধ্য করে। লজ্জাজনক বিষয় হলো, এদিন উমাকান্ত মাঠে যা ঘটলো তা ফুটবল রোমাঞ্ের বাইরে। কলঙ্কিত অনেক আগেও হয়েছিল উমাকান্ত মাঠ। কিন্তু এদিন যা ঘটলো তা নজিরবিহীন বললেই কম বলা হয়।

ম্যাচ মোটামুটি নির্বিঘ্নেই শুরু হয়েছিল। প্রথমার্ধে মোটামুটি ভালো খেলাই হয়েছিল। তবে গোল হয়নি। প্রথমার্ধের খেলার শেষ সময়ে এগিয়ে চল সংঘ একটি কর্ণার পায়। কর্ণার করার সাথে সাথেই রেফারি বিশ্বজিৎ দাস হাফ টাইমের বাঁশি বাজিয়ে দেন। এরপরই দ্ধক হয়ে উঠে এগিয়ে চল সংঘের ফুটবলার থেকে শুরু করে কোচ, ম্যানেজার, কর্মকর্তা সবাই। রেফারিদের দূরবস্থারও শুরু তখন থেকে। এগিয়ে চল সংঘের তরফে যে

ধরনের অকথা গালাগাল শুনতে হলো রেফারিদের। তা সম্ভবত গিনেস বুকে নাম উঠার মতো। কর্মকর্তা এবং সমর্থকদের পাশাপাশি সমানতালে পাল্লা দিলো কোচ, ম্যানেজার সহ ফুটবলাররা। তাদের দাবি, হাফ টাইম হওয়ার আগেই বাঁশি বাজিয়েছে বিশ্বজিৎ। ওই সময় আশ্চর্যজনকভাবে চুপ ছিল রামকৃষ্ণ ক্লাব। তবে চুপ থাকা পাড় তারাও নয়। সুযোগ খুঁজছিল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আয়ারিস্টাইডের গোলে

●এরপর দুইয়ের পাতায়

## রণক্ষেত্রে অপেক্ষমান যোদ্ধারা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : এ গিয়ে চল সংঘ এবং রামকৃষ্ণ ক্লাবের রিজার্ভ বেষ্টের ফুটবলাররা মাঠের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। আর ওদিকে মাঠে তখন দুই দলের ফুটবলারদের যুদ্ধ চলছে। রিজার্ভ বেষ্টের ফুটবলাররা তা প্রত্যক্ষ করছে। অপেক্ষায় রয়েছে কখন তাদের যুদ্ধে ডাক দেওয়া হবে সেই জন্যই তারা মাঠের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। বৃধবার উমাকান্ত মাঠে এমনই অভিনব দৃশ্য চোখে পড়ে। এগিয়ে চল সংঘ বনাম রামকৃষ্ণ ক্লাবের ম্যাচ চলাকালীন দ্বিতীয়ার্ধের ঘটনা। একটি ফাউলকে কেন্দ্র করে দুই দলের ফুটবলাররা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। লাদাখ-র গালওয়ান সীমান্তে ভাঙত এবং চিনের সেনাবাহিনীর জওয়ানরা নিজেদের সীমানা রক্ষায় হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। দু'রের

টোকিতে অপেক্ষায় ছিল দুই দেশের অন্য জওয়ানরা। কোথায় লাদাখ আর কোথায় আগরতলার উমাকান্ত মাঠ। তবে ভৌগোলিক দূরত্ব যতই হোক না কেন স্বঘ একই দৃশ্যের রেপ্লিকা দেখা গেলো এদিন উমাকান্ত মাঠে। ফুটবল আইনকে বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে রামকৃষ্ণ এবং এগিয়ে চল সংঘের ফুটবলাররা মাঠের ভেতরে ঢুকে পড়ে। দু'রে প্রত্যক্ষ করতে থাকে ইন্ধের পরিস্থিতি। তাদের চোখ-মুখের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিলো যেন অপেক্ষমান সৈনিক। যে কোন সময় যুদ্ধে নেমে পড়ার ডাক আসবে। কোন আশ্চর্যাস্ত্র নেই তাদের কাছে। শুধু দুইটি হাত এবং পা ভরসা। স্বদলীয় ফুটবলাররা তো এই অস্ত্রকে সম্বল করেই তখন মাঠে লড়ে যাচ্ছে। সুতরাং তারাও তৈরি। এটাই যেন ফুটে উঠলো এদের দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে।

## অবশেষে ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে ইতিবাচক টিসিএ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : শেখ পর্তু ক্রিকেটির কর্মকাণ্ড নিয়ে অগ্রসর হলো টিসিএ। স্টেডিয়াম, মাঠ, প্রশিক্ষণ শিবির নিয়ে তারের যতটা তৎপরতা সেই তৎপরতা দেখা যায়নি ঘরোয়া ক্রিকেটের ক্ষেত্রে। এনিয়ে ক্রমাগত লেখালেখির পর টিনক নড়েছে তাদের। বৃধবার টিসিএ-র উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই সদর সহ সমস্ত মহকুমাগুলিকে ক্রিকেট ওশর সনুমতি দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর টিসিএ-র বৈঠক জারি করে তাদের অনুমতি ছাড়া কোন

মহকুমাই ঘরোয়া ক্রিকেট শুরু করতে পারবে না। ঠিক পাঁচ মাস পর সেই আশেপাশ প্রত্যাহার করা হলো। আপাতত অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট শুরু হবে। একই সাথে চলবে অনূর্ধ্ব ১৪-র জোনাল এবং রাজ্য আসার পাশাপাশি স্কুল ক্রিকেট এবং সিনিয়র ক্রিকেটও শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মহকুমাভিত্তিক অনূর্ধ্ব ১৫ পাঠাতে সেক্টরের সমস্যা রয়েছে। ক্রিকেট শেষ হওয়ার পর পর্যায়ক্রমে জোনাল এবং রাজ্য আসর অনুষ্ঠিত হবে। সমস্ত স্বীকৃত সংস্থাগুলিকে প্রতিযোগিতার সূচি টিসিএ-তে পাঠাতে সেক্টরের সমস্যা রয়েছে। আগামী ২০ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারির

মধ্যে সদর সহ সমস্ত মহকুমাগুলিতে অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট শুরু করতে বলা হয়েছে। সত্যতদল সংঘ এবার অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করবে না। তাই সদরভিত্তিক আরের ১০টি সেন্টার অংশগ্রহণ করবে। গ্রুপ বিন্যাস এদিন চূড়ান্ত হয়েছে। ‘এ’ গ্রুপে আছে — প্রগতি, জিবি, এনএসআরসিপি, এভিনগর, কর্ণেল, দশমীঘাট। ‘বি’ গ্রুপে আছে—ক্রিকেট অনুরাগী, মডার্ন সিএ, চাম্পানুড়া, মৌচাক, ভূটমিল, সত্য সংঘ, বাধারঘাট। টিসিএ-র সভাপতি মামিক সাহা এই সূচি ঘোষণা করেছেন।

## টেনিস ক্রিকেটে উড়ছে লক্ষ লক্ষ টাকা

## ৫ লক্ষ টাকা পেলেই রাজ্যভিত্তিক

## ফুটবল দারুণভাবে হতে পারে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : আগামী ফেব্রুয়ারি টিএফএ-র সিনিয়র ডিভিশন লিগ ফুটবল শেষ হচ্ছে। জানা গেছে, আগামী মার্চ মাসের শুরুতেই উমাকান্ত মাঠে অ্যাটোস্টার্ব বনামের কাজ শুরু হতে পারে। এই ব্যবস্থায় আগামী কয়েক মাস উমাকান্ত মাঠে ফুটবল হবে না। সুতরাং প্রশ্ন উঠছে, এই বছর টিএফএ কি আদৌ রাজ্যভিত্তিক ফুটবল করবে কি না? যদিও টিএফএ-র বর্তমান কমিটি দায়িত্ব নেওয়ার পর বলা হয়েছিল যে, এবার রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র ফুটবল হবে। অবশ্য পাশাপাশি আলোচনা ছিল যে, গত বছর শশধর স্মৃতি যে রাজ্যভিত্তিক ক্লাব ফুটবল হয়েছিল তা এবার থেকে রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র মহকুমা ফুটবলে পরিণত হবে। অর্থাৎ শশধর স্মৃতি ফুটবলে মহকুমার সুপারসির্ জেলা আসরে খেলবে। জেলাগুলি খেলবে রাজ্য আসরে। গত বছর যা ছিল ক্লাবভিত্তিক। তবে গত বছর শশধর স্মৃতি ফুটবল করে টিএফএ-র প্রায় দেড় লক্ষাধিক টাকা অতিরিক্ত খরচ হয়। ফলে এবার নাকি স্পনসর থেকে যত টাকা পাওয়া যাবে সেই টাকায় শশধর স্মৃতি ফুটবল করার

কথা রয়েছে। কিন্তু উমাকান্ত মাঠে যদি আগামী মার্চ মাসে কাজ শুরু হয় তাহলে কনপক্ষে ৩-৪ মাস এই মাঠে ফুটবল হবে না। তাই প্রশ্ন উঠছে যে, এই বছর কি আদৌ শশধর স্মৃতি ফুটবল হবে কি না? টিএফএ-র যে ঘোষণা তাতে আগামী ২১-৩১ মে হবে ২০২২ সিজনের ফুটবলের দলবদল। আর মে মাসে দলবদল হলে জুন-জুলাই মাসে শুরু হতে পারে ‘সি’ ডিভিশন লিগ। তবে উমাকান্ত মাঠ তৈরি না হলে খেলা পিছিয়ে যাবে। তাই প্রশ্ন উঠছে, কবে হবে এবারের (২০২১-২২) শশধর স্মৃতি ফুটবল বা রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র ফুটবল? অবশ্য হয় মাস আগে টিএফএ-র সভাপতি কমিটি গঠন করা হলেও এখন পর্যন্ত মহকুমাগুলিতে ফুটবল শুরু করা বা রাজ্যভিত্তিক ফুটবল নিয়ে টিএফএ-র নাকি কোন প্রস্তুতি নেই। এনিয়ে মহকুমাগুলির উঁচু ক্ষেত্ভ রয়েছে। জানা গেছে, মহকুমা ফুটবল এবং মহকুমা ফুটবল সংস্থাগুলিকে নিয়ে টিএফএ-র কোন বৈঠক পর্যন্ত হয়নি। কয়েকটি মহকুমার সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা বলেন, এখন তো ফুটবলের কোন খবর নেই। এছাড়া কমিটি হওয়ার পর টিএফএ-র কোন

খবরও নেই। মহকুমায় ফুটবল করা নিয়ে টিএফএ-র কোন পরিকল্পনা আছে বলেও মনে হয় না। যদি আগামী মে মাসেও শশধর স্মৃতি ফুটবল হয় বা রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র ফুটবল হয় তাহলে এখনই টিএফএ-কে উদ্যোগী হতে হবে। এখন মহকুমাতে ফুটবল তেমনভাবে হয় না। তবে টিএফএ যদি খানিকটা আর্থিক সাহায্য করে এবং মহকুমা ফুটবলের আয়োজন করে তাহলে কিছু গ্রুপ এবং সুফল পাওয়া যাবে। টিএফএ-র এক সদস্য অবশ্য বলেন, শশধর স্মৃতি ফুটবল নিয়ে আপাতত কোন আলোচনা হয়নি। গত বছর অতিরিক্ত প্রায় দেড় লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে টিএফএ-র। তাই এবার পুরো টাকা না পেলে হয়তো টিএফএ-র পক্ষে সম্ভব নয় শশধর স্মৃতি ফুটবল করা। তবে তিনি বলেন, এখন তো দেখছি টেনিস ক্রিকেটে ১০-১৫ লক্ষ টাকা খরচ হলে হচ্ছে। শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীরাই তাই করছেন। সুতরাং শশধর স্মৃতি ফুটবলে যদি ৫ লক্ষ টাকাও টিএফএ-কে দেওয়া হয় তাহলে মহকুমা থেকে আগরতলা পর্যন্ত দারুণ ফুটবল আসর করা সম্ভব।

## টিএফএ-র বৈঠক আজ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : বৃধবার রামকৃষ্ণ ক্লাব বনাম এগিয়ে চল সংঘের সুপার লিগের ম্যাচ ঘিরে উমাকান্ত মাঠে যে পরিস্থিতি তৈরি হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে আগামীকাল টিএফএ-র দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হবে। বিকাল তিনটায় হবে লিগ কমিটির বৈঠক। সেখানে রেফারি এবং ম্যাচ কর্মশালারের রিপোর্ট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। নেওয়ার হবে সিদ্ধান্ত। এরপর রাত আটটার গভর্নিং বডির বৈঠক হবে। সেখানে লিগ কমিটির নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে আলোচনা হবে। তারপরই রামকৃষ্ণ ক্লাব এবং এগিয়ে চল সংঘের ম্যাচের ভবিষ্য ঠিক হবে।

## আজ ত্রিপুরার রঞ্জি অভিযান শুরু

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : দিল্লির এয়ারফোর্স কমপ্লেক্স মাঠে আগামীকাল থেকে রঞ্জি অভিযান শুরু করবে ত্রিপুরা। প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ হরিয়ানা। এই লক্ষ্যে বৃধবার চূড়ান্ত প্রস্তুতি সেরে মিচ্ছে রাজ্য দল। পূর্বের রমরমা না থাকলেও হরিয়ানায় যথেষ্ট শক্তিশালী দল। জয়ন্ত যাদব-র মতো পেসার দলে আছে। এছাড়াও আইপিএল খেলা বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার হরিয়ানা দলের হয়ে নামবে। ফলে ত্রিপুরার পক্ষে লড়াইটা বেশ কঠিন। অতীতে মূলতঃ ব্যাটিং ব্যর্থতার খেসারত দিতে হয়েছে দলকে। এবারও ব্যাটিং নিয়েই যাবতীয় সমস্যা হতে পারে বলে মনে করাছে বিশেষজ্ঞরা। পেশাদারদের নিয়ে সেরকম আশাবাদী নয় কেউ। স্থানীয় বাটসম্যানরা যদি ভালো খেলতে পারে তবেই হরতৌ দলের ফলাফল কিছুটা ভালো হবে। তবে ক্রিকেটপ্রেমীরা আশায়, দুই বছর পর রঞ্জি খেলার সুযোগটা কাজে লাগবে ক্রিকেটাররা।

## উমাকান্ত মাঠে সুরারোজ টেকনিক

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : ফুটবল মাঠে গম্ভগোল কিংবা হাতাহাতি নতুন কোন ঘটনা নয়। তবে সেটা মূলতঃ লাথি, ঘৃসি, কার্যার্টের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বৃধবার উমাকান্ত মাঠে এর সাথে আরও এক নতুন মারের টেকনিক দেখা গেলো। সহজেই যাকে বলা যায়, লুই সুরারোজ টেকনিক। ২০১৪-র বিশ্বকাপ ফুটবলে উরুগুয়ে-র লুই সুরারোজ কামডে দিয়েছিলেন এতালির চিয়েলিনি-কে। এরপর থেকে এই কামডটা হয়ে উঠেছে বিখ্যাত সুরারোজ টেকনিক হিসাবে। এদিন উমাকান্ত মাঠে এগিয়ে চল সংঘ এবং রামকৃষ্ণ ক্লাবের ফুটবলাররা দোদার মারপিটে জড়িয়ে পড়ে। লাথি, ঘৃসি-র পাশাপাশি সুরারোজ টেকনিকও লক্ষ্য করা

●এরপর দুইয়ের পাতায়

## ইডেনে রোহিতদের দাপট

## টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১-০ এগিয়ে গেল ভারত



কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : ইডেনে জিতে শুরু করল ভারত। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৬ উইকেটে হারাল ভারত। ব্যাট, বলে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে পিছনে ফেলে দিল তারা। টস জিতে আগে বল করার অধিনায়ক অপরাজিত থাকেন ২৪ রানে। শেষ ওভারে সিদ্ধান্ত নেন রোহিত। জাননতে শিশির সমস্যা করতে

পারে ইডেনের মাঠে। ভারতীয় বোলারদের দাপট শুরু হয়ে যায় প্রথম ওভার থেকেই। ব্র্যান্ডন কিংকে ফিরিয়ে দেন ভুবনেশ্বর কুমার। অন্য ওপেনার কাইল মেয়ার্সকে সঙ্গে নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিসে গড়তে শুরু করেন নিকোলাস পুরান। ৪৭ রানের জুটি গড়েন তাঁরা। সেই জুটি ভেঙে দেন যুবজয়ন্ত চহাল। মেয়ার্সকে ফিরিয়ে দেন তিনি। এর পর একে একে ক্যারিবিয়ান ব্যাটারদের শাজঘরের পথ দেখান রবি বিশ্বাই। অভিষেক ম্যাচে খেলতে নেমে কোয়ার সময় বাউন্ডারিতে পা ঠেকিয়ে ফেলায় ছয় রান দিয়ে ফেলেছিলেন ম্যাচের শুরুতে। বল করতে এসে সেই তুলের প্রায়শ্চিত্ত করে ফেলানেন বিশ্বাই। একই ওভারে রস্টন চেজ এবং রভমান পাওয়েলকে ফিরিয়ে দেন তিনি। মাত্র ১০ রান করে আউট হন আকিল হোসেইনও। ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক কায়রন পোলার্ড এবং পুরান ওয়েস্ট ইন্ডিজের

## প্রবীণ ম্যানেজারের হঠকারিতায় অবাক দর্শকরা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : ‘দেহ পট সনে নট সকলি হারায়’। এটাই জীবন এবং বয়সের ধর্ম। এটাকে মেনে চলতেই হয়। কিন্তু রামকৃষ্ণ ক্লাবের ম্যানেজার রতন দেব সম্ভবত এসবের ধার ধারেন না। এই প্রবীণ নেতৃত্ব আগরতলা ফুটবলের অত্যন্ত পরিচিত। সমস্ত দলের মধ্যেই তার জনপ্রিয়তা রয়েছে। ফুটবলপ্রেমী থেকে শুরু করে সংবাদমাধ্যমের লোকজনরাও এই লোকটিকে পছন্দ করে। দীর্ঘদিন ধরেই রামকৃষ্ণ ক্লাবের ম্যানেজারের ধর্ম হলো বয়স হওয়ার সাথে সাথে মানুষের শরীরিক কাউকে মানুজার হিসাবে নাই। এই না। এরা থাকে একচেটিয়া অধিপত্য রতন দেব-র। বৃধবার উমাকান্ত

মাঠে তাকে অন্য ভূমিকায় দেখা গেলো। তার ক্ষেত্রে এটা কতটা সঠিক হয়েছে তা নিশ্চিত নয়। তবে যেভাবে তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন তাতে কিন্তু অন্য ধরনের অঘটন ঘটে যেতে পারতো। রেফারি বিশ্বজিৎ দাস, চতুর্থ রেফারি সত্যজিৎ দেবরায়ের গায়ে হাত তুলেন। তাদের থাধা মারলেন। এই বয়সে কি এটা মানায়। বয়সের ধর্ম মানতেই হবে। তার মতো লোক ছেলের বয়সি রেফারির গায়ে হাত দেবেন এটা কিন্তু ফুটবলপ্রেমীরা মানতে পারেননি। সর্বজন স্বক্ষেয় রতন দেব-কে এটা মানতেই হবে যে, জীবনের দায়িত্ব আহ্নে। ফুটবল মরওম এলে রামকৃষ্ণ ক্লাব অন্য কাউকে মানুজার হিসাবে নাই। এই না। এরা থাকে একচেটিয়া অধিপত্য রতন দেব-র। বৃধবার উমাকান্ত

## অভিশপ্ত টিআইটি স্টেডিয়াম?

## টিসিএ-র কোন কমিটিই কিন্তু

## মেয়াদ শেষ করতে পারেনি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : মুখে মুখে ১৮৫ কোটি টাকার কথা বলা হলেও টিসিএ-র নরসিংগড়স্থিত টিআইটি মাঠে নির্মীয়মাণ ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণে শেষ পর্যন্ত প্রায় ২৫০-২৬০ কোটি টাকা খরচ হবে বলে বিশেষ সূত্রে খবর। জানা গেছে, বাম আমলেই স্টেডিয়াম নির্মাণ শুরু হওয়ার আগে ঠিকাদার কোম্পানিকে দেওয়া হয়েছিল অগ্রিম ২৫ কোটি টাকা। পরবর্তী সময়ে মেওয়া হয় ১০ কোটি টাকা। বর্তমান কমিটি এসে প্রথম বাজেটে ২৫ কোটি এবং দ্বিতীয় বাজেটে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। অর্থাৎ এই হিসাবে ১১০ কোটি টাকা। জানা আরিদ্দম গাঙ্গুলি। সৌরভ দাশগুপ্ত-রা এসে নতুন করে টেন্ডার

সৌরভ-দের অকাল বিদায়। তাপস দে-রা ক্ষমতায় এসে ২০১৭ সালে এই স্টেডিয়ামের শিলান্যাস করার কিছু দিন পরই তাপস দে-রা ক্ষমতাচ্যুত হয়। প্রশাসক এবি পাল স্টেডিয়াম নিয়ে নতুন করে উদ্যোগ নেওয়ার কিছুদিনের মধ্যে আইনি বামেলায় তিনি টিসিএ ছাড়তে বাধ্য হন। এখন মানিক সাহা অ্যাক্ট করে। মানিক-রা স্টেডিয়াম নিয়ে তৎপরতা শুরু করেছেন। এখন দেখার, সেক্টেশ্বর মাসের পর মানিক সাহা-রা টিসিএ-তে থাকেন কি না। তবে স্টেডিয়ামের অতীত কিন্তু অভিশপ্ত। এই স্টেডিয়াম তৈরি করার পথে ইতিমধ্যে তিনজন সচিব এবং একজন প্রশাসক

অকালে ক্ষমতা থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। এদিকে, শুধু টিসিএ-ই নয়, ২০১৭ সালে এই স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ার পর বামেরা ক্ষমতাচ্যুত হয়। শোনা যাচ্ছে, ২০২৩ বিধানসভা தேரের আগে এই স্টেডিয়াম নির্মাণ করার কথা বলা হচ্ছে। এখন দেখার, স্টেডিয়াম ইস্যুতে বামদের মতো রামদের অবস্থা হয় কি না। তবে নিন্দুকেরা বলেন, ২০১৭ সালে টিসিএ-র এই ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণের বরাত দেওয়ার পেছনে তৎকালীন শাসক দলের রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ নাকি কাজ করছিল। ২০২৩ বিধানসভা ভাটের আগে কি বর্তমান শাসক দলের কোন হিসাব-নিকাশ কাজ করছে এই স্টেডিয়াম? প্রশ্ন জনমনে।



“স্বপ্ন আপনার, সাজাবো আমরা”

# BAPPIRAJ FURNITURE

Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura

① Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

৩ 9436940366

বিয়ের ফার্নিচারের বিপুল সম্ভার

**জায়গা বিক্রয়**

মেলাঘর ‘সুকাশ পল্লী’তে ২১ (আড়াই) গন্ডা বসত বাড়ীর জায়গা বিক্রয় হইবে। অতিসম্ভব যোগাযোগ করুন। মেলাঘর, সিপাহীজলা।

মোঃ 8073773398

**N.B.** (উল্লেখ্য একমাত্র উ পজাতি সম্প্রদায়ের ব্যক্তির যোগাযোগ করবেন)

**VACANCY**

Join Kotak life insurance Advisor today for a Secure Second income and family future, working part time / full time. Special Benefits : Salary / P.F./ Incentive etc. Qualification : Minimum H.S. Passed, Age- 25 above.

**Mob - 9774167019**

**বিক্রয়**

**GHOSH SISU BRICK INDUSTRY**

BRICKS MANUFACTURES & ORDER SUPPLIER

**Factory : Kamini Para**

Uttar Ramchandraghat, Khowai Tripura

**Mob. 9436452020**

**9436515777**

**9862723144**

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্যাকেজ 10,00,000 দশ লক্ষ Baba Class & 1st Class ইট অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হবে। আগামী বৃহস্পতিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত এই অফার বলবদ রইল।

**কর্মখালি**

সরকারি এবং বেসরকারি অফিসে শহরের সন্নিকটে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কিছু পুরুষ অতিসম্ভব নিয়োগ করা হবে।

প্রয়োজনে যোগাযোগ দুর্গা চৌমহনী বিপণি বিতান মার্কেট

**Mob - 8837316050**

**9436575096**

**ভর্তি চলছে**

**OPEN BOARD**

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক। ক্লাস 8th পাঠ্য ও মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে পারবেন।

**STENOGRAPHY**

BA, MA, D PHARMA

ENGG, DMLT, BED, DELED

AGARTALA, TRIPURA

**MOB-7642014420**

**সোনার বাজার দর**

১০ গ্রামঃ ৫০, ১০০

ভরিঃ ৫৮, ৪৫০

## অটো স্ট্যান্ড স্থানান্তর ঘিরে উত্তেজনা



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। বটতলা বাঁশ বাজারের পাশের অটো স্ট্যান্ড সরাতে গিয়ে উত্তেজনার মধ্যে পড়ে পুরনিগম। অটো চালকদের বুঝাতে গিয়ে লাঞ্চিত হতে হয় মেয়রকেও। আক্রান্ত হন এক চিত্র সাংবাদিকও। দিনভর অটো স্ট্যান্ড স্থানান্তর ঘিরে উত্তেজনা চলে নাগেরজলায়। অবশেষে সন্ধ্যার পর অটো স্ট্যান্ড সরাতে সক্ষম হয় পুরনিগম। অটো স্ট্যান্ড সরিয়ে ব্যারিকেডও তৈরি করা হয় বাঁশ বাজারের সামনে। বাঁশ বাজার সরাতে পুরনিগম কয়েকদিন আগে থেকেই উঠে-পড়ে লেগেছিল। বাঁশ ব্যবসায়ীদের নোটিশও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু উচ্চ আদালতের হুগিডান্দে থাকা এখন পর্যন্ত বাঁশ বাজার সরাতে পারেনি পুরনিগম। কিন্তু বাঁশ বাজারের সঙ্গে থাকা অটো চালকদের একপ্রকার জোর জবরদস্তি করে উচ্ছেদ করা হয়েছে। সকালে পুরনিগমের টাঙ্ক ফোর্স উচ্ছেদ অভিযানে গেলে অটো চালকরা বাধা দেন। ঘটনাস্থলে নামানো হয় পুলিশ এবং টিএসআর-কে। অটো চালকরা

কেনওভাবেই নাগেরজলার ভেতর স্ট্যান্ড সরাতে চাইছিলেন না। উল্টো দিকে পুরনিগমের টাঙ্ক ফোর্সের কন্ট্রোল বুলডোজার নিয়ে অটো স্ট্যান্ড সরাতে হাজার হয়ে পড়েন। উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান মেয়র দীপক মজুমদার। তিনি অটো চালকদের আশ্বস্ত করেন নাগেরজলার ভেতর থেকে অটো চালিয়ে দেখাতে। কিছুদিনের মধ্যে পরিষেবা স্বাভাবিক হবে। কিন্তু চালকরা কিছুতেই অটো স্ট্যান্ড সরাতে রাজী হননি। এরপরই শুরু হয়ে যায় দু'পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি। মেয়র সাংবাদিকদের বলেন, আগরতলা শহরকে স্মার্টসিটি করার ক্ষেত্রে হাওড়া নদী ঘিরে একটি প্রকল্প রয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাঁশ বাজার অটো স্ট্যান্ড স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উচ্চ আদালতের মামলার কারণে বাঁশ বাজারের বিরুদ্ধে আপাতত অভিযান করা হচ্ছে না। উচ্চ আদালতের নির্দেশের পরই বাঁশ বাজার নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বটতলা এলাকায়

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

## স্বাস্থ্য দফতরে নিয়মিতকরণ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। স্বাস্থ্য দফতরের দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে জিডিএ পদে কর্মরতদের সমকাজে সমবেতন নীতি অনুযায়ী জিডিএ পদের বেতনক্রমের সর্বনিম্নস্তরে মজুরি দেবার নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ আদালত। একই সাথে রিট আবেদনকারীদের নিয়মিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি করে তিন মাসের মধ্যে নিয়মিতকরণ নিয়ে

বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ আদালত। দুটি রিট মামলায় উপরোক্ত আদেশ প্রদান করেছেন উচ্চ আদালতের বিচারপতি এস তলাপাত্র। উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে চতুর্থ শ্রেণির জিডিএ'র ৪১৬টি শূন্যপদ দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়। দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে

নিযুক্ত হয়ে জিডিএ পদের সব দায়িত্ব পালন করছেন নিযুক্তরা। কিন্তু নিয়মিত বেতনক্রম থেকে বঞ্চিত থেকে প্রথমে দৈনিক ৮০ টাকা মজুরি, ধাপে ধাপে মজুরি বেড়ে বর্তমানে ২৩০ টাকা। সামান্য মজুরির বিনিময়ে চতুর্থ শ্রেণির পদের সব দায়িত্ব পালন করা। সর্বনিম্ন মজুরি থেকেও বঞ্চিত হয়ে আধুনিক শ্রমদাস। সমকাজে সমবেতন ও নিয়মিতকরণের আর্জি জানিয়ে ১১০জন জিডিএ উচ্চ আদালতে দুটি রিট মামলা দায়ের করেন। উল্লেখ্য, স্বাস্থ্য দফতরের তরফ থেকে জিডিএ পদে দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কর্মরতদের নিয়মিত করার প্রস্তাব অর্থ দফতর নাকচ করে। নিয়মিতকরণের প্রকল্প ২০১৮ সালে বাতিল হওয়া সত্ত্বেও কেন নিয়মিতকরণের প্রস্তাব। অর্থ

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

**IGNOU TUITION**

IGNOU MA (MEG, MPA, MPS) Complete Assignments and Notes are available for students.

**Cont - 9863031699**

**9089390043**

**নামের পরিচয় পত্র**

কাঁকড়াবন শীলঘাটি পঞ্চায়েতের ৫নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা মৃত সুনীল চক্রবর্তীর স্ত্রী সন্ধ্যারানী চক্রবর্তী তুলবংশত দীপা চক্রবর্তী নামে পরিচিত হয়েছিল। উনার আসল নাম সন্ধ্যা রানী চক্রবর্তী। ইতি সন্তোষ চক্রবর্তী (পুত্র)।

**অমলাজি ক্লিনিক**

পূর্ব ভারতের প্রখ্যাত আলার্জি চিকিৎসক আগরতলায় আলার্জি ও শ্বাসকষ্ট জনিত রোগীদের চিকিৎসায় পরামর্শ দেবেন।

বিশিষ্ট ওষেধ তিস্তুরা আরও রোগী উন্নয়ন চিকিৎসায় যুক্ত হবেন।

**ডাঃ অমিতাভ চক্রবর্তী**

MBBS, FCPE (FR)

Reg. No.: 41090

Ex. R.P. MBBS CC (NY) (USA)

Consult. Allergologist & Immunologist

৩১শি অক্টো ১৯৯৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ই

**হাটবিট মাল্টিস্পেশালিটি ডক্টরস ক্লিনিক**

ফোনঃ ৭৬৪০৯৭৭৭৭ / ৯৭৭৭৪২১২২০

**Career Opportunity**

Recruitment of Insurance Consultant under Reputed Life Insurance Company going on. Unemployed youth / Businessman / Housewife / Retired Person etc. can join for part time or full time career. Recruitment under pinnacle scheme for age upto 45 years also going on. For more details Please call to 8974053132

## সন্দেহের বশে স্ত্রীকে হত্যা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। পর পুরন্থের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের সন্দেহে স্ত্রীকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করলো স্বামী। এই চাঞ্চল্যকর অভিযোগে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। ঘটনা কমলপুরে। নিহত বধুর নাম রবিনা কর। তিন বছর আগেই জনৈক সুজিত মণ্ডলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। তাদের সংসারে একটি সন্তানও রয়েছে। অভিযোগ, সুজিত তার স্ত্রীকে সন্দেহ করতো। এলাকারই রানা নামের এক যুবকের সঙ্গে স্ত্রীর সম্পর্ক রয়েছে এই সন্দেহে তাকে মারধর করতো। দুদিন আগেও এনিয়ে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া হয়। এলাকাবাসীরাও রবিনাকে মারধর করতে দেখেছেন। শেষ পর্যন্ত রবিনাকে মারধর করে

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

## নাবালিকার রহস্য মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি / কদমতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। নির্খোজ নাবালিকার বাড়ির পাশে বুলুত মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় বিভিন্ন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। মৃত্যুর নাম শিউলি নাথ (১৭)। বাবা ইরেশ নাথ। গত সোমবার বিকেল থেকে মেয়েটি নির্খোজ ছিল। নাবালিকার পরিবারের তরফে গত সোমবার কদমতলা থানায় মিসিং ডায়েরি করা হয়েছিল। পরিবারের দাবি পুলিশ যেন ঘটনাটির সঠিক তদন্ত করে। কদমতলা থানাধীন সরলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা এলাকায় শিউলি নাথের বাড়ি। এদিন দুপুরে তার ছোট ভাই বাড়ির পাশে পরিত্যক্ত ঘরে শিউলির বুলুত মৃতদেহ দেখতে পায়। ছেলটি তার বাবাকে ঘটনা সম্পর্কে জানায়।

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

## যান সন্ত্রাসের বলি বিজেপি নেতা



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। যান সন্ত্রাসের বলি হলেন বিজেপি নেতা। বুধবার সকাল ১০টা নাগাদ কুমারখাট রামঠাকুর আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। নিহতের নাম অনিল সিনহা। তিনি কুমারখাটের ৫নং ওয়ার্ডের বিজেপি কনভেনার ছিলেন। গত ৮ বছর ধরে তিনি বিজেপির হয়ে কাজ করেছেন। এদিন সকালে টিআর০২ডি৪৫৩৬ নম্বরের স্কুটি নিয়ে কুমারখাট শহরের দিকে আসছিলেন। তখনই কুমারখাট বালিকা বিদ্যালয় এবং রামঠাকুর আশ্রমের মাঝামাঝি জায়গায় একটি গাড়ি তার স্কুটির পেছনে থাকা দেয়। এতে তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় ছিটকে পড়েন। তাকে তড়িঘড়ি কুমারখাট হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক তার শারীরিক অবস্থা সংকটজনক দেখে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে রেফার করে দেন। কিন্তু তাতেও

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

## দিনদুপুরে শিক্ষকের বাড়ি লুটপাট



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। নিরাপত্তা ব্যবস্থা কোন্ জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালে দিনদুপুরে বাড়িতে ঢুকে দুর্ভুক্তিরা লুটপাট চালাতে পারে তা বলায় অপেক্ষা রাখেন না। বুধবার বিলোনিয়া আর্থ কলোনিস্থিত শিক্ষক বিশ্বজিৎ মজুমদারের বাড়িতে এই ঘটনায় এলাকাবাসী তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। বিশ্বজিৎ বাবুর স্ত্রী মালবিকা মজুমদারও পেশায় শিক্ষিকা। ঘটনার সময় তারা স্বামী-স্ত্রী কেউই বাড়িতে ছিলেন না। সেই সুযোগটিকে কাজে লাগায় চোরের দল। শিক্ষক বিশ্বজিৎ মজুমদার কর্মরত আছেন বিলোনিয়া বিকেআই-এ। তিনি অন্ধ বিষয়ের

শিক্ষক। এদিন সকালে বিশ্বজিৎ মজুমদার ছেলেকে নিয়ে আগরতলা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করানোর জন্য এসেছিলেন। এদিকে, তার স্ত্রী স্কুলে চলে যান। বাড়ি ছিল সম্পূর্ণ ফাঁকা। চোরের দল তখনই বাউন্ডারি উপরে বাড়িতে ঢুকে জানালা ভেঙে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে। ঘর থেকে ৪ ভরি স্বর্ণালঙ্কার এবং নগদ দেড় লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়ে যায়। মালবিকা মজুমদার জানান, ছেলের ভর্তির জন্য দুদিন আগেই ব্যাঙ্ক থেকে দেড় লক্ষ টাকা উঠিয়ে

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

## রেলের ধাক্কায় মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। মঙ্গলবার রাত্রে সাক্ষম-আগরতলাগামী রেলের ধাক্কায় মৃত্যু ৫২ বছরের ভারত ত্রিপুরার। তার বাড়ি অখ্যামুখ রুপের রাজারামবাড়ি ভিলেজে। নিজ বাড়ি থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরে হরিসর্পার পাড়ায় এই দুর্ঘটনা। ভারত ত্রিপুরার ছেলে রমেন্দ্র ত্রিপুরা জানান, পিসির বাড়িতে নেমতন্ন খেয়ে রেল লাইন ধরে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ সাক্ষম থেকে আগরতলাগামী ট্রেনের ধাক্কায় তার মৃত্যু হয়। এলাকাবাসী রেল লাইনে এক ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখে বিলোনিয়া থানায় খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

## বধূ হত্যায় কারাগারে সরকারি কর্মচারী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি।। পনের জন্য শ্বশুরবাড়িতে গৃহবধূকে বিধ্বস্ত করে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা হয়। এই অভিযোগমূলে অভিযুক্ত স্বামী অভিজিৎ বিশ্বাস (৩০)-কে গ্রেফতার করলো পুলিশ। তার বাড়ি গান্ধীগ্রামের এমসি টিলা এলাকায়। মৃত্যুর ঘটনাটি গত বছরের ১৮ ডিসেম্বর হলেও পুলিশ তদন্তে নেমে প্রায় ৪ মাস পর এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। জানা গেছে, এমসি টিলা এলাকাতেই স্বামীর বাড়িতে বিধ্বস্ত করে আত্মহত্যা করেছিলেন রূপন সরকার নামে এক বধূ। ৫ বছর আগে অভিজিৎকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন রূপন। ভালোবাসার টানে প্রথমে

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

**ব্যাস এখন আর দুঃখ নয়**

আপনি কি কষ্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যারই রয়েছে সমাধান সমস্যা ১০০ শতাংশ অতিসম্ভব সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।

**মিয়া সুফি খান**

যেমন চাকরি, গৃহ অশান্তি, প্রেম, বিবাহ, কল্যাণ, সন্তান এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুদমন, সমস্যার চিন্তা, স্বপ্ন মুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তুফান সমাধান পাবেন আমাদের কাজের দ্বারা।

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন্য কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসম্ভব আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

তত্ত্ব মন্ত্র বশীকরণ এবং অন্তঃ-এর পেশালিস্ট মিয়া সুফি খান। সত্যের একটি নাম।

**মোবাইলঃ ৮৭৯৮১৪৫০৮ / ৮৭৯৮১৪৫০৮**

টিকা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)

**পাইলস, ফিসটুলা ক্লিনিক**

বিনা অপারেশনে আয়ুর্বেদিক ক্ষারসূত্র পদ্ধতি চিকিৎসালয়

ডাঃ স্বরূপ মজুমদার

এম.এস (আয়ু)

আ্যিসিস্টেন্ট প্রফেসর, রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল আয়ুর্বেদিক কলেজ এণ্ড হস্পিটাল।

**03813564210 / 8119907265 / 8119853440**

**মেডিক্যাল ডায়গনোস্টিক**

৪৫, হরি গঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা।

**বিশেষ দ্রষ্টব্য**

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

Living Room • Dining • Bedroom • Mattress • Storage • Seating • Utility • Office

**New Radha Store:** Hari Ganga Basak Road, Melarmath, Opposite Madan Mohan Ashram, Agartala,

Tripura (W) - 799001. Tel. No.: 9436169674 | EXCLUSIVE SHOWROOM

Email: newradhank@gmail.com

**Nilkamal®**

**FURNITURE IDEAS**

UP TO 40% OFF

FLAT 10% OFF + 2 PILLOWS FREE ON PURCHASE OF A MATTRESS